দুই পুরুষ

দুই পুরুষ

দুই পুরুষ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৪৭

পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৪৭, শ্রাবণ ১৩৫১, আষাঢ় ১৩৫২

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস

৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭ হইতে

শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
শ্রীমান সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমান সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু

ভূমিকা

'দুই পুরুষ' আমার দ্বিতীয় নাটক। আমার প্রথম নাটক 'কালিন্দী'। কিন্তু 'কালিন্দী' মূলত উপন্যাস। সেই হিসাবে 'দুই পুরুষ'কে আমার প্রথম নাটক বলিলেও ভুল হইবে না। 'দুই পুরুষ' রচনাকালে নাম দিয়াছিলাম "পিতা-পুত্র", এবং ওই নামেই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে বইখানি ছাপাও আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গালয় "নাট্যভারতী"র কর্তৃপক্ষ বইখানি শুনিয়া মঞ্চস্থ করিবার অভিপ্রায়ে 'দুই পুরুষ' নামে বইখানিকে গ্রহণ করেন। রীতেন কোম্পানির পরিচালক শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার ধন্যবাদের পাত্র। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সতু সেনের ঋণ আমি অপরিসীম প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। রঙ্গমঞ্চ-পরিচালক ও গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহাদের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। সেই পরিচয় আজ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে আজ কিছু বলিতে গেলেই বন্ধুস্তুতি দাঁড়াইবে। তবে কয়েকটি কথা না বলিলে আমাকে অপরাধী হইতে হইবে। রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণত বাহির হইতে অসৌজন্য এবং নাটকবিচার ও নাটকের অংশ পরিবর্তন-পরিবর্জন লইয়া স্বেচ্ছাচারিতার অপবাদ শোনা যায়; কিন্তু শ্রীযুক্ত মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত সেন সে অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সুযোগে বার বার তাঁহাদের আমি প্রীতিসিক্ত নমস্কার জানাইতেছি। 'দুই পুরুষে'র অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র মহাশয়ও আমার পুরাতন বন্ধু; তাঁহাকেও এই সঙ্গে নমস্কার জানাইতেছি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "দেশ-দেশ নন্দিত করি" গানখানি দিয়া নাটকের যবনিকা অপসারণে সমগ্র নাটকখানি মুহূর্তে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে; গানখানির জন্য নাটকখানি গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গানখানি ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এজন্য বিশেষভাবে তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

অপর গান কয়খানি বাংলার প্রতিভাশালী কবি-ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা। তাঁহার নিকটও আমার কৃতজ্ঞতা অনেক।

ঋণ স্বীকার করা ছাড়াও ভূমিকায় অনেক কথা, বিশেষ করিয়া বাঙালীর জীবন, বাংলার নাটক এবং বাংলার রঙ্গমঞ্চ লইয়া বক্তব্য আমার কিছু ছিল। কিন্তু নাটক প্রকাশের মুখেই রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায় সে ইচ্ছা আমার বর্তমানে অসম্পূর্ণই থাকিয়া গেল। বারান্তরে সুযোগ ঘটিলে সে ইচ্ছা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব।

শখের নাট্যসম্প্রদায়কে একটি কথা নিবেদন করি। রিভল্‌ভিং স্টেজ-(Revolving Stage-এর সুবিধায় আসবাবপত্র দিয়া প্রতিটি সেট বাঁধাইবার যে সুযোগ সাধারণ রঙ্গালয়ের আছে, তাহা তাঁহাদের নাই এবং গুটানো পট দিয়াই তাঁহাদের কাজ চালাইতে হয়। অথচ আসবাব দিয়া দৃশ্য সাজাইবার প্রলোভন তাঁহারা সংবরণ করিতে পারেন না। ফলে প্রতি দৃশ্যের পর পর্দা ফেলিয়া আসবাব সরাইতে হয় ও নূতন করিয়া সাজাইতে হয়। তাহাতে অযথা সময়ক্ষেপে নাটকের অভিনয়ের গতি ব্যাহত হয়। সুতরাং তাঁহারা ওই প্রলোভন সম্বরণ করিয়া একটি প্রকাণ্ড দৃশ্য (discover scene) এবং পরবর্তী দৃশ্যটি পট দিয়া আবৃত করিয়া অভিনয় করিবেন এই অনুরোধ।

লাভপুর, বীরভূম
১লা আষাঢ়, ১৩৪৯

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনয়ের সময়সংক্ষেপের জন্য এবং গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য নাটকের কতক কতক অংশ বাদ দেওয়া হয়। সেই অংশগুলি মোটা [ ] বন্ধনী-বেষ্টনের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইল।

নাট্যভারতীতে

প্রথম অভিনয় — ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

প্রথম রজনীর ব্যবস্থাপক ও অভিনেতৃগণ

প্রযোজক—শ্রীশিশির মল্লিক

পরিচালনায়—শ্রীনরেশ মিত্র, শ্রীসন্তু সেন

সুরশিল্পী—শ্রীদুর্গা সেন

নৃত্য পরিকল্পয়িতা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ব্যবস্থাপক—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ঘুঁটেবিহারী	শ্রীছবি বিশ্বাস	কালী বাগদী	শ্রীশান্তি দাশগুপ্ত
বরুণ	শ্রীমতী ফিরোজাবালা	মোড়ল	কুমার মিত্র
মহাভারত	শ্রীরবি রায়	রাজেন	বিজয়কার্তিক দাস
কমলাপদ	তুলসী চক্রবর্তী	বিপিন	বিপিন বসু
শিবনারায়ণ	৺যোগেশ চৌধুরী	পুলিস	সুধীর গুপ্ত
ভৃত্য	শ্রীজগবন্ধু চক্রবর্তী	ইন্‌স্পেক্টার	দ্বিজেন ঘোষ
গোপীনাথ	নরেশ মিত্র	জজ	ভোলানাথ শীল
চাপরাসী	আকাশচন্দ্র দে	জুরীগণ	সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবনারায়ণ	কালী সরকার (অ্যাঃ)		গোপীনাথ দে
সুশোভন	জহর গাঙ্গুলী		সুশীল রায়
ভগবান	শান্তি চক্রবর্তী		মোহনলাল যাজ্ঞিক
মুটে	বেচু দত্ত		বেচু দত্ত
অরুণ	মিহির ভট্টাচার্য		গিরীন ঘোষ
গ্রামবাসীদ্বয়	গিরীন ঘোষ উমাপদ দাস		আকাশচন্দ্র দে

দুই পুরুষ

পেশকার	শ্রীউদয়সাগর দাস	দরোয়ান	শ্রীজগবন্ধু চক্রবর্তী
ভৃত্যদ্বয়	{ গোপাল নন্দী প্রভাস বসু	ডাক্তার উকিল	সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি চক্রবর্তী
বৃদ্ধ	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	সজ্জন	বিশ্বনাথ কুণ্ডু

বিমলা	শ্রীমতী প্রভা	ঘোমটাওয়ালী	শ্রীমতী প্রতিভাবালা
মাতু	রাজলক্ষ্মী	বাইজী	হরিমতী
কল্যাণী	অঞ্জলি রায়		
শ্যামা	শান্তিলতা ও ছায়া দেবী	ছাত্রীগণ	{ শ্রীমতী প্রতিভা, বন্দ নির্মলা, সন্ধ্যারা মহামায়া, গীতা (১ গীতা (২), বীণাপা সত্যবালা, আশাল
মমতা	গীতা ও পূর্ণিমা দেবী		
জমিদার-গৃহিণী	রেণুবালা		

পরিচয়

স্ফুটবিহারী	...	আদর্শবাদী দেশসেবী
অরুণ	...	ঐ পুত্র
বরুণ	...	ঐ পুত্র
মহাভারত	...	ঐ আশ্রিত চাষী
কমলাপদ	...	ঐ বন্ধু (মুন্সেফ)
সুশোভন	...	ঐ ছাত্র, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পুত্র
বিপিন	...	ঐ মুহুরী
শিবনারায়ণ	...	কঙ্কণার জমিদার
দেবনারায়ণ	...	ঐ পুত্র
গোপীনাথ	...	ঐ গোমস্তা
কালী বাগদী	...	জমিদারের একান্ত অনুগত প্রজা
মণ্ডল	...	ঐ ঐ
রাজেন	...	উকিল
বৃদ্ধ	...	অবসরপ্রাপ্ত উকিল

জজ, জুরী, চাপরাসী, চাকর, প্রতিবেশীগণ, টাউট,
কোর্ট-পুলিস, দরোয়ান

বিমলা	...	স্ফুটবিহারীর স্ত্রী
শ্যামা	...	ঐ কন্যা
সাতু	...	ঐ দূর-সম্পর্কীয়া বিধবা ভগ্নী
কল্যাণী	...	ঐ ছাত্রী, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কন্যা
মমতা	...	কল্যাণীর কন্যা
জমিদার-গৃহিণী	...	শিবনারায়ণের

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ছুটবিহারীর আশ্রম। কাল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের প্রত্যুষ।

আকাশে সূর্যোদয় হইতেছে

[...গানের মধ্যে একখানি মেটে বাংলো-ধরনের ঘর। বাগানের মধ্যে ...ট ছোট সবজি-ক্ষেত দেখা যায়। দুই পাশে কয়েকটি বড় গাছ। ...ট বাংলোটির সম্মুখে একটি অনাবৃত চত্বর বা রোয়াক। সেই ...য়াকের উপর ছুটবিহারী দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টি পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয়ের ...ক। চারিদিকে পাখির কলরব। ছুটবিহারী স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি ... বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। মুখে বহু ক্লেশের চিহ্ন। কিন্তু সে চিহ্ন ...ন্নীর ললাট-ক্ষতের মত তাহার রূপকে দৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। ...নে খদ্দর। তাহার সম্মুখেই দুইটি ছোট ছেলেমেয়ে—বরুণ ও শ্যামা ...ড়হাতে গান গাহিতেছে। যবনিকা অপসারিত হইবার পূর্ব হইতেই তাহারা গাহিতেছিল]

(গান)

"যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জিল ভয় অর্জিল জয় সার্থক হ'ল কাজে।
দিন আগত ওই
ভারত তবু কই,
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন-ঘাতে।
পুঞ্জিত অবসাদ ভার হান' অশনি-পাতে।
ছায়া-ভয় চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে।

দেশ-দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।"

[গান শেষ হইলে হুটু সস্নেহে ছেলে ও মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিল

হুট। যাও, এইবার পড়তে ব'স গিয়ে।

বরুণ। আজ কখন ছুটি দেবেন বাবা? আজ যে জগদ্ধাত্রী-পুজো!

শ্যামা। এক্ষুনি ঘট ভরতে যাবে বাবা, খানিক পরেই বলিদান হবে কাল থেকে থিয়েটার হবে; ম্যারাপ বাঁধছে। একটু পরেই কিন্তু ছুটি দেবেন আমাদের।

হুট। একটু পরেই ছুটি দিতে হবে?

বরুণ। আশ্রমের ছেলেদের তো আজ সমস্ত দিন ছুটি দিয়েছেন! বড়দার বড় ইস্কুলেরও আজ ছুটি। আমাদের—

হুট। আচ্ছা, তোমাদেরও যদি আজ সমস্ত দিন ছুটি দেওয়া হয়?

[প্রবেশ করিল বিমলা—হুটবিহারীর স্ত্রী। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। দুঃখ-ক্লেশে শ্রান্ত অবসন্ন, কিন্তু মুখে বিরক্তি। তাহার মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর]

হুট। এস। কি সংবাদ? চাল নেই, না, নুন নেই? ওই দুটো না থাকলেই ভাবনা। বাকি সমস্তগুলোকেই বিলাসের পর্যায়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়।

বিমলা। (ছেলেমেয়ের প্রতি) যা, পড়তে ব'স্‌গে যা।

হুট। ওদের আজ ছুটি। জগদ্ধাত্রী-পুজো। জগদ্ধাত্রীর গন্ধ শুনেই ওরা পুজো দেখতে যাবে।

বিমলা। যাবার সময় দুজনে দুটো নাড়ইয়ের খোলা হাতে ক'রে যাস—বুঝলি?

বরুণ, শ্যামা, তোমরা এখন পূজো দেখে এস। গল্প ও-বেলায় বলব।

[বরুণ ও শ্যামার প্রস্থান]

লা। ওদের তাড়িয়ে দিলে যে ?

। ওদের সামনে যে কথাটা তুমি বলবে, সেটা হওয়া খুব শোভন হবে না বিমলা।

লা। আমি কি বলব তুমি জানতে পেরেছ ?

। জানা কথা যে। আদিকাল থেকে গৃহিণীরা, আমাদের মত স্বামীকে ওই একই কথা ব'লে আসছেন,—

"অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধ'রে এ কি ছেলেখেলা
ভারতীরে ছেড়ে ধর এই বেলা—
লক্ষ্মীর উপাসনা।"

'ভারতী' কথাটা পালটে 'ভারত' বলতে পার। 'স্বদেশ' বললে আরও পরিষ্কার হবে।

লা। (তিক্ত হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিল) না। লক্ষ্মীর উপাসনা করতে বলতে আসি নি। বলতে এসেছি, লক্ষ্মীর উপাসনা যখন বর্জনই করেছ, তখন লক্ষ্মীর বরপুত্র যারা, তাদের সঙ্গেই বা সম্বন্ধ রাখবে কেন ? রাখতে হয় তুমি রাখ, আমি রাখতে পারব না; বাবুদের বাড়ির পূজোয় যজ্ঞির নেমন্তন্নে আমি যাব না, যেতে পারব না।

(গম্ভীরভাবে) কিন্তু আমি যে নিমন্ত্রণ নিয়েছি বিমলা।

লা। তুমি নিয়েছ, তুমি যাও, তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাও

দেশ-দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।"

[গান শেষ হইলে নুটু সস্নেহে ছেলে ও মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিল]

নুটু। যাও, এইবার পড়তে ব'স গিয়ে।

অরুণ। আজ কখন ছুটি দেবেন বাবা? আজ যে জগদ্ধাত্রী-পূজো!

শ্যামা। এক্ষুনি ঘট ভরতে যাবে বাবা, খানিক পরেই বলিদান হবে। কাল থেকে থিয়েটার হবে; ম্যারাপ বাঁধছে। একটু পরেই কিন্তু ছুটি দেবেন আমাদের।

নুটু। একটু পরেই ছুটি দিতে হবে?

অরুণ। আশ্রমের ছেলেদের তো আজ সমস্ত দিন ছুটি দিয়েছেন! বড়দার বড় ইস্কুলেরও আজ ছুটি। আমাদের—

নুটু। আচ্ছা, তোমাদেরও যদি আজ সমস্ত দিন ছুটি দেওয়া হয়?

[প্রবেশ করিল বিমলা—নুটবিহারীর স্ত্রী। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। দুঃখ-ক্লেশে শ্রান্ত অবসন্ন, কিন্তু মুখে বিরক্তি। তাহার মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর]

নুটু। এস। কি সংবাদ? চাল নেই, না, নুন নেই? ওই দুটো না থাকলেই ভাবনা। বাকি সমস্তগুলোকেই বিলাসের পর্যায়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়।

বিমলা। (ছেলেমেয়ের প্রতি) যা, পড়তে ব'স্গে যা।

নুটু। ওদের আজ ছুটি। জগদ্ধাত্রী-পূজো। জগদ্ধাত্রীর গল্প শুনেই ওরা পূজো দেখতে যাবে।

বিমলা। যাবার সময় দুজনে দুটো মুড়িয়ের ধোকা হাতে ক'রে যাস—বুঝলি?

নুট। বরুণ, শ্যামা, তোমরা এখন পূজো দেখে এস। গল্প ও-বেলায় বলব।

[বরুণ ও শ্যামার প্রস্থান]

বিমলা। ওদের তাড়িয়ে দিলে যে ?

নুট। ওদের সামনে যে কথাটা তুমি বলবে, সেটা হওয়া খুব শোভন হবে না বিমলা।

বিমলা। আমি কি বলব তুমি জানতে পেরেছ ?

নুট। জানা কথা যে। আদিকাল থেকে গৃহিণীরা, আমাদের মত স্বামীকে এই একই কথা ব'লে আসছেন,—

"অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধ'রে এ কি ছেলেখেলা
ভারতীরে ছেড়ে ধর এই বেলা—
লক্ষ্মীর উপাসনা।"

'ভারতী' কথাটা পালটে 'ভারত' বলতে পার। 'স্বদেশ' বললে আরও পরিষ্কার হবে।

বিমলা। (তিক্ত হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিল) না। লক্ষ্মীর উপাসনা করতে বলতে আসি নি। বলতে এসেছি, লক্ষ্মীর উপাসনা যখন বর্জনই করেছ, তখন লক্ষ্মীর বরপুত্র যারা, তাদের সঙ্গেই বা সম্বন্ধ রাখবে কেন ? রাখতে হয় তুমি রাখ, আমি রাখতে পারব না; বাবুদের বাড়ির পূজোয় যজ্ঞির নেমন্তন্নে আমি যাব না, যেতে পারব না।

নুট। (গম্ভীরভাবে) কিন্তু আমরা যে নিমন্ত্রণ নিয়েছি বিমলা।

বিমলা। তুমি নিয়েছ, তুমি যাও, তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাও

আমি যাব না। আমায় যেতে ব'লো না, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় যেতে ব'লো না।

নুটু। তোমার যে অভিযোগ, সেটা তোমার মনের ভ্রম হতে পারে। দারিদ্র্যের জন্যে যাদের ক্ষোভ থাকে, ঐশ্বর্যের জন্যে গোপন আকাঙ্ক্ষা তাদের অনিবার্য; তারাই কথায় কথায় সর্বদাই অপমানবোধ করে; এটা তাদের দুর্বল স্বভাবের ধর্ম। দোতলার বারান্দায় অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের বসবার জন্যে তোমাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়েছিল—এটা সত্যি নাও হতে পারে। হয়তো জায়গার অকুলান হচ্ছিল, তাই তোমাকে ব'লে থাকবেন—

বিমলা। হ্যাঁ, তাই সকলকে বাদ দিয়ে বেছে বেছে আমাকেই ব'লে থাকবেন—তুমি আবার এখানে কেন বাপু? তুমি নীচে গিয়ে ব'স। শুধু জায়গার অকুলান কেন? খাবার-সামগ্রীরও অকুলান হয়েছিল, তাই খাওয়ার ব্যবস্থাও দু রকম হয়েছিল। পাতার অকুলান পড়েছিল, তাই ছেঁড়া পাতায় খেয়েছি। সবই আমার মনের ভ্রম, ঐশ্বর্যের জন্যে ক্ষোভ, সম্পদের ওপর লোভ।

[নুটু গম্ভীরভাবে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল]

ওই খোঁটাই তুমি চিরদিন আমাকে দিলে। দারিদ্র্যের জন্যেই আমার দুঃখের অন্ত নেই, টাকা-পয়সা ছাড়া আমার আর কিছু কামনা নেই, তুমি গরিব ব'লে—

নুটু। (হাসিয়া) সে কি মিথ্যে বিমলা? সে কামনা কি তোমার নেই? সেটা কি তুমি অস্বীকার কর?

বিমলা। না, অস্বীকার করি না, স্বীকার করি। টাকা-পয়সা আমি চাই, সম্পদ আমি চাই। কেন চাইব না? আমার

ছেলেমেয়েকে আমি সাধ মিটিয়ে খেতে পরতে দিতে চাই, আমার স্বামীকে—

সুট। আমার কথা বাদ দাও বিমলা।

বিমলা। কেন?

সুট। কারণ, এই আমার সবচেয়ে বড় সুখ। সংসারে কারও উদার পাত্র নই আমি, কাউকে আমি বঞ্চনা করি নি। থাক, সে কথা তুমি বোঝ নি, বুঝবে না।

বিমলা। আমি মূর্খ, সে কথা আমি জানি। সেইজন্তেই কি তুমি আমায় ঘৃণা কর?

সুট। না, ঘৃণা তোমায় আমি করি না; তবে শিক্ষার গুণ আছে বইকি বিমলা।

বিমলা। হ্যাঁ। আছে বইকি। সেই গুণের আগুনেই তো তুমি পুড়ছ। সে কি আর আমি জানি না? জানি। কিন্তু শিক্ষিতা মেয়ে যে তোমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ধনীর ছেলের গলায় মালা দিলে, সে অপরাধ কি আমার? যার জন্যে এক বিন্দু ভালবাসা তুমি আমায় দিলে না, দিতে পারলে না।

সুট। (কিছুক্ষণ গুরুভাবে বিমলার দিকে চাহিয়া থাকিল, তারপর বলিল) এও তোমার মনের ভ্রম বিমলা।

বিমলা। এও আমার ভ্রম? ভ্রম ক'রেই কি বিধাতা সংসারে আমাকে পাঠিয়েছিলেন? ভ্রম ছাড়া কি জীবনে আমার কিছু নেই?

সুট। তুমি উত্তেজিত হয়েছ বিমলা, ওসব কথা এখন থাক্।

বিমলা। উত্তেজিত হয়েছি! তেজ থাকলে উত্তেজনা আসে মানুষের। আমার তেজ, অহঙ্কার ধূলায় লুটিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

উত্তেজিত আমি হই নি, কেবল দুঃখের কথাই তোমাকে জানিয়ে গেলাম।

[প্রস্থানোদ্যত]

নুট। শোন।

বিমলা। বল।

নুট। আমার অনুরোধ, তুমি খেতে যাও।

[বিমলা স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

তুমি যা বলেছ, সে কথা সত্যি কি না, আমি আবার একবার যাচাই ক'রে নিতে চাই।

[বিমলা স্থির দৃষ্টিতেই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

আমার অনুরোধ বিমলা, আমার—

নেপথ্যে মহাভারত মোড়ল। দাদাঠাকুর!

নুট। কে? মহাভারত?

[মহাভারত প্রবেশ করিয়া নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল]

মহা। দেখ দাদাঠাকুর, এই দেখ।

নুট। এ কি মহাভারত, তোমার বুকের ওপর জুতোর ছাপ!

মহা। জুতো সুদ্ধ লাথি মারলে বুকের ওপর।

নুট। কে?

মহা। ছোট তরফের ওই মাতাল ছেলেটা। বাবুদের থিয়েটার হবে, তাই বেগার দেবার কথা। কিন্তু ওদিকে আমার আলুর জমিতে খুঁড়বার, মাটি দেবার বাত হয়েছে, তাই গিয়ে জোড়হাত ক'রে বললাম—আজকে আমাকে রেহাই দ্যান। তা জুতো সুদ্ধ বসিয়ে দিলে বুকে লাথি।

নুট। (মহাভারতের মুখের দিকে স্তব্ধভাবে আরও শুনিবার প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল) তার পর ?

মহা। বড়বাবুর কাছে গেলাম, তা বাবু কথাটা উড়িয়েই দিলেন; বললেন—উঃ, তুই বেটার তো মস্ত ভাগ্যি রে বেটা চাষা; একে ব্রাহ্মণ, তায় জমিদার—রাজা।

বিমলা। তায় শুধু-পা নয়, জুতো সুদ্ধু লাথি।

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ মা। সেই কথাই বললেন, বলে—ভগবান ভৃগুমুনির লাথি খেয়েছিলেন, পায়ের দাগ নাকি বুকে আঁকা আছে।

নুট। জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করতে পারবে মহাভারত ?

বিমলা। কথাটা তুমি ভুল বললে।

নুট। কেন ?

বিমলা। জলে বাস করলেই কুমীরে খায়; বাদ করলেও খায়, না করলেও খায়।

মহা। ঠিক বলেছ মা, ঠিক বলেছ। চিরকাল বেগার দিয়ে এলাম, ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, পুকুরের মাছ, দেবতার সঙ্গে বাবুদিগে দিয়ে এলাম। দাদাঠাকুর, মেয়ের বিয়েতে দেড় শো টাকা ধার নিয়েছিলাম বড়বাবুর কাছে, সুদ দিয়েছি দু শো পঁচাত্তর টাকা দশ আনা। চক্রবৃদ্ধি সুদ। বাজনার সুদ টাকায় সিকি, তার ওপরে মামুলী চাঁদা—এবার আবার হাসপাতালের চাঁদা টাকায় এক আনা।

নুট। হাসপাতালের চাঁদা ?

মহা। বাবুরা হাসপাতাল দেবে।

বিমলা। সে তো ভালই হবে, [illegible]তর গায়ে চামড়া কেটে গেলে টিকার আইডিন লাগিয়ে দেবে।

মহা। ম্যাজিষ্টর সাহেব বলেছে, দিতে হবে।

নুট। (হাসিল) ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দীর্ঘজীবী হোন, কল্যাণ হোক তাঁর।

মহা। ম্যাজিষ্টর সাহেবের কাছে তুমি একটা দরখাস্ত লিখে দাও।

নুট। দরখাস্ত নয় মহাভারত, বুকের এই দাগ দেখিয়ে তুমি ফৌজদারী একটা নালিশ ক'রে দিয়ে এস। পারবে?

মহা। পারব।

নুট। খরচ আছে?

মহা। খরচ!

নুট। হ্যাঁ। খরচ লাগবে তো।

[বিমলা ভিতরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল]

যেয়ো না বিমলা, দাঁড়াও।

বিমলা। না।

নুট। না নয়, শোন।

বিমলা। না—না—না। আমার সম্বলের মধ্যে দুগাছা শাঁখা-বাঁধা, আর মরা খুকীর দুগাছা বালা। সে আমার চেয়ো না, আমি পারবু না—সে দিতে আমি পারব না।

[চলিয়া গেল]

নুট। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ও আত্মসংবরণ করিয়া) আমার এক মোক্তার বন্ধুকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি মহাভারত, তুমি তার কাছে যাও। আমরা দুজনে একসঙ্গে মোক্তারি পাস করেছিলাম। তার পসারও ভাল। আমার বিশ্বাস, সে আমার কথা রাখবে।

ঘর হইতে লিখিবার সরঞ্জাম আনিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল]

মহা। তুমি যদি মোক্তারি করতে দাদাঠাকুর, তবে কেমন হ'ত বল দেখি? ছেলেপিলে ঘর-সংসারের এই দুঃখ, মোক্তারি পাস ক'রে এসে তুমি গরিবগুলোর ছেলে নিয়ে কি পাঠশালা করছ, এতে যে কি হবে তুমিই জান। ওকালতি প'ড়ে পাস দিলে না। মোক্তারি পাস ক'রে পাঠশালা করছ। মা-ঠাকরুণের রাগের দোষ কি বল? দাদাঠাকুর, তুমি আবার মোক্তারি আরম্ভ কর না কেন?

নুট। (চিঠি শেষ করিয়া) এই চিঠি নিয়ে তুমি যাও। মোক্তার হরেন্দ্রনাথ বসু। হরেনবাবু মোক্তারকে সবাই চেনে; বড় মোক্তার তিনি। এখনই চ'লে যাও তুমি। এই তো তিন মাইল রাস্তা—রামপুর। তবে আর একবার ভেবে দেখ। যে আগুন জ্বালতে চাচ্ছ, তার আঁচ তোমাকেও লাগবে, হয়তো তাতে তোমাকে পুড়তেও হতে পারে।

মহা। চিত্তের কড়ি বেঁচে যাবে দাদাঠাকুর, আমার চিত্তের কড়ি বেঁচে যাবে। দাও, চিঠি দাও।

[চিঠি লইয়া প্রস্থান]

নুট। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আপন মনেই আবৃত্তি করিল)

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান—
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে—"

[ঠিক এই মুহূর্তেই বিমলা আসিয়া দুইগাছি শিশুর বালা ও নিজের দুইগাছি শাঁখা-বাঁধা নুটুর সম্মুখে ফেলিয়া দিল]

বিমলা। এই নাও।

নুটু। (আবৃত্তি বন্ধ হইয়া গেল) নিয়ে যাও, আর দরকার নেই। মহাভারত চ'লে গেছে।

বিমলা। না, দরকার আছে। মহাভারতকে ডাক।

নুটু। না। আমি আমার এক মোক্তার বন্ধুকে চিঠি লিখে দিয়েছি, সে বিনা পয়সাতেই কাজ ক'রে দেবে। আদালত-খরচা পরে নেবে। আমার অনুরোধ সে নিশ্চয় রাখবে।

বিমলা। না, ক'রে দেবে না। এ তোমার অন্যায় অনুরোধ। বিনা পয়সায় কেন সে ক'রে দেবে ?

নুটু। সংসারে পয়সাটাই সকলের কাছে বড় জিনিস নয় বিমলা।

বিমলা। (কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) আমার কাছেই পয়সাটা সকলের চেয়ে বড় জিনিস, না ?

(নুটু কোন উত্তর দিল না)

(প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় তেমনই ভাবেই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত অভিমানে প্রশ্ন করিল) কেন ? কেন ? কেন তুমি আমাকে এমন ভাবে অপমান কর ?

নুটু। না। তোমায় অপমান আমি করি নি। এও তোমার মনের ভ্রম।

বিমলা। এও আমার ভ্রম ! (দৃঢ়স্বরে) না, এ আমার ভ্রম নয়। শুধু আজ ব'লে নয়, সমস্ত জীবনটাই তুমি আমায় অপমান ক'রে এসেছ।

নুটু। বিমলা, তুমি কি বলছ ?

বিমলা। আমি ঠিক বলছি। বিয়ে ক'রে স্বামী যদি স্ত্রীকে ভালবাসতে না পারে, তাকে যদি ঘৃণা করে, আর দয়া ক'রে যদি সেই ঘৃণা মনে চেপে রাখে, তবে সে অপমান নয় তো কি ? তার চেয়ে বড়

অপমান মেয়েদের আর কি আছে? তুমি যদি শিক্ষিতা ধনীর মেয়ে কল্যাণীকেই ভালবাসতে, তবে কেন তাকেই তুমি—

নুট। (দৃঢ় কঠিন স্বরে) বিমলা!

বিমলা। না, আমি আর চুপ করব না। কেন তুমি তাকেই বিয়ে করলে না?

নুট। বিমলা।

[বিমলা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে চলিয়া যাইতেছিল]

যেয়ো না। শুনে যাও, আমার উত্তর শুনে যাও। হ্যাঁ, কল্যাণীকে আমি এককালে ভালবাসতাম। কিন্তু আজ তাকে আমি ঘৃণা করি। অর্থ এবং আভিজাত্যের পায়ে সে প্রেমকে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। তাকে আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা করি।

বিমলা। আমাকে তুমি কেন ঘৃণা করবে? কেন? আমার কি অপরাধ?

নুট। টাকার ওপর লোভ, সোনার ওপর লোভ, সম্পদের ওপর লোভ—তোমার অপরাধ। বিমলা, লক্ষ্মীদেবীকে সকলে পুজো করে, কিন্তু লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা সংসারে চিরদিনই ঘৃণ্য জীব।

[বিমলা আবার চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল]

আর একটা কথা।

বিমলা দাঁড়াইল

কল্যাণী এখন পরস্ত্রী। সে আমার ভগ্নীর তুল্য। তার বাপ ছিলেন পণ্ডিত, দেশ-সেবক। তার নাম নিয়ে এমন আলোচনা আর তুমি ক'রো না। এ শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ। (নুটু বলিয়াই আবেগবশে চলিয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত্ত-পরে আবার ফিরিয়া আসিল)

আরও একটা কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই। বিয়ের সময় তুমি নিতান্ত ছোট ছিলে না। তোমার মনে থাকার কথা, মনে থাকা উচিত। তোমার বাবা আমার অবস্থা জানতেন। তা ছাড়া, তোমার বাবাকে আমি বলেছিলাম—দেশের সেবা আমার ব্রত, যে দেশের লোকের দৈনিক গড় আয় দশ পয়সা। দারিদ্র্য আমার চিরসঙ্গী। সুতরাং দশ পয়সার বেশি তুমি আমার কাছে প্রত্যাশা করতে পার না।

বিমলা। (হাসিয়া) আমি তো দশ পয়সাও খাই না। তুমি, তোমার দুই ছেলে অরুণ-বরুণ, তোমার মেয়ে শ্যামা—চারজনে চল্লিশ পয়সার খাও। আমি খাই তার অবশেষ—উচ্ছিষ্ট।

[নেপথ্যে সাতু ঠাকরুণ—নুটবিহারীর সম্বন্ধীয় ভগ্নী—ঠিক এই সময়েই উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল]

সাতু। বউ! অ বউ! বলি ওলো, অ নুটুর বউ!

নুট। বউ এখানে রয়েছে সাতুদিদি। কি বলছ?

[সাতুর প্রবেশ। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। বেশ আঁটসাঁট চেহারা, পরনে থান; মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। মুখের ভিতরের পান গালের উপর আবের মত ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছে]

সাতু। বলছি, বাবুদের বাড়ি খেতে যাবে কখন? আমাদের বউরা সব কাপড়-চোপড় প'রে তোর বউয়ের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

নুট। এই যাচ্ছে দিদি। যাও বিমলা, সকলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

সাতু। মুখের সামনেই একটা কথা আমি বলি।—তুই বারণ কর্ তোর বউকে, বড়লোকের মেয়েদের গায়ে গা দিয়ে যেন তাদের সঙ্গে

বসতে না যায়। গত বছর পাঁচ বার বারণ করলাম—বউ, খানিকটে না হয় দেরিই হবে, ওপরে বসতে যাস নি। যেমন যাওয়া, দিলে উঠিয়ে। অপমানটা কি যেচে না নিলেই হ'ত না! কই, আয় বউ, আয়।

[অগ্রসর হইল, বিমলাও স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অনুসরণে উদ্যত হইল]

নুটু। (ডাকিল) যেয়ো না বিমলা, তোমার যাওয়া হবে না।

মাতু। সে কি রে! খেতে যাবে না কি?

নুটু। না মাতুদিদি, যাবে না।

মাতু। ভক্ষ্যি-পূজ্যি উঠিয়ে দিবি?

নুটু। দোব নয়, দিলাম।

মাতু। নুটু, আর পাগলামি করিস নি। একেই তো শুনি, পুলিশ লেগে আছে তোর পেছনে। তার ওপর বাবুদের সঙ্গে বিবাদ করিস নি। পায়ে মাথায় সমান করতে নেই।

নুটু। সেইজন্যেই তো মাথার বাড়িতে পা যাবে না মাতুদি।

[মাতু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

বউদের নিয়ে তুমি যাও মাতুদি, ও যাবে না।

মাতু। যা ভাল বোঝ, তাই কর ভাই। কারুর কথা তো তুমি নেবে না। (প্রস্থান)

[নুটু আপন মনেই উদ্দেশ্যে কাহাকে প্রণাম করিল]

বিমলা। (হাসিয়া) বাবুদের প্রণাম জানাচ্ছ নাকি?

নুটু। না। মহর্ষি দুর্বাসাকে প্রণাম জানালাম।

বিমলা। তা হ'লে বল, নিজেকেই প্রণাম জানাচ্ছ। লোকে তো তোমাকেই বলে—কলির দুর্বাসা।

নুটু। তারা ভুল বলে। আমার সে ক্ষমতা থাকলে লক্ষ্মীর দম্ভ চূর্ণ করবার জন্যে তাকে আবার একবার সাগরতলে নির্বাসনে পাঠাতাম।

নেপথ্যে কে ডাকিল। এইটে কি নুটবিহারীবাবুর বাড়ি?—নুটবিহারী মুখুজ্জে?

নুট। হ্যাঁ। নুটবিহারী মুখুজ্জের বাড়ি। কে? কোথা থেকে আসছেন?

নেপথ্যে। আমি কমলাপদ—কমলাপদ ঘোষ।

নুট। কমলাপদ, কমল! আরে, এস এস এস। [অগ্রসর হইয়া গেল, যাইবার সময় বিমলাকে বলিল] বিমলা, কমল আমার কলেজের বন্ধু—এখন মুন্সেফ। যা হয় তার খাবার আয়োজন কর।

[নুটু দ্রুত অগ্রসর হইয়া বাহিরে গেল। বিমলা ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। নুটু পর মুহূর্তেই বন্ধুকে লইয়া প্রবেশ করিল। কমলাপদর বেশভূষা অভিজাতজনোচিত। ঈষৎ স্থূলকায়, মাথায় টাক পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। নুটুরই সমবয়সী।]

নুট। এস, এস ভাই। উঃ, কতদিন পরে বল তো?

[কমল। এ কি চেহারা হয়েছে তোমার নুটু—রুক্ষ কঠোর?

নুট। (হাসিয়া) Don't forget Aristotle, old boy! Beauty to different ages different. To full men, strength of body fit for the wars, and countenance sweet with a mixture of terror. এস এস, ভেতরে এস।]

[ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

করুণাবাবুদের বাড়ি, বড়বাবুর খাসকামরা

[স্থূলকায় বড়বাবু—শিবনারায়ণবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্ধশায়িত, মুখে গড়গড়ার নল। চাকর পায়ে হাত বুলাইতেছে। বয়স পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মানুষ। পরনে চুনট করিয়া কোঁচানো থান-ধুতি। গায়ে বেনিয়ান। একখানা শাল শরীর হইতে খসিয়া কোমরে পড়িয়া আছে। সম্মুখে বিনীতভাবে আসিয়া দাঁড়াইল মামলা-সেরেস্তার কর্মচারী—গোপী ঘোষ। লোকটি বৈষ্ণব। কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠী, গায়ে ছিটের গলা-বন্ধ কোট, পরনে আধ-ময়লা থান-ধুতি। কাঁধে জামার উপর একখানি চাদর সযত্নে ফেলা আছে। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। মধ্যস্থলে একটি টিকি। আসিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া সবিনয়ে পায়ে হাত দিয়া মাথায় ঠেকাইল, জিভে ঠেকাইল, বুকে বুলাইল]

শিব। অঃ, কে, গুপী? এস। কি সংবাদ?

গোপী। আজ্ঞে, সংবাদ গুরুতর।

শিব। গুরুতর?

গোপী। আজ্ঞে, ছোটখোকাবাবু আজ মহাভারত মণ্ডলেরে একটা লাথি মেরেছিলেন।

শিব। হ্যাঁ হ্যাঁ। এক বেটা চাষা তখন এসেছিল বটে আমার কাছে।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। বিবেচনা করুন, লোকটা গেছে ফৌজদারিতে নালিশ করতে।

শিব। (চোখ মুদিয়া নল টানিতে টানিতে নিস্পৃহভাবেই বলিলেন) বল কি? লাথি মারার জন্যে বেটা চাষা নালিশ করতে গেছে!

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ছিলাম কোর্টে—কমলপুরের স্বর্গীয় মহেশ্বর গাঙ্গুলীর বন্ধকী তমসুকের জন্যে তদীয় পুত্র হরিহর গাঙ্গুলী দিগরের নামে যে নালিশ দায়ের হয়েছে, তারই তদ্বিরের জন্যে।

শিব। (চাকরকে) জোরে জোরে। ওরে বেটা, আরও জোরে টেপ্। আখ-মাড়াই কলে যেমন আখ পেষে, তেমনই জোরে টেপ্। পায়ের ওপর থাবড় মারবি, ক্রোশখানেক তার শব্দ যাবে, তবে তো! হ্যাঁ, তারপর গুপী? বেটা চাষার নাম কি বললে হে?

গোপী। আজ্ঞে, মহাভারত মণ্ডল।

শিব। হ্যাঁ। বেটার বাবার নাম কি হে? রামায়ণ?

গোপী। আজ্ঞে না। চণ্ডী হ'ল ওর বাপের নাম। চণ্ডীচরণ মণ্ডল। পিতামহের নাম হরিশ মণ্ডল।

শিব। হরিশ মণ্ডল! হরিশ মণ্ডল! হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার বুঝেছি। হরিশ মণ্ডল। (এইবার চোখ বুজিয়া, তাকিয়াটা টানিয়া লইলেন।) বাবার আমলে যে প্রজা-ধর্মঘট হয়, সে ধর্মঘটে হরিশ ছিল একজন মাতব্বর।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। ১২৮২ সালের ধর্মঘটে হরিশ মণ্ডল একজন মাতব্বর ছিল। ডাঙাপাড়ার গৌরহরি ঘোষ, ধর্মরাজের দেবাংশী হরিবোলা পাল—

শিব। হরিশের নাতি মহাভারত। তখনই বাবা ও পাপ সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, আমি দয়া করেছিলাম। সমস্ত উচ্ছেদ ক'রেও সামান্য রেখে দিয়েছিলাম। সেই সামান্য আজ অষ্টাদশপর্ব মহাভারতে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ছেলের নামে ফৌজদারিতে নালিশ করতে গেছে। চাপরাসী কে রয়েছে বাইরে।

[চাপরাসীর প্রবেশ]

চাপ। (সেলাম করিয়া) হুজুর !

শিব। মহাভারত ঘোড়ল, যাকে আজ ছোটখোকাবাবু লাথি মেরেছিল, তার দোরে গিয়ে হাজির থাক্। বাড়িতে আসবামাত্র তাকে গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে আসবি এখানে। এত বড় সাহস !

[চাপরাসী সেলাম করিয়া চলিয়া গেল]

গোপী। আজ্ঞে, যা বুঝলাম, সাহসের পেছনে লোক আছে।

শিব। লোক ?

গোপী। আজ্ঞে, নুটু মুখুজ্জে।

শিব। (সোজা হইয়া বসিয়া) নুটু মুখুজ্জে ! শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নাতি ? কুনো কালীর বেটা ? স্বদেশী ক'রে জেল খেটেছে, সেই ছোকরা ?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। হরেন্দ্র মোক্তারের কাছে তার লেখা চিঠি আমি নিজে দেখেছি। বিনা পয়সায়, খরচা দিয়ে, মামলা দায়ের ক'রে দিতে অনুরোধ করেছিল নুটুবাবু। তা, আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ টিপে ইশারা ক'রে দিলাম। হরেনবাবুকে আমি মোক্তার-নামাও দিয়ে এসেছি।

শিব। বেশ করেছ। তুমি চাপরাসীকে বারণ কর। বল, মহাভারতকে আনবার দরকার নেই এখন।

[গোপীর ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান]

নেপথ্যে দেবনারায়ণ। বাবা ! বাবা রয়েছ ?

[ব্যস্তভাবে প্রবেশ]

শিব। কি ব্যাপার ? বড়বাবু, এত ব্যস্ত কেন ?

দেব। ন্যায়রত্নের বাড়ির মেয়েরা খেতে আসে নি।

শিব। কার বাড়ির?

দেব। শিবু ন্যায়রত্নের, মানে নুটু মুখুজ্জের স্ত্রী খেতে আসে নি।

শিব। খেতে আসে নি?

দেব। না। নুটুর জ্ঞাতি-ভগ্নী সাতু-ঠাকরুণ বললে, গতবারে নুটুর স্ত্রী দোতলায়—মানে আমাদের বাড়িঘর, তা ছাড়া নবীন উকিলের বাড়ি—এইসব সম্রান্ত ঘরের মেয়েদের সঙ্গে সে বসেছিল। তাতে সাধারণের আপত্তি হতে পারে ব'লে তাকে নীচে বসতে পাঠানো হয়েছিল। সেইজন্যে আসে নি।

শিব। হুঁ।

দেব। কর্তব্যের খাতিরে একজন কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিই। তাতে আসে ভাল, না আসে—

শিব। আসবে না।

দেব। না আসে, তার ব্যবস্থা হবে। আর আসবে না কি ক'রে বলছ?

শিব। নুটুকে তোমরা চেন না। সে আরও কি করেছে জান? ছোটখোকা আজ হরিশ মোড়লের নাতিকে একটা লাথি মেরেছে—

দেব। জানি।

শিব। নুটু তাকে উত্তেজিত ক'রে ফৌজদারিতে নালিশ করতে পাঠিয়েছে।

দেব। কি বলছ তুমি বাবা?

শিব। গুপী এখুনি মহাকুমা থেকে ফিরে এল, সে-ই খবর নিয়ে এসেছে। কি, বিশ্বাস করতে পারছ না?

দেব। অবিশ্যি লোকে ওদের বংশটাকেই বলে—বিছুটির ঝাড়। তবু

ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমাদের পেছনে লাগবে, ওর এত সাহস হবে? আর নুটু তো লোক খারাপ নয়।

ব। ওর পিতামহ শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্ন আমাকে সভার মধ্যে কি বলেছিল জান? আমার পিতামহের শ্রাদ্ধে বিচার-সভায় আমি গীতার "যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানি" শ্লোকটি আউড়েছিলাম। আমায় সেই সভার মাঝেই বলেছিল—জিহ্বার জড়তা দূর হয় নি তোমার দেবভাষার অপমান করা হয় ও-রকম উচ্চারণে। যদার য বর্গীয় জ নয়, অন্তস্থ য। সে উচ্চারণ আজও করতে পারি না। ও-বংশের সন্তানের পক্ষে সবই সম্ভব।

বে। তা হ'লে?

বু। তা হ'লে আমাদের নিজেদের কাউকে যেতে হবে। সামাজিকতাটা অন্তত লোকধর্মের খাতিরেও রাখতে হবে। যাও, ডেকে আন,—দামী আসন পেতে, রূপোর থালায় খেতে দাও নুটুর স্ত্রীকে। অপমান করতে হয় সম্মানের খোলস পরিয়ে কর। যেখানে চামড়ার জুতো না চলে, সেখানে চাঁদির জুতো চালাতে হয়।

বে। বেশ, তা হ'লে সেই ব্যবস্থাই করি।

শিব। মোক্তারিতে পসার হ'ল না ব'লে ছোকরা যখন চাষাভূষোর ছেলেদের জন্যে পাঠশালা খুলে বসল, তখন আমি হাজার বার বলেছিলাম—উঠিয়ে দাও, ওটা উঠিয়ে দাও। তখন তুমিই বলেছিলে, একটু আধটু লেখাপড়া শিখবে বই তো নয়। ওরে বাবা, সৎমাকে ঘরে ঢুকতে দিলে নিজের মা কখনও স্থির থাকতে পারেন না। কঙ্কণায় মা-লক্ষ্মী বাঁধা আছেন, সেখানে সরস্বতীর আসন? নইলে কি কঙ্কণার বাবুরা একটা ইস্কুল দিতে পারেন না? (হা-হা করিয়া হাসিয়া) খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবকেই এবার সে কথা ব'লে

দিলাম—হুজুর যখন ধরেছেন, তখন হাসপাতাল দোব আমরা, ইস্কুলের কথা বলবেন না।

দেব। দেরি হয়ে যাচ্ছে, তা হ'লে আমি যাই।

শিব। যাও। কিন্তু ভুলে যেয়ো না বাবা, নুটু মুখুজ্জের নটে-গাছটি মুড়োতে হবে, আর মহাভারতের অষ্টাদশপর্বের শেষ পর্বটি পর্যন্ত আখের কলে মাড়াই ক'রে ছিবড়ে ক'রে ফেলে দিতে হবে।

[দেবনারায়ণের প্রস্থান]

[(চাকরকে) আঃ! শরীর ম্যাজম্যাজ ক'রে উঠল যে! জোরে—জোরে। বেশ গোটা-কতক কিল মার্ তো পিঠে, দেখি।

[নেপথ্যে ঘড়িতে তিনটা বাজিল]

(সচকিতভাবে) হরি, হরি, হরি! তাই তো বলি, শরীর এমন করে কেন? তিনটে বেজে গেল। আফিং রে বেটা, আফিং!]

তৃতীয় দৃশ্য

নুটবিহারীর আশ্রম। প্রথম দৃশ্যের দৃশ্য

কেবল বারান্দার উপর দুই-তিনটি মোড়া। মোড়ার উপর উপবিষ্ট নুট ও কমলাপদ

নুট। কল্যাণীর নাম আমার কাছে ক'রো না কমল। Her father drove me away.

কমল। Drove you away? বল কি নুটু? এ যে আশ্চর্যের কথা!

টু। Truth is stranger than fiction কমল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু বলেছিলেন, তুমি আর এসো না আমার বাড়ি; আমি কল্যাণীর বিবাহ অন্যত্র স্থির করেছি; তোমার সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব।

কমল। অসম্ভব!

নুটু। অসম্ভব বইকি। [হাইকোর্টের উকিল—roaring practice; সুরেন্দ্রনাথের সহকারী দেশসেবক, ধনী হয়ে মত পালটে করলেন সরকারের সহযোগিতা। সরকার রাজসম্মানে সম্মানিত করলেন। সে অবস্থায়] আমার মত দরিদ্র, পুলিসের সন্দেহভাজনের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ অসম্ভব বইকি।

কমল। তোমার দারিদ্র্য তিনি জানতেন, জেনে শুনেই he picked you up। আমরা বলতাম, কলেজ-সমুদ্র মন্থন ক'রে তিনি নুটুরত্নকে আহরণ করেছেন।

নুটু। তখন মৃত্যুঞ্জয়বাবু ছিলেন অন্য মানুষ। নির্যাতীত দেশসেবক, প্র্যাকটিসের তখন প্রারম্ভ। তখন ধনের চেয়ে গুণ ছিল তাঁর কাছে বড়। [এন্ট্রান্সে পনরো টাকা স্কলারশিপ পেয়ে কলেজে গেলাম, প্রফেসার সেনগুপ্ত আমাকে তাঁর ছোট ছেলে সুশোভনকে পড়াবার জন্যে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে তিনি আকৃষ্ট হলেন। এফ. এ.-তে ফার্স্ট হলাম, তিনি কল্যাণীকেও পড়াবার ভার দিলেন।]

কমল। আমি তো সব জানি নুটু। মৃত্যুঞ্জয়বাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। কল্যাণী আমায় 'দাদা' বলত, তুমি তো জান। কল্যাণীর মা কতদিন তোমার সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ের কথা আমায় বলেছেন।

নুটু। তবুও তুমি সব জান না কমল। জানবার কথাও নয়। কল্যাণীকে আমি পড়াতাম, কিন্তু কখনও এ অসম্ভব আশা মনে

আমি স্থান দিই নি। বি.এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলাম, তখন মৃত্যুঞ্জয়বাবু আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা ক'রে কল্যাণীকে আমার হাতে সমর্পণের সংকল্প নিয়ে আমাকে জানালেন, তবে আমি নিজেকে কল্যাণীর দিকে আকৃষ্ট হতে দিয়েছিলাম। কল্যাণীও আমার সে আকর্ষণকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু ১৯০৮ সালের পর চাকা ঘুরে গেল। আলিপুর বোমার মামলার পর পুলিস বার বার আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। ঠিক সেই সময় বাবাও মারা গেলেন। এম.এ.-র রেজাল্ট অত্যন্ত খারাপ হ'ল, অর্ডিনারি সেকেণ্ড ক্লাস; সুতরাং সরকারী উপাধিধারী ধনী মৃত্যুঞ্জয়বাবু **drove me away**। তাঁর ব্যবহারে আমি আঘাত পাই নি কমল, আঘাত পেয়েছিলাম কল্যাণীর ব্যবহারে। **"So sweet was ne'er so fatal"**।

কল। তাই তো সুটু, বড় সমস্যায় ফেললে আমাকে।

সুটু। (উঠিয়া পড়িল। পদচারণা করিতে করিতে, তীক্ষ্ণ হাসি হাসিতে হাসিতে) কোন সমস্যা নেই কমল। অত্যন্ত সহজ এবং সরল।

কমল। (সুটুর মুখের দিকে চাহিয়া) সুটু, আমার মনে হচ্ছে, তুমি ভুল করেছ। কল্যাণীকে তুমি ভুল বুঝেছ।

সুট। (হাসিল) ভুল বুঝেছি? হবে।

কমল। কল্যাণী বিধবা হয়েছে জান?

সুট। বিধবা! কল্যাণী বিধবা হয়েছে?

[বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল]

কমল। হ্যাঁ। বছরখানেক আগে সে বিধবা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে এখন নিরাশ্রয়, গায়ের কখানা গহনা ছাড়া নিঃসম্বল।

ট। কি বলছ কমল? কল্যাণীর শ্বশুর তো লক্ষপতি ছিলেন! জমিদারি, ব্যবসা—

মল। হ্যাঁ, সে সবই আছে; কিন্তু কল্যাণীর তাতে কোন অধিকার নেই। আমিই বিচারকের আসনে ব'সে সেই রায় দিয়েছি। কল্যাণীর স্বামী লেখাপড়া শিখেছিলেন, কিন্তু অমিতাচার ছাড়তে পারেন নি। লিভার অ্যাব্‌সেস, সঙ্গে সঙ্গে আরও শাকখাবা যোগে তিনি মারা গেলেন। তাঁর বাপ তখন বেঁচে। মাস দুই পরে তিনিও মারা গেলেন। আইন অনুসারে কল্যাণী আর তার মেয়ে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হ'ল। আইন অনুসারে বিচার ক'রে আমিই সে বিধান দিয়েছি। কল্যাণী এখন নিরাশ্রয়, প্রায় নিঃসম্বল।

টেশ (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) মৃত্যুঞ্জয়বাবু তো মারা গেছেন। কল্যাণী তবে এখন ভাইদের আশ্রয়ে?

ৎমল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর ছেলেদের খবর কিছু জান?

ুট। এখনকার খবর কিছু জানি না। বড় ছেলে বিলেত গিয়েছিল, ছোটটি ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলেজে পড়ছিল—সেই পর্যন্তই জানি।

মল। বড় ছেলে বিলেত থেকে মেম বিয়ে ক'রে এসেছেন। তিনি এখন খাস্তা সাহেব। ছোট ছেলে, তোমার ছাত্রটি, সঙ্গীতবিদ; পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি ক'রে সঙ্গীতের সাধনায় ভারতবর্ষময় ছুটে বেড়াচ্ছেন কস্তুরী-মৃগের মত। শ্বশুরকুল, পিতৃকুল—কোন কুলেই এখন আর কল্যাণীর আশ্রয় নেই। একটি মেয়েকে বুকে নিয়ে সে এখন ভেসে বেড়াচ্ছে—অকূল সমুদ্রে বললে ভুল হবে না। আমি তোমার কাছে এসেছি হুটু, কল্যাণীর আশ্রয়ের জন্যে।

ুট। আমার কাছে?

কমল হ্যাঁ, তোমার কাছে। [মৃত্যুঞ্জয়বাবু ভুল করেছিলেন, তুমি

ভুল করেছ, কিন্তু কল্যাণীর ভুল স্বেচ্ছাকৃত নয়। তোমাদের ভুলের বোঝা তার মাথায় তোমরা চাপিয়ে দিয়েছ। নদীর বুকের ভেলা যখন ভার হয়ে ভেলার আরোহীর বুকে চাপে, তখন নিরুপায় হয়ে তাকে ডুবতেই হয়। অসহায় ষোল-সতেরো বছরের কিশোরী মেয়ে নিরুপায় হয়ে আত্মবলি দিয়েছে। সে আমায় কি বললে জান্?

[সুটু কমলের মুখের দিকে চাহিল]

তাদের মকদ্দমা আমার কোর্টেই চলছিল। যতদিন মকদ্দমা চলেছে, ততদিন সে ঘৃণাক্ষরে তার অস্তিত্ব আমাকে জানতে দেয় নি। আমি অবশ্য পরিচয় জানতাম। কিন্তু আইনের বিধানের বিপক্ষে আমি নিরুপায়; তাকে পথে দাঁড় করাতে আমাকে রায় দিতে হ'ল। তারপর সে আমার বাড়িতে এল। আমি মাথা নীচু ক'রে রইলাম। সে আমায় বললে—বিচারক হিসেবে কর্তব্য নিখুঁত-ভাবে পালন করেছেন ব'লেই ভরসা ক'রে আপনার কাছে এসেছি। দাদা হিসেবে এইবার কর্তব্য করুন। আমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিন। আমি বললাম—বোন, চিরদিন তুমি আমার সংসারে দিদি হয়ে থাক। কল্যাণী বললে—না, আমি ব্রাহ্মণের বিধবা, আপনি কায়স্থ। তা ছাড়া আপনি পদস্থ সরকারী কর্মচারী। আপনার বাড়িতে আমার মেয়ে গরিব হয়ে মানুষ হতে পারবে না। যেখানে আমার মেয়ে সেই খাঁটি শিক্ষা পাবে, যেখানে আমি সত্যি সত্যি কুলীন বামুনের বিধবা বোন হয়ে থাকতে পারব, সেইখানে আপনি আমায় পৌঁছে দিন। আমি সুটুদাদার কাছে যেতে চাই।]

সুট। (দৃঢ়স্বরে) সে হয় না কমল। কল্যাণীকে আমি আশ্রয় দিতে পারব না।

কমল। (সুটুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) আমি যে তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি সুটু।

সুট। সঙ্গে নিয়ে এসেছ? সে কি? কোথায় কল্যাণী?

কমল। স্টেশন থেকে তারা গরুর গাড়িতে আসছে। আমার আরদালী তাদের সঙ্গে আছে। আমি তাড়াতাড়ি আগেই এসেছি তোমায় খবর দিতে।

সুট। তুমি অন্যায় করেছ কমল। এ হয় না, হতে পারে না।

কমল। তুমি এ কথা বলবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। কল্যাণী বললে, সুটুদাদাকে খবর দেবার দরকার নেই। তার কথা আমিও অন্তরে অন্তরে সমর্থন করেছিলাম।

সুট। কল্যাণীর, কল্যাণীর সন্তানের দেহে ধনীর রক্ত, অস্থিমজ্জায় তার সম্পদের আকাঙ্ক্ষা; দারিদ্র্যের শিক্ষা সহ্য করবার শক্তি সে রক্তের নেই। তুমি তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাও—

[সুটুর পিছন দিকে ইতিমধ্যে কল্যাণী তাহার মেয়ের হাত ধরিয়া প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে সুটুর সমস্ত কথাই শুনিল]

কল্যাণী। (ম্লান হাসিমুখে) কিন্তু আমি তো ফিরে যাব ব'লে আসি নি সুটুদা।

সুট। (সচকিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) কে? কল্যাণী?

কল্যাণী। হ্যাঁ, আমি। (মেয়ের প্রতি) মমতা, প্রণাম কর, তোমার মামা।

[মমতা প্রণাম করিল; সুটু নীরবে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল]

আমাদের ফিরিয়ে দেবে সুটুদা?

সুট। (আত্মসংবরণ করিয়া দৃঢ়স্বরে) হ্যাঁ, ফিরেই তোমাদের যেতে

হবে কল্যাণী। এ কষ্ট তোমরা সহ্য করতে পারবে না। এ হয় না।

কল্যাণী। মেয়েটাকে নিয়ে আমি ভেসে যাব দাদা?

[নুটু নিরুত্তর]

কমল। নুটু!

[নুটু নিরুত্তর]

চল কল্যাণী, ফিরে চল। এস।

[ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইল বিমলা,—বরাবরই তাহার শাড়ির আঁচল দেখা যাইতেছিল]

বিমলা। যেয়ো না ঠাকুরঝি, দাঁড়াও। (নুটুর প্রতি) আমাকে দুঃখ দেবার জন্তে তুমি ওদের ফিরিয়ে দিচ্ছ, তা আমি জানি। কিন্তু তবু বলব, তুমি পাষাণ। ছি! ছি! ছি!

[সকলে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বিমলা অগ্রসর হইয়া কল্যাণীর হাত ধরিল]

কল্যাণী। আপনি বউদি?

বিমলা। হ্যাঁ। ছি, পরের মেয়ে ব'লে এত অবহেলাই কি করে ভাই? দেখা না ক'রেই চ'লে যাচ্ছ? এস, ঘরে এস। কোথায় যাবে? কেন যাবে? সত্যি 'ভাই' ব'লে যদি দাবি কর, তবে এ ঘরেও তোমার অখণ্ড অধিকার। সে অধিকার উচ্ছেদ করবার ক্ষমতা ভাইয়েরও নেই, ভাজেরও নেই। এস। (মমতার হাত ধরিয়া যাইতে যাইতে) খুকী, চিরকাল তোমরা মামীদেরই দুর্নাম ক'রে এসেছ। এবার থেকে মামাদেরও দুর্নাম ক'রো, সব সময়ে মামীদেরই দোষ থাকে না।

নেপথ্যে দেবনারায়ণ। সুটু, বাড়ি রয়েছ? সুটু!

সুট। কে?

দেব। আমি দেবনারায়ণ।

সুট। বাড়ির ভেতর যাও তোমরা বিমলা।

বিমলা। (উত্তেজিত হইয়া) আমি কিন্তু খেতে যাব না; তুমি যেন কথা দিয়ো না। যে বাড়িতে গয়না-কাপড়ের আদর, সে বাড়িতে আমি গরিব—খেতে যাব না, যেতে পারব না। এস ঠাকুরঝি, বাড়ির ভেতর এস।

[কল্যাণী কমলাপদ সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

কল্যাণী। কি হয়েছে বউদি?

সুট। কিছু হয় নি বোন। তোমরা বাড়ির ভেতর যাও। কমল, তুমি ব'স গিয়ে, আমি আসছি।

[বাহিরের দিকে প্রস্থান। কমল, বিমলা, কল্যাণী ও মমতা বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। দেবনারায়ণ ও সুটুর কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ]

সুট। আমার স্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব, কিন্তু রাখা না-রাখা তাঁর হাত। আমি তাঁকে বাধ্য করতে পারব না।

দেব। গত বার যা হয়ে গেছে, তার জন্যে নিজে আমি মাফ চাইতে এসেছি।

সুট। তাতে আপনাদের মহত্বই প্রকাশ পেয়েছে দেবনারায়ণবাবু। কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল না। বরং সামাজিক খাওয়া-দাওয়ার প্রথার সংস্কার করাই উচিত। কারণ সমাজ এখন মনুর বিধানে চলে না, সমাজ চলে লক্ষ্মীর বিধানে। সে বিধানে আপনারা আমরা পৃথক জাতি, পৃথক বর্ণ।

দেব। তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে বদ্ধপরিকর হয়েছ নুটু?

নুট। আপনি কি মাফ চাইবার ছলে আমাকে সাবধান ক'রে দিতে এসেছেন দেবনারায়ণবাবু?

দেব। বাড়িতে পেয়ে তুমি আমাকে অপমান করছ নুটু?

নুট। ঠিক ঠিক। আমাকে আপনি মাফ করবেন দেবনারায়ণবাবু; আমার মনে ছিল না, আপনি আমার অতিথি। বরুণ! বরুণ! তোমার মাকে বল, দেবনারায়ণবাবু নিজে খেতে ডাকতে এসেছেন।

[বাড়ির ভিতর হইতে ঘোমটা টানিয়া কল্যাণী দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল]

কল্যাণী। বউদিদি খেতে চ'লে গেছেন দাদা।

নুট। (সবিস্ময়ে) চ'লে গেছেন?

কল্যাণী। হ্যাঁ। এইমাত্র গেলেন। আপনার সাতুদিদি এসেছিলেন, তিনি ডেকে নিয়ে গেলেন।

[সে ভিতরে চলিয়া গেল]

দেব। খেতে গেছেন? বেশ, বেশ।

[হাসিয়া চলিয়া গেল]

নুট। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!

নেপথ্যে মহাভারত। দাদাঠাকুর!

নুট। (ব্যস্তভাবে) মহাভারত? কি হ'ল মহাভারত?

[ব্যস্তভাবে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় মহাভারতের প্রবেশ]

মহাভারত। হ'ল না দাদাঠাকুর। চিঠি ফিরিয়ে দিলে তোমার।

হুট। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) দাঁড়াও মহাভারত, একটু দাঁড়াও। একটু—(বাস্তভাবে বাড়ির ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইয়ে হইতে ডাকিল) কল্যাণী! কল্যাণী!

নেপথ্যে কল্যাণী। আমায় ডাকছেন? আসছি দাদা।

হুট। (আপন মনেই বলিল) "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God"।

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী। আমায় ডাকছিলেন হুটুদা?

হুট। ডাকছিলাম। কয়েকটা কথা বলবার আছে।

কল্যাণী। বলুন।

হুট। তুমি আমার ব্রতের কথা জান, এককালে তোমার সঙ্গেই কত কল্পনা করেছি!

কল্যাণী। জানি, সে কথা ভুলি নি হুটুদা। মেয়েকে নিয়ে আপনার ব্রতে দীক্ষা নেবার জন্যেই তো এসেছি দাদা।

হুট। মনে আছে কল্যাণী, রবীন্দ্রনাথের কবিতা?—

"বড় দুঃখ বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়ই দরিদ্র শূন্য বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।"

কল্যাণী। মনে আছে—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।

হুট। (মহাভারতকে দেখাইয়া) এদের মূঢ় ম্লান মুখে সেই চাওয়ার কথা ফোটাবার জন্যে আমি শিক্ষাব্রত নিয়ে পাঠশালা করেছি

এরা যা দেয়, তা থেকেই আমার সংসার চলে। আমার দীক্ষা নিতে হ'লে, সেই পাঠশালার ভার নিতে হবে তোমাকে।

কল্যাণী। বেশ, আমাকে আপনার সহকারী ক'রে নিন।

সুটু। সহকারী নয় বোন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তোমায় পাঠশালার ভার নিতে হবে। [আমায় অন্য কাজ নিতে হবে। শিক্ষার ব্যবস্থার আগে—অত্যাচার অবিচার থেকে এদের বাঁচাতে হবে।]

কল্যাণী। (সুটুকে প্রণাম করিয়া) আপনি ভার দিচ্ছেন, আমি মাথা পেতে সে ভার নিচ্ছি দাদা।

সুটু। আঃ, বোন, আমায় বাঁচালে তুমি। তোমাকে আশীর্বাদ করি—

কল্যাণী। আশীর্বাদ করুন দাদা, মরণ যেন এসে সকল ভার আমার লাঘব ক'রে দেয়। (বলিয়াই দ্রুত ঘরে চলিয়া গেল)

[সুটু গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল]

মহা। আমি তা হ'লে বাড়ি যাই দাদাঠাকুর। তুমি আর কি করবে বল? শুনলাম, এখন টাকা দিলেও কোন উকিল-মোক্তারে আমার কাজ নেবে না। বাবুরা নাকি তামাম উকিল-মোক্তারকে ফী দিয়ে—

সুটু। (এই কথায় চকিতভাবে সচেতন হইয়া উঠিল) অপেক্ষা কর মহাভারত, অপেক্ষা কর, আমি আসছি, আমি আসছি।

[যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল]

বুকের দাগটা, জুতোর ছাপটা যেন মুছো না,—আমি আসছি।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

বাবুদের বাড়ির সুসজ্জিত কক্ষ

ঘরের মেঝেতে দামী আসন পাতা, সম্মুখে রূপার গ্লাসে জল, রূপার থালা-বাটিতে খাবার। একজন ঝি পাখা হাতে দাঁড়াইয়া আছে। গিন্নী বসিয়া আছেন। স্বয়ং বড়বাবু শিবনারায়ণও দাঁড়াইয়া আছেন। এক পাশে অবগুণ্ঠনাবৃতা বিমলা দাঁড়াইয়া, তাহার সর্বাঙ্গ একখানা চাদরে ঢাকা

শিব। দেখ দেখি, তুমি শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নাতবউ—নুটুর স্ত্রী, নুটুই কি আমাদের সোজা লোক! সাধুপুরুষ—সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাই তো বললাম মা, বাড়ির মেয়েদের। ওরা বলে, সন্ন্যাসী কিসের? আরে বাপু, দাড়ি রাখলেই যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো সকল মুসলমানই সন্ন্যাসী। চুল রাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো সকল স্ত্রীলোকই সন্ন্যাসী। ফল খেলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো বনের সকল বাঁদরই সন্ন্যাসী।

গিন্নী। তুমি আর ব'কো না বাপু। তুমি বরং যাও এখান থেকে। ওগো নুটুর বউ, তুমি খেতে ব'স বাছা। এই দেখ, যথাসাধ্য খাতির আমরা করেছি। আর যেন ব'লো না—গয়না নেই ব'লে আমরা অপমান করেছি।

শিব। দেখ দেখি! কি বল গিন্নী, তার ঠিক নেই। গয়না মানে—অলঙ্কার। পণ্ডিত লোকের কথায় কথায় অলঙ্কারের ঘটা, তার ছটা কি? সোনা-রূপোর ছটা সেখানে গুণের কাছে ছটাক। (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) বস মা, ব'স, খেতে ব'স। আমি যাই।

বিমলা। না, আপনাকে যেতে হবে না। আপনি আমার বাপের চেয়েও বড়। আপনার সামনে আমার লজ্জা নেই।

[সে গায়ের চাদরখানি খুলিয়া রাখিল। দেখা গেল, সর্বাঙ্গে তাহার বহুমূল্য অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে। সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। বিমলা আসনে বসিল]

ত্যাগী পণ্ডিত লোকে কুশাসনে বসে বাবা, পাতায় খায়, মাটির ভাঁড় তাদের সম্বল। আপনারা এই দামী আসনে, রূপোর বাসনে খেতে দিয়েছেন, আমি কি তার অপমান করতে পারি? তাই দুখানা গয়না প'রে এসেছি। গিল্‌টি নয় বাবা, খাঁটি সোনার।

[ঝির হাত হইতে পাখাখানা খসিয়া পড়িয়া গেল। বিমলাও উঠিয়া পড়িল]

আচ্ছা বাবা, এইবার আমি উঠলাম। এই আমার যথেষ্ট খাওয়া হয়েছে। আসি বাবা।

[সে চলিয়া গেল। কাহারও মুখে কথা সরিল না]

গিন্নী। (কয়েক মুহূর্ত পরে) হ'ল তো? হ'ল তো? নাকে ঝামা ঘ'ষে দিয়ে গেল তো?

শিব। (গম্ভীর ক্রুদ্ধস্বরে) দেবনারায়ণ! দেবনারায়ণ!

[দেবনারায়ণের প্রবেশ]

দেব। বাবা!

শিব। পিঁপড়ে নয়, কাঁকড়া-বিছে। না, কেউটে সাপ। যদি বাঁচতে চাও তো ধ্বংস কর।

দেব। সাপ!

শিব। হ্যাঁ, দুটু মুখুজ্জে কেউটে সাপ। বাঁচতে চাও তো ধ্বংস কর ওকে। এস, সঙ্গে এস।

পঞ্চম দৃশ্য

নুটুর আশ্রম

মহাভারত দাঁড়াইয়া আছে। নেপথ্য হইতে সাতু ঠাকরুণ বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল

সাতু। হ'ল তো? বলি, হ'ল তো? [পই-পই ক'রে বারণ করলাম—ওরে নুটু, মান করিস নে, মানের গোড়ায় ছাই দে, মান বাড়বে। মানে মানে বউকে পাঠিয়ে দে। এখন হ'ল তো? মেলে তো' চাঁদির জুতো? তোর বউকে রুপোর বাসনে খেতে দেওয়ার মান্যির মানেটা কে না বুঝবে? কই, নুটু কই? গেলি কোথায়? বলি, ছুকুলি নাকি ঘরে খিল এঁটে? বলি, ওরে অ নুটু!

নেপথ্যে নুট। আসছি সাতুদি।

সাতু। আসতে হবে না রে, আসতে হবে না। বলছি—যা, এইবার কিংখাবের পালকি পাঠিয়ে বউকে নিয়ে আয়। মুরদ বুঝি। বলি, অ নুটু!] (মহাভারতকে দেখিয়া) অ মরণ, তুই কে রে? অ, বলি, তুই মহাভারত?

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিঠাকরুণ।

সাতু। বলি, হ্যাঁ রে, তোর নাকি পাখনা গজিয়েছে?

মহা। ওই। দিদিঠাকরুণ কি বলছেন গো!

সাতু। বলি, পিঁপড়ের পাখা গজায় দেখছিস তো—ফরফর ক'রে উড়ে এসে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরে? তোর নাকি তেমনই পাখনা গজিয়েছে? বাবুদের ছোটখোকা তোকে লাথি মেরেছে ব'লে তুই নাকি আদালতে গেছলি নালিশ করতে? পরামর্শদাতা বুঝি নুটু?

মহা। তিনি পরামর্শ দেবে কেন দিদিঠাকরুণ? আমরা কি মানুষ নই?

শাতু। মানুষ! চাষারা খেটে আবার মানুষ হ'ল কবে রে?? হ্যাঁ, কালে কালে কতই দেখব। তা তোর পরামর্শদাতাকে বলিস, তার বউকে বাবুরা ধ'রে জুতো দিয়ে মেরেছে—অবিশ্যি রূপোর জুতো।

[প্রস্থান]

মহা। (অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর!

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী। উনি আসছেন। তোমায় বললেন, একটু জল খেয়ে নিতে। এস, বাড়ির ভেতরে এস।

মহা। দাদাঠাকুর কই? আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন।

[কল্যাণীর সঙ্গে মহাভারত ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই এক দিক হইতে মোক্তারের পোশাক পরিয়া নুটুর ও অপর দিক হইতে অলঙ্কারভূষিতা বিমলার প্রবেশ। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল]

নুট। (কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর বিস্ময়ে ক্রোধে বলিয়া উঠিল) তুমি শেষে ওকে নিয়ে এলে বিমলা? শাতু-ঠাকরুণ ব'লে গেল, বাবুরা তোমায় চাঁদির জুতো মেরেছে। সে কথা তবে সত্যি? কিন্তু ভিক্ষের গহনাগুলো গায়ে প'রে এলে যে? চাঁদির জুতোটা মাথায় ক'রে আনলে না যে বড়?

বিমলা। রূপো কেন? আমাকে হীরে-মানিক-বসানো সোনার জুতো মারতেও কারও ক্ষমতা নেই, সাহস নেই। তুমিই আমাকে মার কথার জুতো।

নুট। এ গহনা কার? তুমি কোথায় পেলে?

বিমলা। এ গহনা আমার ব্যাটার বউয়ের। ব্যাটার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে গহনা আমি আগাম নিয়েছি।

নুট। কি বলছ তুমি বিমলা?

বিমলা। কল্যাণী ঠাকুরঝির মেয়ে মমতার সঙ্গে আমার অরুণের বিয়ের সম্বন্ধ করেছি। এ গহনা মমতার—আমার ভাবী পুত্রবধূর।

[কল্যাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া নুটুকে প্রণাম করিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ফুটবিহারীর শহরের বাসা

ফুটবিহারী এখন মোক্তার। আফিস-ঘরে এক দিকে একটি তক্তাপোশে বসিবার জায়গা, তক্তাপোশের উপর একটি ডেস্ক। আশেপাশে কতকগুলি ফাইল, দোয়াত ও কলমদান। ইহা ছাড়া কয়েকখানি চেয়ার, একখানি বেঞ্চ। দেওয়ালে দরজার মাথায় একটি বড় ফ্রেমে একখানি কার্পেটের সূচীশিল্প; কার্পেটে বুনিয়া লেখা—"It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God"। ইহা ছাড়া একটি পুরানো আলমারিতে বই—অ্যারিস্টটল, শেক্স্পীয়ার ইত্যাদি। বাংলা বই—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি

[কোটের পোষাকে ফুটু ও জমিদারের কর্মচারী গোপীনাথ আসিয়া প্রবেশ করিল। গোপীনাথ একখানা চেয়ারে বসিয়া কথা আরম্ভ করিল ; ফুটু চাপকান খুলিয়া তক্তাপোশের উপর বসিয়া কাজে মন দিল]

গোপী। আপনি হলেন প্রাচীন পণ্ডিত-বংশের সন্তান, বিবেচনা করুন, তার ওপর ব্রাহ্মণ; তাই ধরুন আমার বলা; ও ছেঁড়া কাঁথার আগুনে জল ঢেলে নিবিয়ে ফেলুন ফুটুবাবু, একটা মিটমাট ক'রে নিন।

ফুট। (কাজ করিতে করিতেই) ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যে মিটমাট কি আছে বলুন ?

গোপী। অ্যাই দেখুন, মিটমাট নেই? বিবেচনা করুন, আপনি আর প্রজাদের পক্ষ নিয়ে বাবুদের সঙ্গে লাগবেন না। আর

বাবুরাও তাঁদের যা কিছু কাজকর্ম এখানকার আদালতে আপনাকেই দেবেন। বছরে বাঁধা মাইনে একটা পাবেন; তা ছাড়া মামলা-মকদ্দমা যখন চলবে, তখন আলেক ফীও পাবেন।

নুট। আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে গোপীনাথবাবু?

গোপী। এটা হয়েছে। কিন্তু আপনি যা বলবেন, তার উত্তর বাকি আছে।

নুট। আমি কিছু বলব না।

গোপী। তা হ'লে বিবেচনা করুন, বক্তব্য আমার আরও আছে। ধরুন, এই এক বছর এমনই ক'রে বিরোধ ক'রে লাভ কি করলেন আপনি? নামডাক হয়েছে, কিন্তু পয়সা কই হ'ল আপনার?

নুট। এইবার আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে গোপীনাথবাবু?

গোপী। সদরের নবকান্তবাবু উকিলের নাম শুনেছেন নিশ্চয়—মস্ত উকিল। বিবেচনা করুন, ফৌজদারিতে অমন বাঘা উকিল আর জন্মাল না। হাকিমকেই শুনিয়ে দিত কড়া কথা। ১৯১৫ সালে ১২ই জুলাই কোর্টে বহস করতে করতেই, বিবেচনা করুন, মারা গেলেন। তিনিও প্রথমে আপনার মত বিনা পয়সায় কেস নিয়ে নাম করেছিলেন। বাস্, যেই নাম হ'ল, অমনই সেই যে-আট টাকা ফী ক'রে চেপে বসলেন, বিনা পয়সায় আর ন'ড়ে বসতেন না। ১২ই জুলাই নবকান্তবাবু মারা গেলেন, ১৩ই তারিখে ছেলেরা হিসেব করলে—কোম্পানির কাগজে, তেজারতী সরকারী কারবারে, ব্যাঙ্কে মজুত আপনার এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তু শো পঁচাত্তর টাকা। জমিদারির আয় আপনার চোদ্দ হাজার সাত শো টাকা। আবাদী জমি এগারো শো বিঘে। তারপর বিবেচনা করুন, বড় বড় কোম্পানিতে শেয়ার। এইবার আপনি বিবেচনা ক'রে

দেখুন। (ঘন ঘন পা দোলাইতে লাগিল) কি বলছেন বলুন তা হ'লে?

নুটু। আপনি তা হ'লে আসুন গোপীনাথবাবু।

গোপী। আসব?

নুটু। হ্যাঁ। তা হ'লে আপনি আসুন।

গোপী। আর একটু বক্তব্য আছে নুটুবাবু।

নুটু। বলুন।

গোপী। আপনি তা হ'লে সাবধান। নমস্কার।

নুটু। নমস্কার।

[প্রস্থান]

[গোপীনাথের পুনরায় প্রবেশ, নুটু রূঢ় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল]

গোপী। বিবেচনা করুন, আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয় নি। এই এক বছরে তেতাল্লিশটা মামলা আপনি বাবুদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। কটাতে আপনি জিতেছেন, হিসেব রাখেন আপনি? আপনার হিসেব না থাকে, আমার কাছে শুনুন,—সাতটি কেসে কেবল জরিমানা হয়েছে, তাও চাপরাসীর। আর চৌত্রিশটা কেস ডিস্‌মিস্‌। তার পনরোটাতে খরচাশুদ্ধ দিতে হয়েছে আপনার পক্ষকে। মহাভারতকে রক্ষা করতে বাকি খাজনা দিয়েছেন দু শো পনরো টাকা দশ আনা তিন পাই। মকদ্দমা-খরচার হিসেব নেই। ভাল। বিবেচনা করুন, [illegible] ডাকে। কিন্তু আপনি সাবধান।

[প্রস্থান]

[নুটু আপন মনেই হাসিল, তারপর চোখ মুদিয়া পিছনের বালিশে হেলান দিয়া আবৃত্তি করিল]

নুট।
"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূরে ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর—"

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী। এই যে দাদা! না-খেয়েই আজ আপনি কোর্টে চ'লে গিয়েছিলেন দাদা? বউদি বললেন—

নুট। এস বোন, এস। কখন এলে কঙ্কণা থেকে? কেমন আছ?

কল্যাণী। এই আসছি, আছিও ভাল। কিন্তু আপনি উঠুন দেখি, আসুন, খাবেন—

নুট। মমতা কেমন আছে? তাকে সঙ্গে আন নি?

কল্যাণী। সেও এসেছে। আমার সঙ্গে সে গল্প করছে। আসুন, উঠে আসুন।

নুট। তোমার পাঠশালার খবর কি?

কল্যাণী। মন্দের ভাল। বাবুরা যে পাঠশালাটা করেছেন, তার মাইনে উঠিয়ে দিয়েছেন। তবুও আমাদের পাঠশালায় পনেরোটি ছেলে রয়েছে। আসুন, উঠে আসুন। আপনি খাবেন, আপনাকে আমি খবর বলব।

নুট। ফার্স্ট আওয়ারেই কাজ ছিল কল্যাণী, কাজ সেরে উঠে খাওয়ার সময় হয় নি। কালও কাজ রয়েছে অনেক, সেগুলো আজ না সেরে রাখলেই নয়। কাজ না সেরে আজ আমি উঠব না। কাজ বড় বেশি বাকি প'ড়ে গেছে ভাই।

কল্যাণী। এত বেশি কাজ আপনি নেন কেন?

নুট। বেগারের কাজ কিছু বেশিই হয় বোন।

কল্যাণী। কিন্তু শরীর বাঁচিয়ে তো কাজ করতে হবে?

নুট। শরীর! (হাসিল) I see a man's life is a tidious one. I have tired myself। কল্যাণী, এক এক সময় ইচ্ছে হয়, মৃত্যুই আমার ভাল।

[কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল]

বিমলা আমায় শান্তি দিলে না কোনদিন। একটা গান শোনাবে বোন, অনেক দিন তোমার গান শুনি নি!

[খাবারের থালা হাতে বিমলার প্রবেশ]

বিমলা। দিনরাত্রি খাওয়া খাওয়া ক'রে তোমার কাজে অশান্তি ক'রে দিই, না? (হাসিল) ভাত না খাও, এই অল্প একটু খেয়ে নাও দেখি। অশান্তি করতেই এসেছি আবার। ওগো বেয়ানঠাকরুণ।

কল্যাণী। না বউদি, 'বেয়ান' বলবেন না ভাই।

বিমলা। কেন ভাই? সম্বন্ধটা কেমন একটু টক-মেশানো মিষ্টি মিষ্টি ক'রে দিয়েছি বল তো? আর মমতার সঙ্গে যখন অরুণের বিয়ে দোব—

কল্যাণী। তবুও আমি আপনার গরিব ঠাকুরঝি হয়েই থাকব বউদি।

বিমলা। কি জানি ভাই! আমরা মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, কিসে কি দোষ হয় বুঝি না। বেশ। তুমি একটা গান গাও দেখি, তোমার দাদা গান শুনতে শুনতে খাবার খেয়ে ফেলুন।

নুট। খাবারের থালাটা আমায় দাও বিমলা। গান এখন ভাল লাগবে না। আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে।

বিমলা। (হাসিয়া) সুরের মধ্যে বেসুর এলেই গান আর ভাল লাগে না, নয় ? এখুনি তুমি কল্যাণী-ঠাকুরঝিকে গান গাইতে বলছিলে, আমি আসবামাত্র সে গানে তোমার অরুচি ধ'রে গেল ?

কল্যাণী। আমি এখন যাই দাদা। স্বামীর সঙ্গে এখনও দেখা করি নি, সে রাগ করবে। অরুণ বরুণ কোথায় বউদি ?

নুট। বিমলা, খাবারটা দাও।

বিমলা। কল্যাণী-ঠাকুরঝি গান না গাইলে আমি দোব না।

নুট। বিমলা !

[বিমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া খাবারের থালাটা আগাইয়া দিল, নুটুও হাত বাড়াইল ; কিন্তু নুটু ধরিবার আগেই বিমলা থালা ছাড়িয়া দিল, থালাটা পড়িয়া গেল]

কল্যাণী। আহা, প'ড়ে গেল ! (তাড়াতাড়ি কুড়াইতে গেল)

বিমলা। কুড়িও না ঠাকুরঝি। ওগুলো ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে হবে।

নুট। না না। কুড়িয়ে নেবে বইকি। গরিব-দুঃখী কাউকে দিয়ে দেবে।

বিমলা। না। ও-জিনিস কাউকে দেবার নয়, যা তোমাকে দিয়েছি, সে জিনিস—

নুট। আঃ, কি বলছ বিমলা ?

বিমলা। বলছি, সমস্ত জীবনটাই তো এমনই ক'রে আমি বাড়িয়ে ধরলাম তোমার দিকে, এমনই ক'রেই তুমি ধরলে না। সে ধুলোয়

লুটিয়ে পড়ল। ধুলোয় মিশিয়ে সে মাটিই হয়ে যাবে। সে কি তুলে অন্য কাউকে দেওয়া যায়?

[প্রস্থান]

সুট। (একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) কল্যাণী!

কল্যাণী। দাদা!

সুট। আমায় তুমি মাপ কর বোন। বিমলার কথায়—

কল্যাণী। আপনি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন বলুন তো? আমাদের সংসারে ননদ-ভাজে কত ঝগড়া হয়! আর বউদি তো আমায় কিছু বলেন নি।

[বিমলার পুনরায় খাবার লইয়া প্রবেশ]

বিমলা। (খাবারের থালা সযত্নে নামাইয়া দিয়া) নাও, খাও।

কল্যাণী। গান গাইব বউদি?

বিমলা। না-গাইলে বুঝব, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ।

নেপথ্যে কমলাপদ। সুটু!

সুট। কমলাপদ? এস এস। কলকাতা থেকে কখন ফিরলে?

[কমলাপদর প্রবেশ]

কমল। এই যে বউদি! আপনার কাছেই এসেছি আমি। শিগগির খাবার নিয়ে আসুন। আপনাদের বরাদ্দমত দশ পয়সার হিসেব আজ চলবে না। আপনার অরুণ আই. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে। বরুণও ম্যাট্রিকে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে।

বিমলা। দাবিটা শুধু আমারই ওপর চালাবেন ঠাকুরপো? অরুণের শাশুড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে রেহাই দিচ্ছেন বুঝি বোন বলে?

কল্যাণী। বেহাই দিলেই বা আমি নোব কেন বউদি? কিন্তু অরুণ বরুণ কোথায় বউদি?

বিমলা। তারা মহাপুরুষের ছেলে, ভাবী মহাপুরুষ। আজ রবিবার, সেই ভোরবেলায় দুই ভাই সেবক-সমিতির মুঠির চাল আদায় করতে বেরিয়েছে। এস ঠাকুরঝি, ঠাকুরপোর জন্যে খাবার তৈরি করতে হবে। আপনি কিন্তু পালাবেন না ঠাকুরপো।

[কল্যাণী ও বিমলার প্রস্থান]

কমল। তোমায় কিন্তু একটা কথা বলব নুটু। কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে ব্যাপারটা এইবার মিটিয়ে ফেল।

নুট। কি বলছ তুমি?

কমল। ভালই বলছি। আজ তিন বছর ধ'রে বিরোধ ক'রে আসছ। এখানকার ফৌজদারী আদালতে তুমি মামলা চালাচ্ছ, ওরা জজকোর্টে হাইকোর্টে যাচ্ছেন, সেখানে তোমাকে পয়সা খরচ করতে হচ্ছে গরিব মক্কেলের জন্যে। ওঁদের তো পয়সার অভাব নেই। লোকে বলে—কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

নুট। বিরোধ আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গেই। ওই দেবতাটির অভ্যেস হ'ল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি ধুলোয় নামিয়ে দোব।

কমল। ছি ছি! তুমি কি যে বল নুটু।

নুট। বলি আমি ঠিক কথাই। কিন্তু তোমার ভাল লাগছে না। না-লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে তোমার মাথার ওপর চেপেছে। পায়ের পথ তো সংকীর্ণ, রথ চলবার মত রাজপথ তৈরি হয়ে গেছে। মাথার টাকটি যে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়ে উঠছে।

কমল। (সশব্দে হাসিয়া উঠিল) কথাটা বড় ভাল বলেছ। উঃ, বড্ড বলেছ!

[বিমলার প্রবেশ]

বিমলা। ওগো, মহাভারত এসে অঝোরঝরে কাঁদছে।

নুট। কাঁদছে? মহাভারত কাঁদছে? তাকে পাঠিয়ে দাও এখানে।

[বিমলার প্রস্থান]

কমল, তোমার বোধ হয় এখানে আর থাকা উচিত হবে না।

[মহাভারত আসিয়া নুটুর পা দুইটা চাপিয়া ধরিল]

কমল। আচ্ছা, আমি চলছি। বউদিকে ব'লো, ও-বেলায় আসব আমি।

[প্রস্থান]

নুট। ওঠ মহাভারত, ওঠ। আগে কি হয়েছে বল, তার পর কাঁদবে।

[মহাভারতের কান্না বাড়িয়া গেল]

মহাভারত!

[মহাভারত তবু উঠিল না]

মহাভারত!

[মহাভারত তবু উঠিল না]

(রূঢ়স্বরে হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া) মহাভারত!

[মহাভারত উঠিল]

চোখের জল মোছ, চোখের জল মোছ। খাড়া সোজা হয়ে ব'স। খটখটে শুকনো গলায় বল, কি হয়েছে?

মহা। (করুণ স্বরে) আজ্ঞে, আমার পুকুরের সমস্ত মাছ, এই ছালি পোনা—আধ পো, তিন ছটাক—

সুট। ছটাক সের নয়। পুকুরের সমস্ত মাছ কি হ'ল, তাই বল ?

মহা। বাবুরা জোর ক'রে ধরিয়ে নিলে।

সুট। আর ?

মহা। আমার গরু বাছুর সমস্ত জোর ক'রে ধ'রে খোঁয়াড়ে দিয়েছে।

সুট। হু। আবার নতুন কি হ'ল ?

মহা। বাবুদের হুকুম হয়েছে, তোমার জমি কেউ চষতে পারবে না। কারও ছেলে তোমার পাঠশালায় পড়তে পাবে না। আমি বলেছি, সে আমি পারব না, তাই—

সুট। তুমি আমার জমি ছেড়ে দাও মহাভারত। আমার সঙ্গে তোমার অদৃষ্ট জড়িও না। তুমি পারবে না।

মহা। এতদিন পরে তুমি আমাকে এই কথা বললে দাদাঠাকুর ? আজ তিন পুরুষ আমরা তোমাদের জমি ক'রে আসছি, আমাদের সুখ-দুঃখের ভাগ তোমরা নিয়ে আসছ। আজ তুমি আমাকে এই কথা বললে ?

সুট। বললাম, বলবার কারণ ঘটেছে। আজ তুমি কেঁদেছ। মহাভারত, দুঃখের চাপে যারা হার মানে, হার মানবার আগে তারা কাঁদে।

মহা। (ভাল করিয়া চোখের জল মুছিয়া) বেশ, এই চোখের জল মুছলাম। আর যদি কোনদিন চোখের জল দেখতে পাও, সেদিন থেকে মুখদর্শন ক'রো না।

সুট। বিমলা!

[বিমলার প্রবেশ]

মহাভারতকে জল খেতে দাও। জল খেয়ে একটু সুস্থ হও মহাভারত, আমি স্নান ক'রে দুটো মুখে দিয়ে নিই। তার পর তোমায় এস.ডি.ও.র কাছে নিয়ে যাব।

মহা। আগুনে জল দিতে বলছ দাদাঠাকুর? তুমি চান ক'রে খেয়ে নাও, আমার মুখে এর পিতিকার না ক'রে জল রুচবে না, আমাকে ব'লো না।

সুট। কোনদিন কখনও যদি আবার এমনই ভুল হয় মহাভারত, তবে এমনই ক'রেই তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিও। এস। বিমলা, ফিরতে আমাদের দেরি হবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কঙ্কণায় বাবুদের বাড়ি। বড়বাবুর খাসকামরা। শিবনারায়ণবাবু ও গোপীনাথ। শিবনারায়ণ সেই পূর্ববৎ তাকিয়ায় হেলান দিয়া অর্ধশায়িত, চোখ বুজিয়া মৃদু মৃদু তামাক টানিতেছেন

শিব। (ব্যঙ্গশ্লেষপূর্ণ ভঙ্গীতে) বল কি গোপীনাথ? অ্যাঁ! খুদকুঁড়ির ভেতর খাসা চাল! টুলো শিব পণ্ডিতের নাতির মুখে চোস্ত ইংরিজী বোল! সুটু মোক্তার ইংরিজীতে সওয়াল করলে!

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। ফরফর ক'রে ইংরিজীতে সওয়াল করলে। একেবারে তপ্ত খোলায় যেন খই ফুটিয়ে দিলে।

শিব। খই!

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। বিবেচনা করুন, ওগু খোলায় দুটু মুখুজ্জে খই ফুটিয়ে দিলে।

শিব। ঠাণ্ডা দুধের ব্যবস্থা আছে গোপী, ঠাণ্ডা দুধের ব্যবস্থা আছে। কিছু ভয় নেই। গরম খই তোমার চুপসে গ'লে যাবে। (হা-হা করিয়া হাসিলেন) কে রয়েছিস ? বড়বাবুকে ডাক্‌। ওরে, চা নিয়ে আয়। অ বাপ ভগবান, দয়া কর বাপধন। ভগবান! ওরে ভগবেনে, হারামজাদা শূয়ারকি বাচ্চা!

নেপথ্যে ভগবান। আজ্ঞে, যাই হুজুর।

[দেবনারায়ণের প্রবেশ]

দেব। আমায় ডাকছ বাবা ?

শিব। জি হুজুর।

দেব। বল।

শিব। আরে জনাবালি, বৈঠিয়ে, পহেলে তসলীম তো বাখিয়ে।

[দেবনারায়ণ বসিল]

গোপীনাথ !

গোপী। আজ্ঞে ?

শিব। একবার পরমপদপ্রাপ্তি ঘটিয়ে দাও তো। ভগবানকে দেখ তো বাবা। চা আনতে বলেছি কখন। চিত্ত-ঘোড়া যে চা-হা চা-হা ক'রে অস্থির হয়ে উঠল হে।

গোপী। ভগবান! ভগবান!

[প্রস্থান]

শিব। (এইবার উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন) সব কথা সবার সামনে বলা যায় না দেবু। ব্যাটা ভেকধারী সোজা পাত্র নয়। ঘর থেকে

যেতে বললে বাইরে থেকে আড়ি পেতে শুনবে। (বারকয়েক নল টানিয়া ফেলিয়া দিয়া) এস.ডি.ও. সায়েব টাউন-হলের চাঁদা ধরেছিলেন, দিয়েছ সেটা?

দেব। হ্যাঁ। পাঠিয়ে দিয়েছি আড়াই শো টাকা।

শিব। আরও আড়াই শো টাকা আজই এখুনি তুমি গিয়ে দিয়ে এস। বলবে, বাবা শুনে রাগ করলেন, বললেন—আড়াই শো টাকা দেওয়া মানে হুজুরের অসম্মান করা; আমাদের চাঁদা পাঁচ শো টাকা লেখা হোক।

দেব। কেন আবার আড়াই শো টাকা দেবে বাবা? সায়েব তো খুশি হয়েই—

শিব। কথার প্রতিবাদ ক'রো না দেবু। যা বলি, তাই শোন। গোপীর কাছে যা শুনেছি, তাতে হরেশ চাবার নাতিটা, কি নাম যেন—

দেব। মহাভারত।

শিব। হ্যাঁ, মহাভারতের মাছ ধরা, গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ার মামলার অবস্থা ভাল নয়। নুটু নাকি ভাল তদ্বির করেছে। সওয়ালও করেছে খুব জোর। জরিমানা হয় তাকে পারা যায়, আমাদের গোমস্তা-চাপরাসীর জেল হ'লে—সে বড় লজ্জার কথা, অপমানের কথা।

দেব। বেশ, তাই করছি। এই সঙ্গে কিন্তু একটা কথা তোমাকে না জানালে আর চলছে না। ছোটখোকাকে শাসন করা দরকার হয়েছে। তাকে একটু শাসন কর তুমি।

শিব। কেন? আমির-উল-উমরা ছোটে নবাব আমার কি করলেন আবার? (হাসিয়া) পয়সাকড়ি বেশি চাচ্ছে বুঝি? তা দিও হে, দিও। আমি বরং লিভার বাঁচিয়ে মদ খেতে ব'লে দোব।

দেব। না। ছুটুর পাঠশালার চারিদিকে আজকাল ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছে, ওখানে যে মেয়েটি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে—

শিব। (সশব্দে উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিলেন) তার ওপর নজর দিয়েছে ? বাপকো বেটা সিপাহীকো ঘোড়া, কুছ নেহি হোয় তো থোড়া থোড়া।

দেব। না বাবা, হাসির কথা নয়। কোন কিছু যদি ঘটে, ছুটু ছাড়বে না। আর আমাদের বাড়ির ছেলে এ রকম মামলায় আসামী হ'লে দেশে আর বাস করা চলবে না।

শিব। তা আমি সাবধান ক'রে দোব ছোটে নবাবকে। তবে দশ-বিশ টাকা চাইলে যেন দিও বাপু। কি রকম, বড়বাবুর মুখ যে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল ! ওহে, আমি বড় হ'লে বাবা আমার বাগানবাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন। (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) এক কাজ কর, ছোটে নবাবকে শহরের গদিতে বসিয়ে দাও। সেখানে মামলা-সেরেস্তার কাজ দেখুক, সায়েব-সুবোর সঙ্গে মেলামেশা করুক। লোকাল-বোর্ড ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের মেম্বার ক'রে দাও। পার তো ধ'রে-প'ড়ে অনারারি হাকিম ক'রে দাও। বুঝলে ?

[গোপীনাথ ও ভগবান প্রবেশ করিল, ভগবানের হাতে চা]

দেব। তা হ'লে আমি এখুনি চ'লে যাই ?

শিব। হ্যাঁ। আর একটা কথা। এবার অজন্মার বছর। চাষীদের ধান টাকা দিতে কার্পণ্য ক'রো না যেন। সকলকেই কিছু কিছু

দিও। আদায় হবে কি হবে না, সেই বিবেচনাটাকেই যেন বড় ক'রে দেখো না এবার, বুঝলে ?

[দেবনারায়ণের প্রস্থান]

গোপী। দেশকাল বড়ই খারাপ পড়েছে হুজুর। অজন্মা লেগেই আছে। এই বিবেচনা করুন, ১৩২৩ সালে একবার, ১৩২৬ সালে একবার, ১৩৩০ সালে তো, বিবেচনা করুন, মাঠে কাস্তে যায় নাই। ফের বিবেচনা করুন, ১৩৩৪ সালে, আবার ধরুন এই ১৩৩৬ সালে। আর সে আমলে আপনার ১৩১৩ সালে আকাড়া গিয়েছে, তার আগে বিবেচনা করুন, ১৩০০ সালের মধ্যে আর নেই—১২৯৪ সালে।

শিব। ১২৯৪ সালে! বটে! (চায়ে চুমুক দিয়া) ওরে ভগবান, গোপীনাথকে চা এনে দে। গলা শুকিয়ে গেল বেচারীর।

গোপী। (জোড়হাত করিয়া) আজ্ঞে, হুজুর, চা আমি খাই না। বিবেচনা করুন, চা তো আর ডাল ভাত নয় যে, না হ'লে মানুষ বাঁচে না। জীবনে হুজুর চা খেয়েছি তিনবার। একবার আপনার ১৩০৫ সালে—সেবার ভীষণ বর্ষা, তারিখ আপনার ১২ই আষাঢ়।

শিব। কি বার ?

গোপী। আজ্ঞে, বৃহস্পতিবার।

শিব। (হাসিয়া) তিথি-নক্ষত্র মনে আছে বাবা—তিথি-নক্ষত্র ?

গোপী। আজ্ঞে, অমাবস্তে তিথি—উপবাস করেছিলাম কিনা। তবে নক্ষত্রটা মনে নেই হুজুর।

শিব। বটে!

গোপী। হুজুরদের সঙ্গে শ্রীরামপুরের চৌধুরীদের মকদ্দমা; চল্লিশ হাজার টাকা তমসুকের নালিশ, সুদে আসলে এক লক্ষ পাঁচ

হাজার ছ শো তিন টাকা সাত আনা দাবি। সেই মামলায় গিয়েছি মুর্শিদাবাদ। বর্ষা আপনার ভীষণ, তার ওপর গায়ে ছিল বিলিতী কম্বল, বিবেচনা করুন, একেবারে গাড়োল ভেড়ার মত অবস্থা। গলা পর্যন্ত ধ'রে গেল। তা সেই দিন উকিল হরিমোহনবাবু বললেন—গোপীনাথ, চা খাও, উপকার হবে। খেয়েছিলাম, তা বিবেচনা করুন, উপকার হয়েছিল হুজুর। তা দাও হে ভগবান, এক কাপ চা দাও।

শিব। না না, খাও না যখন, তখন দরকার কি ?

গোপী। আজ্ঞে, চা যেমন ভাল ভাত নয়, তেমনই, বিবেচনা করুন, বিষও নয়। তার ওপর আপনি মুনিব যখন বললেন, তখন না খেলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন। তা দাও হে ভগবান, এক কাপ চা দাও।

[দেবনারায়ণের পুনঃপ্রবেশ]

দেব। মামলায় রায় হয়ে গেছে বাবা। আমাদের চাপরাসী দুজনের ছ মাস ক'রে জেল হয়েছে, গোমস্তার এক বছর। আমি পথ থেকেই খবর শুনে ফিরে এলাম।

গোপী। ভগবান, শিগগির চা আন। আপীল করতে যেতে হবে। আপীলে সব উল্টে যাবে হুজুর। রুদ্রপদবাবু পাকা ঘাগী ফৌজদারী উকিল, টেবিলে চাপড় মেরেই সব—

শিব। (কষ্টস্বরে) গোপীনাথ !

[গোপী মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল]

দেব। সওয়ালে মুটু মুখুজ্জে আমাদের অপমানের বাকি রাখে নি। বলেছে—দেশে ধনী জমিদার অনেক আছেন, তাঁদের অন্যায় নেই

এমন নয়, আছে; কিন্তু তবু তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র, দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বারো মাসে তেরো পার্বণের ব্যবস্থা তাঁরাই ক'রে এসেছেন, দেশের গুণীদের বহুকাল পর্যন্ত তাঁরাই সসম্মানে প্রতিপালন ক'রে এসেছেন; কিন্তু করুণার বাবুরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাঁরা—

শিব। থাক্। তুমি গোপীনাথকে সঙ্গে নিয়ে সদরে যাও। আপীল মঞ্জুর করিয়ে জামিনে ওদের খালাস ক'রে আন। ফৌজদারী বড় উকিল যে কজন আছে, তাদের ওকালত-নামা দাও। এখনই, দেরি ক'রো না।

দেব। টাউন-হলের চাঁদা আরও আড়াই শো টাকা, আমি বলছিলাম, আর দিয়ে দরকার নেই।

শিব। দেবে না? ওইখানেই তো বড়বাবু, তোমাদের সঙ্গে আমার মেলে না। বেশ, সায়েবকে না দাও, দিও না; কিন্তু টাকাটা আর ঘরে ঢুকিও না। মাঠে একটা বড় সিচের পুকুর ছিল, সেটা বোধ হয় এত দিনে ম'জে এসেছে। ওই টাকায় পুকুরটার পঙ্কোদ্ধার করিয়ে দাও—চিরঞ্জীব দীঘি।

দেব। চিরঞ্জীব দীঘি!

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে বিবেচনা করুন, চেঁচুরে দীঘি। খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত ২৫০৩ নং পলট। পরিমাণ ৪ একর ২৫ ডেসিমিল। উত্তরে রামহরি ঘোষ—

দেব। আচ্ছা, তাই হবে। এস গোপীনাথ।

[প্রস্থান]

[গোপী। (যাইতে যাইতে মৃদুস্বরে) ভগবান, এখনও—

[প্রস্থান]

কে আছিস? কালী বাগদীকে পাঠিয়ে দে তো। (উঠিয়া পায়চারি আরম্ভ করিলেন।)

[কালীর প্রবেশ]

কি রে ব্যাটা, বেঁচে আছিস?

[কালী প্রণাম করিল]

হুকুম করলে কাজ তামিল করতে পারিস এখনও?

[কালী সবিনয়ে মৃদু হাসিল]

নাঃ, আজ নয়, আপীল-কেস হয়ে যাক, তারপর। ভগবান, তামাক নিয়ে আয়।

[কালী ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল]

পথে৷ কালী। ভগবান! ভগবান! দাসজী!]

তৃতীয় দৃশ্য

করুণায় নুটুর আশ্রম। পূর্ব দৃশ্য—প্রথম অঙ্কের অনুরূপ।

[আট-দশটি ছেলেমেয়ে সারিবন্দী দাঁড়াইয়া গান করিতেছে

গান

শোণিতে ভাসাল ধরণী যাহারা
তারা নয় তারা নয়,
মোরা পথ চাই নূতন বীরের
গাহি তাহাদেরই জয়।

ছেলে— দিগ্বিজয়ীর উদ্ধত অসি
মেয়ে— যুগে যুগে কত উঠিল ঝলসি,
ছেলে— বীর তারা নয়, ধরণী মাগিছে
নূতন অভ্যুদয়।
মেয়ে— বিধাতার খেদ ঘুচাবে যাহারা
মানুষের যত ভেদ,
ছেলে— ভাই ব'লে যারা ভায়েরে চেনাবে
রচিবে নূতন বেদ,
মেয়ে— মুক্ত যাদের দীপ্ত কৃপাণ
ছেলে— মিথ্যারে শুধু করে খানখান
উভয়ে— মিতালির ডোরে বিশ্ব বাঁধিতে
যাদের দিগ্বিজয়।

[গানের মধ্যেই কমলাপদ প্রবেশ করিল]

কল্যাণী। (ছেলেমেয়েদের প্রতি) তোমরা যাও, আপনার আপনার জায়গায় গিয়ে পড়তে ব'স।

[ছেলেমেয়েদের প্রস্থান]]

কমল। দুটো কথা বলবার জন্যে এসেছি কল্যাণী। একটা নুটুর কথা, একটা আমার নিজের।

কল্যাণী। বলুন।

কমল। নুটুর কথাই আগে বলি। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড এড বন্ধ করেছে। সে এড পাওয়া যাবে ব'লে মনে হচ্ছে না।

[কল্যাণী। বন্ধ করলে তার ওপর আর জোর কি বলুন ?

কমল। নুটু অবশ্য খুব লড়ছে। খবরের কাগজেও সে লিখেছে, কিন্তু

কোন ফল হবে ব'লে আমার মনে হয় না। বাবুরা যখন ফ্রী প্রাইমারি স্কুল করেছেন, তখন এ স্কুলের জন্যে এত ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড দেবে না।]

ল্যাণী। না দেয়, সে কষ্ট আমি স্বীকার ক'রে নেব কমলদা।

মল। কষ্টস্বীকারের একটা মাত্রা আছে কল্যাণী। এই আট-দশটি ছেলে, মাইনে বোধ হয় চার আনা হিসেবে দু-টাকা আড়াই টাকা। হুটু দেয় পনেরো টাকা। কিন্তু পাঠশালার খরচও আছে। বাদ দিয়ে যা থাকে, তাতে তোমার মমতার চলা অসম্ভব।

ল্যাণী। বাগানে তরি-তরকারি হয়, দুটি গরু পুষেছি—দুধও খরে হয়, চাষীদের ছেলেমেয়েদের জামা তৈরি ক'রে দিই, তাতেও কিছু হয়। চ'লে কোন রকমে যাবেই কমলদা।

কমল। চ'লে যাবে, কিন্তু এ ভাবে চলা উচিত নয় কল্যাণী। এ কৃচ্ছ্র-সাধনের তোমার প্রয়োজন কি? হুটু নিজেও এ চায় না। সে যখন বলছে পাঠশালা তুলে দিয়ে তার বাড়িতে থাকতে, তখন এ কষ্ট কেন?

[কল্যাণী। না, সে হয় না কমলদা।

কমল। হুটুর স্ত্রী অত্যন্ত মুখরা, সন্দিগ্ধচিত্ত—হুটু সে কথা আমায় গোপন করে নি।

কল্যাণী। না। ও-কথা বলবেন না। তিনি আমায় সহোদরার মত স্নেহ করেন। কিন্তু তবু আপনি যা বলছেন, সে অসম্ভব।

কমল। বেশ, ভিন্ন বাসা ক'রে তুমি থাক। হুটুর বাসার কাছেই বাড়ি খালি রয়েছে—

কল্যাণী। না, সেও হয় না কমলদা।

কমল। কেন? একটু স্পষ্ট ক'রে বল কল্যাণী।

কল্যাণী। স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে কমলদা?

কমল। বুঝে যে উঠতে পারছি না বোন।]

কল্যাণী। এ সংসারে ভগবান আমাকে স্নেহ মমতা আশ্রয়—সমস্ত কিছুর কাঙাল করেছেন। সে কাঙালপনা আমি স্বীকার ক'রে নিয়েছি। কিন্তু এক জায়গায় তাঁর বিধানকে আমি মানতে পারি নি কমলদা, সে আমি মানতে পারব না। অর্থ-সাহায্য—না কমলদা, সে আমি পারব না। আমার পিতৃকুলের, আমার স্বামীকুলের সমস্ত মর্যাদাই আমার ভেসে গেছে; বহুকষ্টে অবশেষ রেখেছি ওইটুকু, ওইটুকুও যদি চ'লে যায়, তবে আমার কি থাকবে কমলদা?

কমল। তোমার সে মর্যাদা অটুট থাক্ বোন, ও-কথা তোমায় আর বলব না। কিন্তু তোমার তো গহনা রয়েছে, তাই থেকে—

কল্যাণী। সে গহনা মমতার বিয়ের জন্যে রেখেছি, ওইটুকু তার পিতৃধন। ওতে কি আমি হাত দিতে পারি কমলদা?

কমল। নুটু কখনও তার ছেলের বিয়েতে গহনা দাবি করতে পারে না।

কল্যাণী। আমার মেয়ে যে শুধু-হাতে-পায়ে স্বামীর ঘরে যেতে পারে না কমলদা।

কমল। শোন কল্যাণী, নুটুই আমায় পাঠিয়েছে, তার বিশেষ অনুরোধ—

কল্যাণী। ও-অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।

কমল। এখানে থাকায় বিপদও আছে। বাবুদের সঙ্গে নুটুর বিরোধ দিন দিন যে রকম তীব্রতর হয়ে উঠছে—

কল্যাণী। বাবুদের থিয়েটার-পাগলা ছোট ছেলেটা কয়েকদিন আশেপাশে গান গেয়ে ঘুরে গেছে।

কমল। বলছ কি কল্যাণী ?

কল্যাণী। ভয় পাবেন না কমলদা, আমার কাছে পাঠশালায় যেত আছে।

কমল। (চিন্তা করিয়া) তুমি দেখছি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার কিন্তু এ ভাল মনে হচ্ছে না বোন। যাক, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তোমাকে রক্ষা করুন—এই কামনাই তাঁর কাছে জানাচ্ছি। তবে অনুরোধ রইল, বিন্দুমাত্র অসুবিধে হ'লে পত্র লিখে জানাতে আমায় দ্বিধা ক'রো না। আমি যেখানেই থাকব, সংবাদ দেব তোমায়।

কল্যাণী। কোথায় যাবেন কমলদা ?

কমল। আমার ট্রান্সফারের হুকুম হয়েছে বোন।

[মহাভারতের প্রবেশ]

মহা। দিদিঠাকরুণ!

কল্যাণী। এস মহাভারত।

মহা। এই যে বাবু! পেনাম। একটি ভদ্দলোক এসেছেন দিদিঠাকরুণ। আপনাকে খুঁজছেন।

কল্যাণী। ভদ্রলোক! আমাকে খুঁজছেন!

মহা। ইষ্টিশান থেকে আসছেন গরুর গাড়িতে। এই লম্বা পাজামা পরনে, মাথায় বাবরী চুল। খুব হিন্দী বাত বলছেন। রাজ্যের জিনিস গাড়িতে—

কল্যাণী। নাম কি বললেন ?

মহা। (মাথা চুলকাইয়া) তা তো জিজ্ঞাসা করি নাই দিদিঠাকরুণ। এ-হে-হে, একেই মুকখুর বুদ্ধি বলে!

কমল। আচ্ছা, আমি দেখছি।

[প্রস্থান]

কল্যাণী। মহাভারত!

মহা। দিদিঠাকরুণ!

কল্যাণী। আমি যদি এখান থেকে চ'লে যাই মহাভারত, তবে কি তোমাদের কষ্ট হবে?

মহা। আপনি চ'লে যাবেন দিদিঠাকরুণ? কেন, আমরা কি অপরাধ করলাম?

কল্যাণী। অপরাধ! (হাসিল) না, অপরাধ নয় মহাভারত, কিন্তু থাকতে যে আর সাহস হচ্ছে না ভাই। বাবুরা শুনছি নাকি—

মহা। আপনি শুনছেন দিদিঠাকরুণ, আমরা চোখে দেখছি।

কল্যাণী। তবে?

মহা। তবে দিদিঠাকরুণ? (হাসিল) বিষয় নিয়ে মামলা করছে, আমাদের অপমান করছে, সে আমরা সইছি। কিন্তু আমাদের মা-বোনের ওপর অত্যাচার করলে তাও আমরা সইব, এমনই অমানুষ কি আমাদের মনে কর?

কল্যাণী। নুটুদাও এখানে থাকতে বারণ করছেন।

মহা। বারণ করছে! দাদাঠাকুর তা হ'লে ভয় খেয়েছে দিদিঠাকরুণ। আমাকে বলে—চোখের জল মোছ। চোখের জলেরও তাপ আছে, চোখের জল গরম। দাদাঠাকুর মোক্তার হয়ে ঘরে খিল আঁটতে চাইছে। তোমার কোনও ভয় নাই দিদিঠাকরুণ, মহাভারতের জান থাকতে তোমার গায়ে কোনও আঁচ লাগবে না।

কল্যাণী। আঃ, আমায় বাঁচালে ভাই।

[কল্যাণীর সঙ্গীতবিদ্ ছোড়দা সুশোভনের প্রবেশ। পরনে পায়জামা, গায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঝুল পাঞ্জাবি, পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা, মাথায় বব-ছাঁটা চুল, তাহার উপর টুপি। পাঞ্জাবির পকেটে একটা বাঁশী। মোটা একটা লাঠির উপর ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রবেশ। দেখিলেই বোঝা যায়, সে রুগ্ন। সঙ্গে কমলাপদ, পিছনে একটা লোকের কাঁধে দুইটা বাদ্যযন্ত্র—একটা সেতার, একটা এস্রাজ; দুইটাই গেরুয়া কাপড়ের খোলে ঢাকা। লোকটার এক হাতে একটা বেহালার বাক্স, অপর হাতে একটা সুটকেস]

কল্যাণী। (সবিস্ময়ে) ছোড়দা?

সুশোভন। অহুর। উপমে চুক না হৈ। অধীন তোমার ছোড়দাই বটেন। বাঃ, সাদা থান-কাপড়ে তোকে বড় ভাল মানিয়েছে রে! চমৎকার! একেবারে খানদানী বেহাগ।

কমল। আঃ, সুশোভন!

কল্যাণী এই মন্তব্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহাভারত অবাক হইয়া গেল]

সুশোভন। কি ব্যাপার? অন্যায় বললাম নাকি কিছু? না না, আই ডিড নট মীন এনিথিং রং—

কমল। ব'স সুশোভন, ব'স। ও-কথা যেতে দাও।

[কল্যাণী ঘর হইতে একটা মোড়া আনিয়া দিল, সুশোভন বসিল]

কল্যাণী। এত হাঁপাচ্ছ কেন ছোড়দা? ব'স, ব'স।

সুশোভন। হাঁপাচ্ছি? রোগে বড় কায়দা ক'রে ফেলেছে রে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মোটাসোটা দেখছিস, ওটা অ্যাল্কহলিক ফ্যাট। ভেতরে ভেতরে বাত, হাঁপানি, যকৃতানন্দ—মানে লিভারের দোষ, তা ছাড়া অনেক কিছু। সেবা-শুশ্রূষা করতে হ'লে ক্রমেই জানতে পারবি। এখন একটু চা খাওয়া দেখি।

কল্যাণী। মহাভারত, দোকান থেকে একটা ছোট টিন চা এনে দাও তো। এস, পয়সা নিয়ে যাও।

সুশোভন। লিপ্‌টন ইয়েলো ব্রাণ্ড, কিংবা ব্রুক্‌বণ্ড গ্রীন লেবেল, বাজে কিছু আনিস না যেন। যা-তা বাজে চা আমি আবার খেতে পারি নে।

[কল্যাণী ও মহাভারতের ভিতরে প্রস্থান]

কমলদা, ডোণ্ট্ মাইণ্ড্ প্লীজ, একটা ইন্‌ফরমেশন দাও দেখি।

কমল। বল।

সুশোভন। এখানে ভড্‌কা-শপটা কোথায় বল তো?

কমল। কি? কি শপ্?

সুশোভন। ভড্‌কা, ভড্‌কা-শপ—নট রাশিয়ান অফ কোর্স, ইণ্ডিয়ান ভড্‌কা—ধেনো, ধেনো; ধেনো মদের দোকান কোথায় বল তো? ওটা না হ'লে তো আমি বাঁচব না।

কমল। তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে সুশোভন?

সুশোভন। পতন চিরকাল অধোলোকেই হয় কমলদা। ঊর্ধ্বলোকে কেউ কখনও পড়ে না। হ্যাঁ, আছাড় আমি বড্ড বেশি খাই। তবে ভরসার কথা, আছাড় খেয়ে খেয়ে পতন-প্রুফ হয়ে গেছি এখন। লক্ষ্ণৌতে এক বাইজীর বাড়ির দোতলার ছাত থেকে একতলার বারান্দায় পড়েছিলাম, তাতেও কাবু হই নি। এখন আমার কথার উত্তর দাও দেখি।

কমল। শোন সুশোভন, ইউ মাস্ট্ লীভ দি প্লেস অ্যাট ওয়ান্স্, তুমি এখানে থাকলে কল্যাণীরও এখানে থাকা চলবে না। নুটু কখনও এ সহ্য করবে না। তোমার অর্থ আছে—

সুশো। বটে বটে নবকৃষ্ণ। জল শন কমলদা, জল শন, চিচিং ফাঁক।

কমল। বল কি?

সুশোভন। নইলে খুঁজে খুঁজে এই অজ-পাড়াগাঁয়ে আসব কেন, বল? দাদার ওখানে গিয়েছিলাম, দাদা তাড়িয়ে দিলে।

[কল্যাণীর মুড়ি চা লইয়া প্রবেশ]

কল্যাণী। খাও ছোড়দা।

সুশোভন। আরে বাপ রে! এ যে মুড়ি! মুড়ি তো আমি খেতে পারি না কল্যাণী। ওটা থাক। আমি শুধু চা খাই। (চায়ে চুমুক দিয়া) আঃ! তারপর শোন্ কল্যাণী, আমি তোর কাছে থাকব ব'লে এসেছি। আমার এই রুগ্ন শরীর, বেশি দিন বাঁচব না।

কল্যাণী। ও-কথা ব'লো না ছোড়দা। আমি তোমাকে সেবা ক'রে ভাল ক'রে তুলব।

সুশোভন। আমার কিন্তু টাকাকড়ি সব ফুরিয়ে গেছে। তা ছাড়া আমি মদ খাই; অবিশ্যি খরচ বেশি নয়, আনা ছয়েকের ধেনো। ধেনোতেই চ'লে যাবে আমার।

কল্যাণী। তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই, তোমাকে কি আমি ফেলতে পারি ছোড়দা?

সুশোভন। কমলদা বলছে, এটা নুটুদার বাড়ি। নুটুদা নাকি আমার জন্যে তোকে সুদ্ধ তাড়িয়ে দেবে?

কল্যাণী। না না, নুটুদা কখনও এমন হৃদয়হীন হতে পারেন! না না।

কমল। নুটুর আদর্শ সকলের ওপরে কল্যাণী।

কল্যাণী। আমার আদর্শও যে আমার কাছে সকলের ওপরে কমলদা।
ছোড়দা আমার বড় ভাই, আমি বোন—

সুশোভন। কিছু ভয় করিস না কল্যাণী, নুটুদা এককালে তোকে
ভালবাসত—

[কল্যাণী সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলিয়া গেল]

কমল। ইডিয়ট কোথাকার

[কমলাপদও অন্য দিকে চলিয়া গেল]

সুশোভন। মানে? বোকার মত বেফাঁস কিছু ব'লে ফেললাম নাকি?
কি হ'ল? দুজনেই চ'লে গেল যে! কল্যাণী, ওরে ও কল্যাণী!
(হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করিয়া) ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস, ও ইয়েস,
আই অ্যাম অ্যান ইডিয়ট।

[লাঠি ধরিয়া অগ্রসর হইল]

চতুর্থ দৃশ্য

নুটুর শহরের বাসা

নুটু বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত আইনের বই পড়িতেছে। মধ্যে
মধ্যে নোট করিতেছে। কমলাপদও বসিয়া আছে

কমল। আজই তো আপীল-কেসের রায় বেরুবে? আরগুমেন্ট কেমন
হ'ল? কি রকম বুঝছ?

নুট। (বই রাখিয়া) হ'ল একরকম। তবে—। (একটা দীর্ঘ-
নিশ্বাস ফেলিয়া) জান কমলাপদ, সংসারে মানুষকে ছোট ভাবার
তুল্য অন্যায় আর হয় না। সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স, তারই সাজে,

যে সত্যকার সুপিরিয়র; উকিলবাবুটি গলাবাজি করতে পারেন ভালই, কিন্তু শূন্যগর্ভ কুম্ভের মত। আমি পরিশ্রম ক'রে পয়েন্ট্‌স সংগ্রহ ক'রে চোখের সামনে ধরছি, কিন্তু তা নেবেন না, কারণ আমি মোক্তার, তিনি উকিল।

কমল। সবই তোমার ভুলের মাশুল বন্ধু। ভুল তো তোমার একটা নয়; প্রিলিমিনারি ইণ্টারমিডিয়েট দিয়েও ল ফাইনালটা দিলে না; মোক্তারি পরীক্ষা দিলে। একটু ভুলের জন্যে—

নুট। ও-কথা বাদ দাও কমল। (হাসিল)

কমল। একটু সকাল সকাল ফিরতে চেষ্টা ক'রো আজ। সন্ধ্যের ট্রেনেই রওনা হব।

নুট। তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু ছিলে, তুমিও চ'লে যাচ্ছ!

[সুশোভনের প্রবেশ—মুখে সিগারেট]

সুশোভন। **From harmony, from heavenly harmony this frame of universe began**। গুড মর্নিং নুটুদা! আরে, কমলদা যে! গুড মর্নিং!

নুট। এস। কেমন আছ?

সুশোভন। ভাল, অনেক ভাল। কল্যাণী ইজ এগাদি অফ হার নেম; খাড়া ক'রে তুলেছে আমাকে। (পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া কমলাপদর সামনে ধরিল) আসুন কমলদা।

কমল। নো, থ্যাঙ্ক্‌স। আমি ও ছেড়ে দিয়েছি সুশোভন।

সুশোভন। ছেড়ে দিয়েছেন? বলেন কি? আরে, আমি যে প্রথম প্রথম আপনার পকেট থেকেই চুরি ক'রে সিগারেট খেতে শিখেছিলাম।

কমল। শিল্পবিদ্যা চিরকালই গরীয়সী সুশোভন।

সুশোভন। আপনি যে ভয়ানক সিগারেট খেতেন! মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকার কম তো নয়। ফার্স্ট ক্লাস ভার্জিনিয়া স্টাফ, আমার অবশ্য এক পয়সায় দশটা। তা হ'লে আপনি তো অনেক টাকা জমিয়েছেন কমলদা!

কমল। (হাসিয়া) তুমি পাগল সুশোভন।

সুশোভন। কেন?

কমল। সিগারেট ছাড়লেই টাকা জমানো যায়?

সুশোভন। যায় না? জমাতে পারেন নি আপনি?

কমল। (হাসিয়া) না।

সুশোভন। তবে আসুন, ফের শুরু করুন। টাকাই যখন জমল না, তখন ছাড়বেন কেন?

কমল। না, নুটুর কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

নুটু। সুশোভন, এইবার তুমিও ওগুলো ছাড়। সিগারেট, মদ—

সুশোভন। (বিলাতী ধরনে শ্রাগ করিয়া) ওরে বাবা! বাঁচব কি খেয়ে নুটুদা? আই হোপ, ইউ আর জোকিং—

নুটু। না। সুশোভন, কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে তোমার মায়া হয় না?

সুশোভন। হয় না, তা বলতে পারি না। তবে তুমি মায়া করছ, কমলদা মায়া করছে, তার মাঝখানে আমি আবার মায়া করতে যাই কেন, বল?

কমল। আমি উঠলাম নুটু। ও-বেলায় একটু সকাল সকাল ফিরো।

সুশোভন। কমলদা, আমি তোমার ওখানে যেতাম। পাঁচটা টাকা আমাকে ধার দাও। অবশ্য পেএবল্ হোয়েন এবল্—আই মীন, হোয়েন আই শ্যাল বি এব্‌ল্।

কমল। আজই আমি ট্রান্সফার হয়ে চ'লে যাচ্ছি সুশোভন।

[প্রস্থান]

সুশোভন। মাইরি বলছি, মানি অর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দেব। মাইরি বলছি কমলদা—(অনুসরণোদ্যত)

নুট। টাকা নিয়ে তুমি কি করবে ?

সুশোভন। একটা বিউটিফুল ফিল্ম এসেছে। মিউজিক—কেবল মিউজিক, মরিশ শিভেলিয়র গান গেয়েছে। (ইংরেজী গানের সুর ভাঁজিতে লাগিল)

নুট। সুশোভন!

সুশোভন। কমলদা চ'লে যাচ্ছে, আই মাস্ট্ ক্যাচ হিম। কমলদা—

[অল্প খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান]

নুট। স্কাউণ্ড্রেল! কি বলব, কল্যাণী দুঃখ পাবে—

[বিমলার প্রবেশ]

এস। (সঙ্গে সঙ্গে হাতবাক্স খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিয়া) এই নাও।

বিমলা। (পিছাইয়া গিয়া) কি ?

নুট। টাকা—খরচের টাকা।

বিমলা। (অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অথচ করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া) উঃ! খুব চাবির ঝুতোটা তুমি আমায় মারছ যা হোক।

নুট। আমায় মার্জনা কর বিমলা, আজ মহাভারতের আপীল-কেসের রায় বের হবে। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে আছে।

[বিমলা কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল]

শোন, কি বলছ সংক্ষেপে বল।

বিমলা। বলছি—। না, থাক্।

নুটু। বিমলা, কি বলছ ব'লে যাও।

বিমলা। দুটো কথা। একটা জিজ্ঞাসা করব, একটা অনুরোধ করব।

নুটু। বল।

বিমলা। আমার অরুণ যদি সুশোভন হ'ত, তবে কি তাকে তুমি শক্ত করতে?

নুটু। এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। তোমার দ্বিতীয় কথা—তোমার অনুরোধ?

বিমলা। সেকালের সেই দুঃখকষ্ট-ভরা জীবন আমায় ফিরিয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি, তোমার উপার্জন আমি ছুঁই না। ওগো, এর চেয়ে যে সেকালে আমার অনেক শান্তি ছিল।

নুটু। বাড়ির ভেতর যাও বিমলা। জীবনে সমাপ্তি আছে, থামা চলে; কিন্তু পেছনে ফিরে যাওয়া যায় না।

বিমলা। যদি না যায়, তবে আমায় মুক্তি দাও, এমন ক'রে টেনে হিঁচড়ে আমায় নিয়ে যেয়ো না। আমি আর পারছি না।

[প্রস্থান]

[নুটু নীরবে বারকয়েক পায়চারি করিয়া আবার বই লইয়া বসিল। আবার উঠিয়া আর একখানা বই বাহির করিল। কয়েকটা নোট করিল। সে নোট করিতেছে, এমন সময় নুটুর পিছন দিকে প্রবেশ করিল কল্যাণী, তাহার হাতে একখানা বই]

নুটু। আবার যখন এসেছ বিমলা, তখন তোমার সকল জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর শুনে যাও।

[কল্যাণী এদিক ওদিক চাহিয়া বিমলাকে খুঁজিল]

হ্যাঁ, কল্যাণীকে আমি ভালবাসি, কিন্তু—

[কল্যাণীর হাত হইতে বইখানা সশব্দে পড়িয়া গেল। নুটু সেই শব্দে ফিরিয়া চাহিয়া কল্যাণীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বইখানা কুড়াইয়া লইয়া কল্যাণী ধীরে ধীরে কাছে আসিল এবং বইখানি ও একটি ফাউন্টেন পেন টেবিলের উপর নামাইয়া দিল]

কল্যাণী। ছোড়দা এগুলো—বোধ হয়—চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন

[নুটু চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল]

কল্যাণী। আমায় মাফ করুন নুটুদা।

নুট। মাফ? না না, মাফ চাইবার কোনও প্রয়োজন তো নেই কল্যাণী।

কল্যাণী। এ লজ্জা রাখবার যে আমার জায়গা নেই নুটুদা।

নুট। লজ্জা তোমার একার নয় কল্যাণী, লজ্জা আমারও। সুশোভন শুধু তোমার ভাই নয়, সে আমার ছাত্র, আমি তার মাস্টার। (বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল) আর কিছু বলবে?

কল্যাণী। আমি বিদায় চাইছি দাদা, আমায় আপনি—(ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল)

নুট। কেন কল্যাণী?

কল্যাণী। না। (প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল)

নুট। তা হ'লে দাঁড়াও কল্যাণী। বিমলা মনে ক'রে যে কথাটা বলেছিলাম, তার অর্ধেকটা তুমি শুনেছ, বাকিটা শুনে যাও—যদি যাওই, তবে শুনেই যাওয়া উচিত। আমি তোমায় ভালবাসি, সহোদরা ভগ্নীর মতই ভালবাসি। তাই আমি তোমায় বিদায় দিতে পারি না। আমার বাবা বলতেন, ব্রাহ্মণের ভগ্নী উপবীতের চেয়েও বড়, উপবীত থাকে গলায়, ভগ্নীর স্থান মাথায়।

[কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

যদি কোন দিন মাটিতে প'ড়ে আঘাত পাও, গায়ে তোমার ধুলোর

মালিন্য লাগে, তবে সেদিন জেনো, সুটুদা তোমার আদর্শচ্যুত হয়েছে, সে মরেছে।

[বিমলার প্রবেশ—সে এখন শান্ত]

বিমলা। সাড়ে এগারোটা যে বেজে গেল। খাবার হয়েছে, স্নান কর।

সুট। সে কি? সাড়ে এগারোটা বেজে গেল? তা হ'লে বায় বোধ হয় এতক্ষণ বেরিয়ে গেল! আমি কোর্টে চললাম। মহাভারত! মহাভারত কই?

বিমলা। সে তো পাগলের মত হয়ে রয়েছে, অনেকক্ষণ আগেই সে বেরিয়ে গেছে।

সুট। বেরিয়ে গেছে?

বিমলা। ভয় নেই, অরুণ তার সঙ্গে গেছে।

সুট। আমি চললাম বিমলা।

[ব্যস্তভাবে প্রস্থান]

বিমলা। এস ভাই ঠাকুরঝি, একটু জল মুখে দেবে এস।

[কল্যাণী। দাদা ফিরে আসুন বউদি। এই তো কোর্ট, তিন মিনিটের পথ।

বিমলা। তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবার জন্যে তো আমাকে এনেছে ভাই। আমি তো রয়েছি অপেক্ষা ক'রে, আবার তুমি কেন কষ্ট করবে? এস, খাবে এস।]

[কল্যাণীর হাত ধরিয়া ভিতরে যাইতে উদ্যত হইল, এমন সময়ে বাহিরে ঢাক ও শিঙা বাজিয়া উঠিল। উভয়েই থমকিয়া দাঁড়াইল]

বিমলা। এ কি? ঢাক কিসের? এই যে অরুণ! অরুণ—

[অরুণ ও মহাভারতের প্রবেশ, মহাভারত উদ্‌ভ্রান্তের মত]

অরুণ। মামলায় আমাদের হার হয়েছে মা।

মহা। তাই গোপী মিত্তির ঢাক পিটে বাজাচ্ছে মা, ঢাক পিটে বাজাচ্ছে।

বিমলা। ঢাক পিটে বাজাচ্ছে!

মহা। (চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া) একগাছা লাঠি, একটা দা—ঘরে কি তোমাদের কিছুই নাই খুড়োঠাকুর?

অরুণ। (মহাভারতকে ধরিয়া) না, ছি মহাভারতকাকা!

বিমলা। কল্যাণী ঠাকুরঝি, তুমি ভাই মহাভারতকে ভেতরে নিয়ে যাও।

কল্যাণী। (মহাভারতের হাত ধরিয়া) এস মহাভারত, এস ভাই, ভেতরে এস।

মহা। ঢাক বাজাচ্ছে দিদিঠাকরুণ—

কল্যাণী। বাজাক। এস, ভেতরে এস।

[উভয়ের প্রস্থান]

বিমলা। এইবার তুই যা অরুণ, ওদের বারণ ক'রে আয়।

অরুণ। বারণ করলেও শুনবে না মা।

বিমলা। ঢাক বাজাচ্ছে, পিটে বাজাচ্ছে, ধেই-ধেই ক'রে নাচছে। বারণ করলে শুনবে না ব'লে তুই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবি?

অরুণ। ওতে আমাদের অপমান হয় নি মা; নিজেদের অপমান ওরা নিজেরা ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করছে, জানিয়ে দিচ্ছে—ওরা কত বড় অত্যাচারী।

বিমলা। তোর দেহে কি রক্ত নেই অরুণ?

অরুণ। অন্যায়ের প্রতিরোধ অন্যায় দিয়ে করা যায় না মা।

বিমলা। খুব শিক্ষা পেয়েছিস যা হোক বাপের কাছে। কথায় কথায় কবিতা আওড়াবি, ইংরিজী আওড়াবি, আর পাথরের মত সহ্য করবি। আচ্ছা। (নিজেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উঁচু গলায় বলিল) কারা ঢাক বাজাচ্ছ তোমরা? কারা? শোন। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে—

[গোপী মিস্ত্রিরের প্রবেশ]

গোপী। আজ্ঞে মা, পেনাম। (ব্যঙ্গভরা ভক্তিতে হেঁট হইয়া নমস্কার করিল)

বিমলা। তুমি গোপী মিস্ত্রির?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ মা, বিবেচনা করুন, আপনাদের চরণের দাস।

বিমলা। এমন ক'রে আমার বাসার সামনে ঢাক বাজাচ্ছ কেন?

গোপী। আজ্ঞে মা, মামলায় আমরা জিতেছি কিনা, তাই বিবেচনা করুন, ঢাক শিঙে বাজিয়ে আপনাদের পেনাম করতে এসেছি। বিবেচনা করুন, আপনারা হলেন করুণার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের বংশ, আপনাদের পেনাম ক'রে আশীর্বাদ—

বিমলা। আশীর্বাদ?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ মা, বিবেচনা করুন, আশীর্বাদ।

বিমলা। আশীর্বাদ নিতে পারবে?

গোপী। দেখুন দেখি, বিবেচনা করুন, সেইজন্যেই তো এসেছি মা।

বিমলা। রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের শেষদিনে, ব্রাহ্মণে আশীর্বাদ ক'রে রাজাকে ফল দিয়েছিল। সেই ফল থেকে বেরিয়েছিল তক্ষক সাপ। আমার আশীর্বাদ থেকে যদি তেমনই তক্ষক সাপ বের হয়

গোপী মিস্তির, তবে সে আশীর্বাদ নিতে পারবে? মাথায় ক'রে নিয়ে যেতে পারবে তোমার বাবুর কাছে?

গোপী। (ভয়ে বিবর্ণ হইয়া) আজ্ঞে মা, বিবেচনা করুন—। ওরে—ওরে—ওরে, থামা রে! ওরে—

[দ্রুত প্রস্থান; সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে বাজনা থামিয়া গেল। পিছন দিক হইতে একটা দা হাতে মহাভারতের প্রবেশ]

বিমলা। এ কি, দা হাতে কোথায় যাবে মহাভারত?

মহা। আসছি মা, আসছি।

[বিপরীত দিক হইতে নুটুর প্রবেশ]

নুট। এ কি মহাভারত?

[মহাভারতকে ধরিয়া ফেলিল]

মহা। ছাড় দাদাঠাকুর, ছাড়। ছেড়ে দাও। ওই ব্যাটা গোপে মিস্তিরকে আমি খুন করব। ছাড়।

নুট। ছি মহাভারত!

মহা। তুমি শোন নাই দাদাঠাকুর, ওরা ঢাক বাজাচ্ছিল, শিঙে বাজাচ্ছিল—

নুট। ডাকাতে মশাল জ্বেলে রোশনাই ক'রে ডাকাতি করে, মানুষ অসহায় জীবকে বাজনা বাজিয়ে কাটে, কেটে নাচে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন হবে মহাভারত। দাখানা ফেলে দাও।

মহা। কবে? কবে? কবে? আমি ম'রে গেলে তবে হবে?

নুট। অপেক্ষা কর মহাভারত, কিছুদিন অপেক্ষা কর। সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তবে কবে, তা জানি না। কিন্তু তোমার

ওপর অত্যাচারের প্রতিকার—তার দেরি নেই। (রাখানা কাড়িয়া ফেলিয়া দিল) বিমলা, আমার বাক্স-বিছানা গুছিয়ে দাও দেখি।

বিমলা। সে কি, কোথায় যাবে ?

সুটু। অজ্ঞাতবাস বিমলা, অজ্ঞাতবাস।

মহা। আমার জন্যে তুমি দেশান্তরী হবে দাদাঠাকুর ? না না। তার চেয়ে আমিই ভিন গাঁয়ে চ'লে যাচ্ছি।

সুটু। না, শুধু তোমার জন্যে নয়। তোমার মত হাজার হাজার মহাভারত আজ দেশে এমনই অন্যায়ভাবে ধনীর চক্রান্তে সর্বস্বান্ত হচ্ছে, মরছে। আজও তোমার হার হ'ত না মহাভারত, যদি আমি নিজে আদালতে দাঁড়িয়ে সওয়াল জবাব করতে পারতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আমার তকমা নেই। তকমা আমাকে সংগ্রহ করতেই হবে। ওকালতি পড়তে যাচ্ছি আমি। অন্যায়ের অত্যাচারের প্রতিকার করতে সর্বক্ষেত্রে দাঁড়াবার অধিকার আমার চাই—চাই—চাই।

[সুটু ও বিমলার ভিতরে প্রস্থান]

[অরুণ। (সহসা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) O Lord, how long shall the wicked triumph ? Lift thyself up—thou Judge of the earth—lift up !

মহা। ভগবান ! ভগবান !]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অন্ধকার রাত্রির মধ্যে মহাভারত পালের বাড়ি পুড়িতেছে। আগুন নিবিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে এখনও মাটির উপর পোড়া কাঠ ও খড় হইতে অল্প ধোঁয়া উঠিতেছে—কোথাও কোথাও আগুনের শিখা দেখা যাইতেছে। চারিপাশে ক্ষুদ্র জনতা। মহাভারত কালী বাগদীর বুকে চাপিয়া বসিয়া আছে। যবনিকা অপসারিত হইবার পূর্ব হইতেই জনতার ব্যস্ত কথাবার্তা শোনা যাইতেছিল

১ম। আর ভয় নাই, আগুন নিবে এসেছে।

২য়। এইখানে—এইখানে আগুন রয়েছে এখনও। এইখানে জল দাও।

৩য়। ওহে, মহাভারতকে ছাড়াও হে, কালী বাগদী ম'রে যাবে।

[যবনিকা অপসারিত হইল]

১ম ব্যক্তি। ছেড়ে দাও মহাভারত, ছেড়ে দাও। ম'রে যাবে। ছেড়ে দাও।

২য়। মহাভারত! মহাভারত!

মহা। (চিৎকার করিয়া উঠিল) এ—ও!

১ম। ম'রে যাবে, মহাভারত, ম'রে যাবে। ছাড়।

মহা। ছাড়ব, ছাড়ব। যে চিতে ব্যাটা নিজের হাতে জেলেছে, সেই চিতের ওপর দিয়ে ছাড়ব।

[অরুণের প্রবেশ]

অরুণ। মহাভারতকাকা! মহাভারতকাকা!

মহা। কে? অরুণখুড়ো? (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল) খুড়োঠাকুর, নিজের চিতে ব্যাটা নিজের হাতে জেলেছে।

অরুণ। ছেড়ে দাও, ওঠ বুকের ওপর থেকে।

মহা। উঠব? ছেড়ে দেব? আমার ঘর পুড়িয়ে দিলে, আর আমি ছেড়ে দেব?

অরুণ। (আকর্ষণ করিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঠ ওঠ।

মহা। তুমি বলছ!

অরুণ। হ্যাঁ, আমি বলছি।

[মহাভারত উঠিল, উঠিয়াও প্রতিহিংসাজর্জর দৃষ্টিতে কালীর দিকে চাহিয়া রহিল। অরুণ কালীকে দেখিয়া বলিল]

অরুণ। পিসীমা, শিগগির একটু জল।

১ম ব্যক্তি। স'রে পড় হে। ঘরে আগুন দেওয়ার মামলা—অনেক হাঙ্গামা।

২য় ব্যক্তি। গোপী মিত্তির দেখতে পেলে মুশকিল হবে। চল চল।

[প্রস্থান]

মহা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম খুড়োঠাকুর, এমনই কিছু হবে। তোমাদের পাঠশালা বাড়ি পুড়ল, দিদিঠাকরুণ মমতা-মাকে আমার বাড়ি নিয়ে এলাম। গোপী মিত্তির ব'লে পাঠালে, ভাল হবে না। কাল আবার লোক পাঠিয়ে শাসালে। এই দুবার হ'ল। এর পরের বারই তিনবার। আমি এই তিনবারের লেগে দিনরাত তক্কে তক্কে রয়েছি। [কেলে বাগদী একা—আগুন দিলে, আমি আসতে আসতে ব্যাটা কাজ সেরে ছুটবার উয্যুগ করলে। আমি পথ আগলে দাঁড়ালাম, ব্যাটা ডোঁ ক'রে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল

গোয়াল-ঘরে। মনে করলে, আমি দেখি নাই। আমি শেকল দিয়ে দিলাম। মরত ব্যাটা পুড়ে। তুমি এসে খুলে দিলে খুড়োঠাকুর। উঃ, তখনও কি ছুট! আমি না ধরলে ব্যাটা পালিয়েছিল।]

[কল্যাণী জল আনিল। সঙ্গে মমতা। অরুণ কালীর মুখে চোখে জল দিল]

কালী। জল! একটু জল!

[মহাভারত চট করিয়া এক মুঠা পোড়া খড় লইয়া কালীর মুখের সম্মুখে ধরিল]

মহা। নে, খা।

অরুণ। মহাভারতকাকা! (কালীকে জল দিয়া) নাও, জল খাও। উঠতে পারবে?

[কালী উঠিয়া বসিল]

এঃ, কয়েক জায়গাই পুড়ে গেছে! কেটে গেছে! মমতা, দেখ তো—যা জিনিসপত্র বেঁচেছে, তার মধ্যে কার্বলিকের বাক্সটা পাওয়া যায় কি না!

[মমতার প্রস্থান]

কল্যাণী। মহাভারতের মাথাও কেটে গেছে। ওর মাথাও ধুয়ে মুছে দিতে হবে অরুণ।

মহা। দিদিঠাকরুণ, তুমি দেবতা, তুমি দেবতা। খুড়োঠাকুর তো আমার মাথার রক্ত দেখলে না! খুড়োঠাকুর দয়া করছে কালীকে —শত্রুরকে, যে ঘরে আগুন দিয়েছে, তাকে।

অরুণ। (হাসিয়া) তুমি যে ঘরের লোক মহাভারতকাকা। নাও, কালী, ওঠ।

মহা। দাঁড়াও খুড়োঠাকুর, আমি ধরি ওকে, নইলে পালাবে। তুমি জান না, ও হ'ল কেলে বাগদী, এখন ও চোট-খাওয়া বাঘ।

কালী। (নিঃশব্দে হাসিয়া) বড় বেকায়দায় ফেলেছিলে মোড়ল, নইলে ঘাড়টা তোমার আমি ভেঙে দিতাম।

অরুণ। তুমি কেন মহাভারতের ঘরে আগুন দিলে কালী ?

কালী। শুধিও না বাবু, তুমি মহাভারতের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছ, মুখে জল দিয়েছ। ও-কথা তুমি শুধিও না। তবে হ্যাঁ, দিয়েছি।

অরুণ। বাবুদের হুকুমে এতবড় পাপ করলে তুমি ? ছি !

কালী। তিন পুরুষ ধ'রে পরের ভাত তো খাও নাই বাবু, তুমি বুঝতে নারবে। নাও, কোথা নিয়ে যাবে, চল।

মহা। তুই বাবুদের নাম কর্ কালী, তোকে বাঁচিয়ে দেব।

কালী। কি যা-তা বলছ মোড়ল ? (হাসিল) আমার খুশি হয়েছিল তোমার ঘরে আগুন দিয়েছি। থানায় দাও, জেলে দাও, ফাঁসি দাও—যা খুশি তোমার কর কেনে। চল, কোথা নিয়ে যাবে, চল।

[অরুণ ও মহাভারত কালীকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল]

[জনতা চলিয়া গেলে শূন্য রঙ্গমঞ্চের এক দিক হইতে কালো র‍্যাপারে মাথা ও সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পিছনের দিকে চাহিতে চাহিতে অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া গেল—ছায়ামূর্তির মত—গোপী মিত্তির। তাহার কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রবেশ করিল সুশোভন ও অরুণ। সুশোভনের বগলে বেহালার বাক্স। সুশোভন ঈষৎ মত্ত]

অরুণ। আপনি এতক্ষণ কোথা ছিলেন ? কোথাও আঘাত লাগে নি তো ?

সুশোভন। আমি অত্যন্ত অপদার্থ লোক অরুণ। আগুন নিবোবার

চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাঁপানি আরম্ভ হ'ল। ওই গাছতলাটায় ব'সে ছিলাম।

অরুণ। আপনার বগলে ওটা কি? বেহালার বাক্স বুঝি?

সুশোভন। হ্যাঁ। অনেক কষ্টে ওটাকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু না বাঁচালেই ছিল ভাল। আমার গান শেখা মিথ্যা হয়েছে মেঘলায়—একদম বাজে।

অরুণ। কেন?

সুশোভন। ব'সে ব'সে মেঘমল্লার বাজালাম; জান অরুণ, মেঘমল্লার যদি ঠিক নিখুঁতভাবে বাজানো হয়, তবে আকাশ ভেঙে মেঘ এসে বৃষ্টি নামে। কিন্তু নট এ ড্রপ—গোটা আকাশটা নীল, এক টুকরো মেঘও কোথাও নেই।

[উদ্‌ভ্রান্ত মহাভারতের প্রবেশ]

মহা। আঃ, ঠাকুরদা আমার শালকাঠ দিয়ে ঘর করেছিল, সব পুড়ে গেল!

অরুণ। সে লোকটাকে কার জিম্মায় রেখে এলে মহাভারতকাকা?

মহা। বেঁধে রেখে এসেছি খুড়োঠাকুর, গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে এসেছি।

[অরুণের প্রস্থান]

আঃ, এক ছিলিম তামাক হ'ত এই সময়!

সুশোভন। (পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া সিগারেট লইয়া) ইউ আর এ ব্রেভ ম্যান, নাও।

মহা। ছোট দাদাঠাকুর!

সুশোভন। (পকেট খুঁজিয়া) যাঃ, দেশলাইটা গেছে।

মহা। (হাসিয়া একটা পোড়া কাঠ লইয়া) নাও। শালকাঠের আগুন এত শিগগির কি নেবে? (নিজেও সিগারেট ধরাইল)

সুশোভন। (পকেট হইতে মদের শিশি বাহির করিয়া) একটু খাবে মহাভারত? মনটা ভাল হবে।

মহা। না, তার চেয়ে একটা গান, কি বাজনা শোনাতে পার দাদাঠাকুর?

সুশোভন। (বেহালা বাহির করিয়া) শুনবে? খুব করুণ রাগিণী একটা বাজাই শোন। (বাজাইতে আরম্ভ করিল)

মহা। দূর! কি প্যান-প্যান ক'রে বাজাচ্ছ তুমি? হয় নাচের বাজনা বাজাও, নয় তেজী বাজনা বাজাও। নাঃ, হারামজাদা বাগদীকে আমি থানায় দিয়ে আসি।

[জনৈক মণ্ডলের প্রবেশ]

মণ্ডল। এই যে মহাভারত!

মহা। জমিদারের মণ্ডল মশাই যে!

মণ্ডল। তোমার সঙ্গে কথা আছে মহাভারত।

মহা। না না না। কথা আমার কারুর সঙ্গে নাই।

মণ্ডল। (কয়েকখানি নোট বাহির করিয়া) শোন, শোন।

মহা। ওইখানে—ওইখানে, শালকাঠের আগুন এখনও জ্বলছে, ওইখানে গুঁজে দাও।

মণ্ডল। আলক্ষ্মী যখন ভর করে, তখন এমনই মতিচ্ছন্নই হয়।

মহা। আলক্ষ্মীই আমার ভাল দাদা, উনি কখনও ছেড়ে যান না।

মণ্ডল। পাগলামি করিস না মহাভারত, ব্রাহ্মণ জমিদার—

মহা। চণ্ডাল, কসাই—চণ্ডাল, কসাই। তুমি যাও, তুমি যাও। আমি

কেলে বাগ্‌দীকে থানায় নিয়ে চললাম, আমার সময় নাই, আমার সময় নাই।

[প্রস্থান]

মণ্ডল। (সুশোভনকে) ঠাকুর, তোমাকে একটা কথা বলছিলাম।

সুশোভন। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া) হোয়াট ইজ ছাট কথা ?

মণ্ডল। এই ঘরে আগুন দেবার জন্তে মামলা হবে, তুমি যদি আমরা যা বলব বল, তা হ'লে এই টাকা দেব—

সুশোভন। নো।

মণ্ডল। আরও পাবে ঠাকুর, আরও পাবে—

সুশোভন। নো, আই ডোণ্ট্‌ ওয়াণ্ট্‌ মানি, আই ডোণ্ট্‌ ওয়াণ্ট্‌ কার্স্‌। নেহি মাংতা হায়।

মণ্ডল। এ-হে-হে, এদের সবারই মতিচ্ছন্ন হয়েছে দেখছি!

[প্রস্থান]

সুশোভন। I had my money and my friends,
I lent my money to my friends,
I asked my money of my friends,
I lost my money and my friends,
I need no money to loose new friends.

মহাভারত ইজ মাই ফ্রেণ্ড—

[বলিতে বলিতে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

জেলার সদর-শহরের কোর্টের বারান্দার সম্মুখ

একটা গাছতলায় একটা চেয়ারে বসিয়া দেবনারায়ণ ও উকিল রাজেনবাবু। সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোপী মিত্তির। মধ্যে মধ্যে দুই-একজন লোক চলিয়া যাইতেছে

দেব। আমি বার বার বারণ করেছিলাম রাজেনবাবু—বাবা, এতটা করবেন না, সে কাল আর নেই। কিন্তু বাপ হয়ে ছেলের কথা শুনলে অপমান হয় যে তার ওপর জুটেছে এই গোপী।

গোপী। আজ্ঞে বাবু, বিবেচনা করুন, আমরা হলাম ঢাকীর কাঁধের ঢাক। বিবেচনা করুন, যেমন বাজাবেন, তেমনই বাজব। বলিদানের বাজনা বাজান, বলিদানের বোল বলব; বিবেচনা করুন, আবার বিসর্জনের বোল বাজান, তাই টিমিয়ে টিমিয়ে বাজব। বিবেচনা করুন, মহাভারতের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছি, আপনি বলুন, খরচ দেন, আবার দাঁড়িয়ে থেকে পোড়া ঘর ছাইয়ে দিই।

রাজেন। যাক, যা হয়ে গেছে তার তো উপায় নেই। এখন কর্তব্য ক'রে যান। আমি জামিনের চেষ্টা দেখছি, আপনারা মিটমাট.. করতে চান, তাই করুন, কিংবা—কি হে গোপী, পারবে তো?

গোপী। এই দেখুন, উকিলবাবু কি বলছেন দেখুন! তবে বিবেচনা করুন, সুতোর সেলাইয়ে চামড়ার মুখ বন্ধ হয় না। রূপোর সুতো চাই, বিবেচনা করুন, সোনার হ'লে আরও মজবুত হবে। সাক্ষীরা তো মানুষ।

রাজেন। টাকা দিয়ে সব সাক্ষীর মুখ বাঁধতে পারবে?

গোপী। পৃথিবীটা কার বশ রাজেনবাবু? বিবেচনা করুন, পৃথিবী টাকার বশ। টাকা খরচ ক'রে, বিবেচনা করুন, দশ দিক দেওয়াল

গোঁফে বন্ধ ক'রে দিন, দশটা সূর্য্য উঠলেও দিন রাত হয়ে যাবে। আবার রাত্রে জেলে দিন বাতি লাখ লাখ, বিবেচনা করুন, অমাবস্যার রাতও দিন হয়ে যাবে।

[শিবনারায়ণের প্রবেশ। সঙ্গে একজন বরকন্দাজ]

শিব। কত টাকা খরচ করলে তুমি কালীকে বাঁচাতে পারবে গোপী ?

দেব। এ কি ? বাবা ?

শিব। হাঁ। বড় হুজুর, আমি।

রাজেন। আপনার আসবার কোন দরকার ছিল না কর্তাবাবু।

শিব। একবার আসতে হ'ল বইকি রাজেনবাবু। [বড়বাবুকে যৌবরাজ্যে বসিয়ে আজ বছর কয়েক ঘরেই ঢুকেছিলাম রাজেনবাবু। মদ ছেড়ে আফিং ধরেছিলাম। বাইজী ছেড়ে নাতনীদের সঙ্গেই হাসিঠাট্টা ক'রে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছিলাম।] কেলে বাগদী ব্যাটা ধরা প'ড়ে সব ভেঙে দিলে। হিসেব ক'রে দেখলাম, ঘরে ব'সে ব'সে বারো বছর—একটা যুগ পার হয়ে গেছে; কেলে ব্যাটা বুড়ো হয়েছে, ব্যাটার ধরা পড়বারই কথা। তাই একবার বেরুতে হ'ল বইকি। (চারিদিক চাহিয়া) তা বেশ, অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। আর কিছু চেনাই যায় না হে।

[রাজেন। একটা চেয়ার আনিয়ে দিই বসুন। কিংবা আমার বাড়িতে—

শিব। উঁহু, কোমরে বাত আছে, বসলে ওঠা শক্ত হবে রাজেনবাবু। এখন কালীর জামিনের কথা কি বলছেন, বলুন ?

দেব। দরখাস্ত করা হয়েছে। তুমি চল বাবা, গাড়িতে বসবে চল।

শিব। ঠাবিয়ে হুজুর বাহাদুর, ঠাবিয়ে।] গোপী, কত টাকা হ'লে তুমি কালীকে বাঁচাতে পারবে ?

গোপী। আজ্ঞে হুজুর, বিবেচনা করুন, একটা এষ্টিমেটো না ক'রে কি ক'রে বলি বলুন?

শিব। দেবনারায়ণ, গোপী যত টাকা চাইবে, দিতে 'না' ক'রো না। কৈফিয়ৎ চেয়ো না। আর গোপী, এ মামলায় যদি তুমি কালীকে বাঁচাতে পার, তবে তোমার দু হাতে যতগুলো ধরবে, আমি মোহর বকশিশ দেব।

গোপী। যে আজ্ঞে হুজুর, বিবেচনা করুন, তা হ'লে আমি এই বেরুলাম। সর্বাগ্রে আমি একবার থানা ঘুরে আসি। না কি বলেন রাজেনবাবু?

[বাবুকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

রাজেন। আমি দেখি, একবার হাকিমের সঙ্গে দেখা করি।

[প্রস্থান]

দেব। তুমি ভুল করছ বাবা। এই রকম খোলা হুকুম দিলে, গোপী আর বাকি রাখবে না। পুকুর চুরি ক'রে ফেলবে।

শিব। কাজ মিটে গেলে মহাভারত যেমন ক'রে কেলে বাগদীর বুকের ওপর চেপে বসেছিল, হিসেবের জন্যে তখন ওর বুকে তেমনই ক'রে চেপে ব'সো।

[দেব। কালী বাগদীর স্ত্রী আবার আজ এসেছিল, বলছিল—খরচ নেই। এই সেদিন খরচ দিয়েছি—

শিব। কালী গোপী মিত্তির নয় দেবনারায়ণ, ওদের কাছে হিসেব চেয়ো না। খরচ দিও। কি রকম, বড়বাবুর মুখ যে ভার হয়ে উঠল!

দেব। তোমার সম্পত্তি, তোমার টাকা, আমি মুখ ভার ক'রে কি করব বল? টাকা জলে ফেলে দিতে বললেই বা আমার কি বলবার আছে?

শিব। আহা, ব'লেই দেখ না বড় বধূ, চটছ কেন?]

দেব। আমি বলছি, মামলা-মকদ্দমায় কাজ নেই। মহাভারতকে ডেকে মামলা মিটিয়ে ফেল।

শিব। কাকে ডেকে?

দেব। মহাভারতকে—

শিব। আমাকে কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা কর দেবনারায়ণ, আমার কাশী যাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

দেব। এই তো, তুমি চ'টে উঠলে!

শিব। আমি ভট্টর সঙ্গে মিটমাট করতে পারি, সে আমার স্বজাতি, গুণী লোক সে; কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে—ছি! ঘটনার রাত্রেই তুমি গোবিন্দ মোড়লকে টাকা দিয়ে মহাভারতের সঙ্গে মিটমাট করতে পাঠিয়েছিলে, সে আমি শুনেছি। ছি ছি ছি! মহাভারত একটা সামান্য চাষী প্রজা—

দেব। কেন? মহাভারত কি মানুষ নয়? মহাভারতের ঠাকুরদা হরিশ পাল যখন তোমার বাবার আমলে ধর্মঘট করেছিল, তখন তিনি তাকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, সে সময় তুমিই হরিশ মণ্ডলকে রেখেছিলে, মামলা মিটমাট ক'রে নিয়েছিলে। আর আজ মহাভারতের সঙ্গে মিটমাট করবার কথায় বলছ—ছি!

শিব। ছেলেমানুষি বাপজান, ছেলেমানুষি করেছিলাম, যা তুমি করতে চাইছ আজকে। (হাসিয়া) [ওরে বাবা, সেদিন বাক্স খুঁজতে খুঁজতে তোর মায়ের নামের একখানা চিঠি পেলাম, আমিই লিখেছিলাম। তোর মা লেখাপড়া জানে না, তবু তাকে চিঠি লিখেছিলাম, এ-ই লম্বা চিঠি। প'ড়ে আর হাসতে হাসতে বাঁচি না। বউমাকে পোস্টকার্ডে চিঠি লেখবার বয়স হোক তোমার,

তৃতীয় দৃশ্য

সুটুর শহরের বাসা

ঘরের মধ্যে নির্গমন-পথে আমের শাখা দেওয়া পূর্ণ ঘট। বিমলা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরনে লালপেড়ে শাড়ি, হাতে একটি থালায় আশীর্বাদী ফুল, সদ্য সে পূজা করাইয়া ফিরিয়াছে। চুল এলো, চুলের উপর অল্প ঘোমটা। উকিলের বেশে গাউন পরিয়া সুটু বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিল

সুট। (সবিস্ময়ে) আরে বাপ রে! এসব কি?

বিমলা। পুজো করিয়ে এলাম ঠাকুরদের।

সুট। (হাসিয়া) ভাগ্যে তোমরা আছ বিমলা, তাই তো দেবলোক আজও বেঁচে আছেন। নইলে বেচারারা শুকিয়ে ভারতলোকের অধীন অবস্থায় উপনীত হতেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। তারপর, কি কামনা করলে?

বিমলা। তোমার জয় কামনা করলাম। আর কোন্ কামনা করব?

সুট। কত টাকা মানত করলে?

বিমলা। মানত করেছি, তবে সেটা টাকা নয়।

সুট। বল কি?

বিমলা। আজ তোমায় আমি কটু কথা বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি। কটু কথা বলছি না, ঠাট্টাও করছি না, সত্যি কথাই বলছি—টাকা মানত করি নি, টাকা কামনা করি নি, এমন কি লক্ষ্মীর পুজো পর্যন্ত করাই নি। এতে লক্ষ্মীর আশীর্বাদী নেই।

সুট। (অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া) তবে কি মানত করলে?

বিমলা। বুকের রক্ত। মানত করেছি, বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো করাব

সুট। তোমার জয় হোক বিমলা, তোমার জয় হোক।

বিমলা। না। চিরদিন যে পরাজয় মেনেই এল, হঠাৎ তার জয় সহ্য হবে না। (পর-মুহূর্তেই হাসিয়া) ওই দেখ, অভ্যাস যায় না ম'লে! যা বলব না বললাম, তাই ব'লে ফেললাম। বেশ, আমার জয় হোক; কিন্তু তোমার জয়ই তো আমার জয়।

সুট। দাও, আশীর্বাদ দাও। (মাথা নত করিল)

বিমলা। তুমি কি মানুষ! আমার কি তোমার মাথায় হাত দিতে আছে? ঠাকুরঝি! কল্যাণী-ঠাকুরঝি! ও ভাই!

[কল্যাণীর প্রবেশ]

[সুট। এ কি কল্যাণী? এ কি বোন? তোমার এই ময়লা বেশভূষা জীর্ণ একখানা—

কল্যাণী। কদিন কাপড়চোপড় ক্ষারে কাচা হয়ে ওঠে নি দাদা।

সুট। কেন? তুমি কাপড়চোপড়—

বিমলা। দেখ, তুমি কাপড় কাচার নাম ক'রো না বলছি। শুভকাজে যাচ্ছ না!

সুট। যারা তোমার সঞ্চয়-করা মালিন্য পরিষ্কার ক'রে তোমার সংসার পরিচ্ছন্ন পবিত্রতায় ভ'রে দেয়, তাদের নাম কখনও অশুভ হয় বিমলা? তুমি কি কাপড়চোপড় ধোবার বাড়ি দাও না কল্যাণী?

কল্যাণী। নিজেই ওগুলো ক'রে নিই দাদা। কেন মিছে—

সুট। না, মিছে নয় বোন। তুমি আমার বোন, এতে যে আমার নিন্দে হবে কল্যাণী।

বিমলা। বেশ তো, যামলা জিতে একখানা কাশ্মীর গরদ কিনে এনে দিও ঠাকুরঝিকে। অন্য কিছু না নিক ঠাকুরঝি, গরদ আমি

নেওয়াব। এখন মাথা নামাও।] ও ঠাকুরঝি, আশীর্বাদী দাও তো তোমার দাদার মাথায়।

কল্যাণী। ওরে বাপ রে! আমি কি দাদার মাথায় হাত দিতে পারি বউদি?

বিমলা। বোন সব পারে ঠাকুরঝি। ব্রাহ্মণের বোন পৈতের চেয়েও বড়, পৈতে থাকে গলায়—বোনের ঠাঁই মাথায়।

নুটু। (বিমলার দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নত করিল) দাও কল্যাণী, আশীর্বাদী দাও।

[কল্যাণী কুণ্ঠিতভাবে আশীর্বাদী মাথায় ঠেকাইয়া দিল]

বিমলা। ও শ্যামা! মমতা! তোরা করছিস কি সব? অরুণ কোথায়?

নেপথ্যে শ্যামা। আসছি মা।

[শ্যামা, মমতা ও অরুণের প্রবেশ। অরুণের কপালে চন্দনের ছাপ, পরনে গেঞ্জি, নূতন কাপড়]

বিমলা। অরুণের আজ জন্মদিন। তোমার তো সকাল থেকে অবসর ছিল না। প্রণাম কর্ অরুণ।

শ্যামা। দাদাকে কি দেবেন বাবা?

[অরুণ নুটুকে প্রণাম করিল]

নুটু। কি দেব? দেব শুধু আশীর্বাদ। জীবনে যেন আদর্শচ্যুতি না ঘটে। আদর্শের সত্যকেই যেন সকলের চেয়ে বড় করতে পার।

[অরুণ মাকেও প্রণাম করিল]

বিমলা। আমি আশীর্বাদ করি বাবা, সংসারে তুই সুখী হোস। তোর স্নেহে তোর স্ত্রীপুত্র যেন সুখী হয়।

[সুশোভনের একটা মাছ লইয়া প্রবেশ, মাছটা ফেলিয়া দিয়া]

সুশোভন। নুটুদার শুভযাত্রা অ্যাণ্ড্ অরুণের থার্ড-ভে ফীস্ট্—বোথ পারপাস উইল বি সার্ভড্।

নুট। আজও তুমি মদ খেয়েছ সুশোভন? কোর্টে আজ তোমায় সাক্ষী দিতে হবে।

সুশোভন। অল্প একটু নুটুদা, অত্যন্ত অল্প। মাইরি বলছি। তবে ইউ সী, ভড্‌কার গন্ধটাই খারাপ।

নুট। মাছ তুমি কোথায় পেলে?

সুশোভন। সে ভারি মজার কথা নুটুদা। তোমার শত্রু—ওই বাবুদের পুকুরের মাছ, তোমার জয়যাত্রা দেখাতে নিয়ে এসেছি।

নুট। নিয়ে যাও এ মাছ।

সুশোভন। মাইরি বলছি, চুরি করি নি। আমায় দিলে, মাইরি বলছি।

নুট। দিলে? কে দিলে?

সুশোভন। বুড়ো বড়বাবু হঠাৎ বেহালা শোনবার জন্তে ডেকেছিল। দি ওল্ড্ ম্যান ইজ রিয়েলি অ্যামিউজিং—এ ফানি ফেলো—এ ডার্লিং। আমায় দুটো টাকা দিলে। ঠিক সেই সময় ওদের মাছ ধ'রে নিয়ে এল; আমি বললাম, টাকা চাই না, আমায় একটা মাছ দিন। হি গেভ মি বোথ দি মানি অ্যাণ্ড্ দি ফিশ।

নুট। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত সুশোভন, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আরও একটা কথা, তুমি তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

[যাইবার সময় মাছটা লাথি মারিয়া ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া চলিয়া গেল]

সুশোভন। এটা কি হ'ল? অ্যাঁ? হোয়াট ইজ দিস? চুরি করি

নি, ভিক্ষে নিই নি, সে আমায় দিলে। আগে বাদশারা একখানা গান শুনে কত জায়গীর দিয়ে গেছে। এ তো একটা মাছ!

[বিমলা বাহিরে গিয়া মাছটা লইয়া আসিল]

বিমলা। ওঁর মেজাজই ওই রকম ভাই। কিছু মনে ক'রো না।

কল্যাণী। না বউদি, নুটুদা রাগ করবেন।

বিমলা। ছেলে কি ওঁর একার ঠাকুরঝি? আমার কি কোনও অধিকার নেই? এই মাছের মুড়ো দিয়েই অরুণ আজ ভাত খাবে।

সুশোভন। ছাট'স লাইক ইউ বউদি। মাইরি বলছি বউদি, আমাকে সম্মান ক'রে দিলে। আমিই বরং বেশ দু কথা শুনিয়ে দিয়েছি। আমায় বললে কি জান? মমতার সঙ্গে ওদের মাতাল ছেলেটার বিয়ের কথা বললে। আমি বললাম, সে অসম্ভব; আমি নিজে মাতাল, কিন্তু আই হেট দি মাতালস; তার ওপর আপনাদের ছেলে আন্‌কাল্‌চার্ড্‌—মূর্খ।

[নুটুর মুহুরীর প্রবেশ]

মুহুরী। সুশোভনবাবু, আপনি শিগগির আসুন। এখুনি হয়তো ডাক পড়বে। আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। আসুন মশায়, সুশোভনবাবু!

সুশোভন। ওয়ান মিনিট প্লীজ, একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে নিই। (পকেট হইতে মদের শিশি বাহির করিয়া মদ খাইয়া) চলুন এইবার।

[মুহুরী ও সুশোভনের প্রস্থান]

কল্যাণী। এক এক সময়ে ইচ্ছে করে বউদি—

বিমলা। সে ইচ্ছে কি বউদিরই হয় না ভাই? কিন্তু ও-ইচ্ছে দমন করতে হয়।

কল্যাণী। ছোড়দার জীবন বেশিদিন নয়, তাই ওকে বলতে পারি না—তুমি যাও।

বিমলা। তা যদি বলতে ঠাকুরঝি, তবে আমি তোমাকে ঘেন্না করতাম। এস ভাই, রান্নার কাজ অনেক বাকি, এস, একটু হাত দেবে এস।

[বিমলা ও কল্যাণীর প্রস্থান]

শ্যামা। দাদা, মমতা তোমার জন্য কি এনেছে দেখ!

অরুণ। আগে তোরটা দেখি! তুই কি দিচ্ছিস?

শ্যামা। আমি কার্পেটের জুতো তৈরি ক'রে রেখেছি।

অরুণ। শ্রীচরণে ভু—এস এইচ ও ই!

শ্যামা। দাদার জুতোয় হাত দিতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু অন্য কারও বেলা বড় জোর জামা-কাপড়টার ভার নিতে পারি। তাই তো মমতা এনেছে নিজের হাতে কাটা সুতোয় তৈরি কাপড়।

নেপথ্যে বিমলা। শ্যামা! শ্যামা

শ্যামা। যাবা! যাবা! যাই। আর কি এনেছে মমতা, তুমি জিজ্ঞেস কর ওকে।

[প্রস্থান]

মমতা। সত্যি! আমার আরও কিছু দেবার আছে।

অরুণ। দাও, মমতা। শিব অঞ্জলি পেতেছিলেন—অন্নপূর্ণার সম্মুখে, অন্ন দিয়েও অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার শূন্য হয় নি, শিবের অঞ্জলিও পূর্ণ হয় নি। দিয়ে তুমি আমার হাতও ভ'রে দিতে পারবে না।

মমতা। আমি হ'লে শিবের হাতে অন্ন দেবার স্পর্ধা না ক'রে এক টুকরো বেলপাতা তাঁর পায় দিয়ে 'নমঃ শিবায়' ব'লে প্রণাম করতাম। আশুতোষের অঞ্জলি যতই বিরাট হোক, এক কণা ভক্তিতেই তা ভ'রে ওঠে। আশীর্বাদ করতে পথ পেতেন না।

অরুণ। আবার আমি হাত পাতছি, আরও দাও মমতা।

মমতা। নাঃ, রুদ্র-দেবতাকেও তুমি হার মানালে দেখছি! বেশ আবার একটা প্রণাম করছি।

অরুণ। প্রণাম তো তোমার চাচ্ছি না। তোমার ভক্তিতে আমার অন্তর কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে। কিন্তু ভক্তিই কি সব? ক্ষুধা আমার মিটেছে, কিন্তু তৃষ্ণা?

মমতা। তৃষ্ণা?

অরুণ। হ্যাঁ, তৃষ্ণা, জল দাও। তুমি ভক্তি দিচ্ছ, আমি দেবতার মত তুলে নিচ্ছি। কিন্তু ভক্তিই কি সব? আমার অন্তর তো তাতে জুড়িয়ে যাচ্ছে না। তুমি হাসছ মমতা?

মমতা। হাসছি। লবণাক্ত সমুদ্র আদিকাল থেকে নদীর নির্মল স্নিগ্ধ জল পান ক'রে আসছে, আকণ্ঠ পুরে অহরহ অবিরাম। কিন্তু তৃষ্ণা তার তবু মিটল না। সে বোধ হয় বুঝতেও পারবে না যে, নদী তার জীবন নিংড়ে ঢেলে দিলে।

অরুণ। সে কথা নদী বলে না কেন? সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে না-ই যদি ওঠে তার কণ্ঠস্বর, সে তো কানে কানেও সে কথা বলতে পারে।

মমতার গান

মুখে কেন সুধাও মিছে,
চোখের পানে দেখ চেয়ে,
ভীরু যে সুর ভরায় ভাষা,
আঁখির আলোয় ওঠে গেয়ে।
সারাদিন যা মনে মনে
ভাবে আকাশ সঙ্গোপনে,

যেমন রাতের অন্ধকারে
ফোটে তারা আকাশ ছেয়ে,
তেমনি আমার মনের কথা
আঁখির আলোয় ওঠে নেয়ে।
মুখের চেয়ে অনেক বেশি মুখর দুটি আঁখি,
অধর যেমন দেয় না ধরা, নয়ন যে দেয় ফাঁকি,
নাই বা শোনা হ'ল কানে,
শুনেছ তো গভীর প্রাণে—গভীর প্রাণে,
ব্যাকুল বাণীর নির্ঝর যেথা ঝরে ঝরে
ঝরে আমার হৃদয় বেয়ে।

অরুণ। তোমার মুখর চোখের বাণী অনবদ্য মমতা। তৃষ্ণা মিটে গেল। তোমাকে আশীর্বাদ করছি—তুমি বিজয়িনী হও।

মমতা। তা হ'লে আবার একটা প্রণাম করি।

নেপথ্যে নুটু। বিমলা! বিমলা!

অরুণ। বাবা! (তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল)

মমতা। (প্রস্থান করিতে করিতে) পাওনা রইল, পরে পাবে।

[প্রস্থান]

[নুটু ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল, চারিদিকে দৃষ্টি দিয়া খুঁজিয়া]

নুটু। একখানা বই, আর নোট-করা কয়েকখানা কাগজ ?

[নুটুর ব্যস্তভাবে ভিতরে প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে অরুণও অনুসরণ করিল। পুনরায় কাগজ ও বই হাতে নুটু এবং তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিল বিমলা]

নুটু। সুশোভনের এজাহারে কোর্টের মধ্যে আমার মাথাটা কাটা গেল বিমলা। একটা মাতাল, অপদার্থ, চোর—আমার মাথাটা

ধূলোয় লুটিয়ে দিলে। কুক্ষণে—কুক্ষণে ওকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম।

বিমলা। ছি! ও-কথা তোমার মুখে সাজে না। বড় বড় গাছ আকাশ ছুঁয়ে থাকে, তাতে ফুল ফোটে, ফল ধরে, কত পাখি আশ্রয় নেয়, আবার কত সাপও এসে বাসা বাঁধে। তাতে কি গাছের মাথা হেঁট হয়? সে চিরদিন আকাশমুখেই বাড়ে। ও-কথা তুমি ব'লো না। কল্যাণী-ঠাকুরঝি শুনলে কি মনে করবে বল তো?

নুট। কল্যাণী! কল্যাণী আমার নীলকণ্ঠের বিষ বিমলা, কল্যাণী আমার নীলকণ্ঠের বিষ।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

আদালতের বারান্দা

[আদালত-সন্নিকটবর্তী শহরের চৌমাথা। খবরের কাগজের হকার হাঁকিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে কানে কলম, হাতে কাগজের তাড়া, আদালতের টাউট চলিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে কোর্টের পিয়নের হাঁক শোনা যাইতেছে—করুণা গাঁয়ের মুকুন্দ ঘোষ, হাজির হো, মুকুন্দ ঘোষ—করুণা গাঁয়ের মুকুন্দ ঘোষ। দুইজন টাউট কথা বলিতেছে

১ম। ওরে বাপ রে! নুটুবাবু আগুন ছুটিয়ে দিলে! বাবুদের সাজানো খোলস পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

২য়। রুদুবাবুও ছাড়ে নাই। ওই যে মাস্টারনীর ভাইকে জেরায় বেশ এক হাত নিয়েছে নুটুবাবুকে। পয়েন্টো তারি ধরেছিল, বলে—তুমি নুটুবাবুর হবু বেয়াই?

।। সে যাই হোক, যাতানষ্ট হোক, আর ছ্যাচড়াই হোক, আসল মামলায় ওর সাক্ষী খারাপ হয় নি। নুটুবাবুর সাহস বটে, দু-তিনটে সাক্ষী ছাড়া, সব সাক্ষীকে হস্টাইল ব'লে জেরায় সব ঠিক খাড় ক'রে নিলে! তুমি দেখো, নুটুবাবু এই মামলাতেই বড় উকিল হয়ে গেল। হিরণপুরের বাবুদের দাঙ্গার মামলা দেবার জন্যে বাবুদের লোক ঘুরছে।

নেপথ্যে কোর্ট-পিয়ন। হেরম্ব পাল, হেরম্ব পাল হাজির হো! হেরম্ব পাল—

ম। ওরে বাবা, এ যে আমার মক্কেল হে! হেরম্ব, ও হেরম্ব—

[প্রস্থান]

ম। ও মশায়, ও মশায়, ও হিরণপুরের সরকার মশায়! শুনুন শুনুন।

[প্রস্থান]

[গোপী ও দেবনারায়ণের প্রবেশ]

দেব। এ যে সব বিপরীত হয়ে গেল গোপী! সাক্ষীদের একটাও টিকল না! এক-একজনকে এক-এক মুঠো টাকা—সব বরবাদ গেল! বেইমানি করলে সব!

গোপী। আজ্ঞে না। জেরায় টিকল না, বিবেচনা করুন, স্বচক্ষে দেখলেন, জেরায় টিকল না। নুটু খোকার হ'ল অনর্থের মূল। সব হস্টাইল ব'লে জেরা আরম্ভ করলে। আর বিবেচনা করুন, সত্যি জিনিসটাই পাকা জিনিস, বিবেচনা করুন, পারার মতন পাকি জিনিস, কিছুতেই হজম হয় না, ফুটে বেরুবেই।

দেব। এখন উপায়?

গোপী। হাইকোর্টে আপীল করব, ভাবছেন কেন? বিবেচনা করুন, বাবারও বাবা আছে।

দেব। এই সব এজাহারের পর হাইকোর্টে কোনও ফল হবে না।

গোপী। ওই কথাটি বলবেন না হুজুর। তবে বলি শুনুন, এই আপনার ১৩১৪ সালে, ইংরিজী ১৯০৮, লাট কমলপুরের দখল নিয়ে দাঙ্গা, ১৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, বিবেচনা করুন, আমি বার বার বারণ করলাম, 'যদি পায় রাজ্য দেশ, তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ'— বারণ করলাম, আজ থাক্। তা সেজোবাবু—

দেব। (বাধা দিয়া) গোপী, তুমি একবার মহাভারতকে দেখ, নুটুবাবুর সঙ্গেও দেখা কর। মামলা মিটমাট কর।

গোপী। মিটমাট করবেন?

দেব। হ্যাঁ, মিটমাট করব। সায়েব-সুবোর কাছে আমাদের সুনাম একেবারে নষ্ট হবে। ওই মহাভারত যাচ্ছে। তুমি ডাক ওকে। আমি একটু স'রে যাই। ভয় নেই, তোমার পুরস্কার তুমি পাবে। ডাক মহাভারতকে। কথা বল।

[প্রস্থান]

গোপী মহাভারত! মহাভারত! বলি, শোন হে, শোন।

[মহাভারতের প্রবেশ]

মহা। মিটমাট আমি করব না হে। আর কিছু বলবে তো বল।

গোপী। আরে, শোন শোন।

মহা। (গোপীর মুখের কাছে বুড়ো আঙুল নাড়িয়া) খটখট লবডঙ্কা —খটখট লবডঙ্কা। জমি নাই, কাড়বি কি? ঘর নাই, আগুন লাগাবি কিসে? খটখট লবডঙ্কা। আর আমার করবি কি?

।। তুমি ফিরে পাবে, ঘর তৈরি ক'রে দেব। নগদ টাকাও কিছু দাদায় ক'রে দেব। (চুপিচুপি) বারো আনা তোমার, সিকি কিন্তু আমাকে দিতে হবে।

(হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ডাকিল) দাদাঠাকুর! ও দাদাঠাকুর!

[নুটু ও তাহার মুহুরীর প্রবেশ]

। কি মহাভারত? আরে, আপনি যে মিত্তির মশাই!

পী। প্রণাম।

। দাদাঠাকুর, মিত্তির বলছে মিটমাট করতে।

। মিটমাট!

পী। আজ্ঞে হ্যাঁ, বিবেচনা করুন, মিটমাট।

। (গোপীর দিকে চাহিয়া) দুটি শর্তে মিটমাট হতে পারে মিত্তির মশাই।

াপী। আজ্ঞে, বিবেচনা করুন, দু শো শর্ত মানতে রাজী আছি। কর্তাবাবু বললেন কি জানেন? বললেন, নুটুবাবু হলেন আমাদের গাঁয়ের গৌরব।

ঁ। কর্তাবাবু বয়স্ক লোক, আমার বাপের বয়সী, তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন।

গাপী। আপনার শর্ত কি বলুন?

ঁ। প্রথম শর্ত—এই মিটমাটের কথা, অবশ্য কর্তাবাবুকে বাদ দিয়ে, কাঁধে ঢাক বাজিয়ে শহরে জানাতে হবে আর, মহাভারতের পোড়া ঘর এখনও ছাওয়ানো হয় নি, সেই চালে উঠে বাবুদের ছাওয়াতে হবে।

গোপী। (হাতজোড় করিয়া) আজ্ঞে, বিবেচনা করুন, হাইকোর্টের পর সে কথা বিবেচনা করা যাবে। প্রণাম তা হ'লে।

[প্রস্থান]

নুট। সুশোভন কোথায় জান মহাভারত ?

মহা। ছোট দাদাঠাকুর আপনার তালে আছে দাদাঠাকুর। আদালত থেকে দু টাকা খোরাকি পেয়েছে, আজ পাকী মদের দোকানে ব'সে গিয়েছে। মদ খাচ্ছে আর তালপাতা নিয়ে কি বুনছে।

[মহাভারতের প্রস্থান]

নুট। রাস্কেল !

[কোর্ট-রুমের মধ্যে প্রবেশ করিল]

দৃশ্যান্তর—কোর্ট-রুম

উকিল, আসামী, জজ, দর্শক

আসামীর ডকে কালী বাগদী ; নুটুবাবু আরগুমেণ্ট করিতেছে

নুট। ইওর অনার, সমস্তই আমি নিখুঁতভাবে প্রমাণিত করেছি ব'লেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, এক অত্যাচারী ধনীর অপরাধে, তারই অন্নপুষ্ট, যে অন্নের প্রভাবে তার বিবেক, তার বুদ্ধি, তার ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে, তেমনই একজন অজ্ঞান দুর্বলের ওপর দণ্ড-বিধান করা ছাড়া ধর্মাধিকরণের আজ গত্যন্তর নেই। বিচারকের অনুমতি নিয়ে আর একবার শেষবারের জন্ত আসামীকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন সে এ কাজ করলে ? মহাভারতের সঙ্গে তার কোনও শত্রুতা ছিল না—এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। তবু সে যখন এ কাজ করেছে, তখন অন্তরালবর্তী কোন চতুর যন্ত্রীর সুচতুর হাত তাকে এ অন্যায় করতে

া করেছে। সেই কথা প্রকাশের শেষ সুযোগ আমি হতভাগ্যকে তে চাই।

[হাকিম হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলেন]

কালীর প্রতি) কালীচরণ, আবার তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা রছি—বল, কার হুকুমে, কেন, তুমি মহাভারতের ঘরে আগুন দিয়েছ?

। কেন বার বার শুধোচ্ছ মশায়? হ্যাঁ, আমি আগুন দিয়েছি। নিজের খুশিতে আগুন দিয়েছি। বাবুরা আমায় কেন বলবে? কিসের লেগে বলবে? আমি নিজের খুশিতে আগুন দিয়েছি।

। ইওর অনার, আজ আমার মনে হচ্ছে ভগবানের পুত্র যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার কথা। ভগবানের পুত্র একবারই মাত্র ক্রুশে বিদ্ধ হন নি, বার বার—নিত্য এই সংসারে ভগবানের পুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন। মানুষ ভগবানের সন্তান, তার মনুষ্যত্ব এই কালী বাগদীর মনুষ্যত্বের মত যেখানেই পিষ্ট হয়, সেইখানেই তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হন। ওই অজ্ঞান আসামীর অন্তরের মধ্যে শাসনের ক্রুশে বিদ্ধ মনুষ্যত্বের রক্তাক্ত মূর্তি আমি দেখতে পাচ্ছি। এর বিচার একজন করবেন। ভগবানের পুত্র মানুষের মনুষ্যত্বকে ক্রুশে বিদ্ধ করার অপরাধের বিচার করবেন—যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বত্রবিরাজমান, সর্বনিয়ন্তা, তিনি। তাঁর বিধানে এ অপরাধের দণ্ড নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ঈশ্বরের পুত্র মহামানব যীশাস ক্রাইস্ট সে কথা আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন—It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God। সর্বশেষে বিচারকের

কাছে ওই নির্বোধ হতভাগ্য হৃতমনুষ্যত্ব আসামীর জন্যে করুণা প্রার্থনা ক'রে আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম।

জজ। (জুরীদের প্রতি) জেণ্টল্‌মেন—

জুরী। আমাদের পরামর্শ করবার কোন প্রয়োজন নেই হুজুর, আমরা সকলেই একমত। আসামী দোষী—উই ফাউণ্ড্ হিম গিল্‌টি।

জজ। I accept your verdict and condemn the accused to five years R I.

[জজ, জুরী, কর্মচারী প্রভৃতি সকলেই চলিয়া গেল। নুটু কেবল রহিয়া গেল। সুশোভন ও মহাভারতের প্রবেশ। সুশোভনের বগলে বেহালা, হাতে তালপাতার মুকুট]

সুশোভন। লং লিভ নুটুদা। হিয়ার ইজ এ ক্রাউন মেড অব পাম-লীভ্‌স্।

নুট। শোন সুশোভন, আমার যদি তোমার মত ছেলে হ'ত, তবে তার মুখে আমি নিজ হাতে বিষ তুলে দিতাম।

সুশোভন। (চমকিয়া) কেন নুটুদা ?

নুট। কেন, সেই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ সুশোভন? তোমার মরণই মঙ্গল, মরণ না হ'লে তোমার আত্মহত্যা করা উচিত।

[প্রস্থান]

সুশোভন। (বসিয়া পড়িল) মহাভারত!

মহাভারত। দাদাঠাকুর!

সুশোভন। নুটুদা ও-কথা বললে কেন?

মহাভারত। বড় দাদাঠাকুরের কথা ছাড়ান দাও। চল, বাড়ি চল।

সুশোভন। (কাঁধ স্পর্শ করিয়া) মহাভারত, আমার দোষ আমি জানি, আমি অপদার্থ, আমি মাতাল। কিন্তু আমি তো কারও কোনও

ক্ষতি করি না হুটুদা। দু-চার পয়সা, দু-চারটে জিনিসও চুরি করি, কিন্তু তোমার আর কল্যাণীর ছাড়া অন্য কারও নয়—আপন পর, ঈশ্বর জানেন মহাভারত।

[মহাভারত স্তব্ধ হইয়া রহিল]

সুশোভন। মহাভারত!

মহা। দাদাঠাকুর!

সুশোভন। বেহালা বাজাব, শুনবে?

মহা। এই রাস্তার ওপর দুপুরে রোদে?

সুশোভন। জান মহাভারত, পটাসিয়াম সায়ানাইড ব'লে এক রকম বিষ আছে, সে বিষ জিবে ঠেকামাত্র মানুষ ম'রে যায়, কোনও যন্ত্রণা হয় না?

মহা। না না দাদাঠাকুর, ও-কথা তুমি মনে ঠাঁই দিও না। বড় দাদাঠাকুরের রাগ অমনই বটে।

সুশোভন। অনেক সময় ভাবি, এখান থেকে চ'লে যাই; কিন্তু ভয় হয় কি জান? মরবার সময় বড় কষ্ট পাব। এখানে মরণের সময় কল্যাণী সেবা করবে, কাঁদবে; তুমি কাঁদবে, মমতা কাঁদবে, অরুণ কাঁদবে, বউদিও কাঁদবে মহাভারত—সবচেয়ে বেশি কাঁদবে বউদি, তাতে আমি ম'রেও সুখ পাব।

মহা। দাদাঠাকুর, আজ থেকে তুমি আমার ঘরে থাকবে দাদাঠাকুর। বড় দাদাঠাকুর রাগ করে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ আমি চুকিয়ে দেব।

সুশোভন। (উঠিয়া) "আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে—তুমি অভাগারে চেয়েছ।" কবি, তোমাকে আমি প্রণাম করি।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হটুবাবুর অট্টালিকার ড্রইং-রুম

হটুবাবু এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়াছে। পূর্বোক্ত ঘটনার চার-পাঁচ বৎসর পর। ইতিমধ্যেই সে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল এবং অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছে। ড্রইং-রুমে মূল্যবান আধুনিক আসবাব, দেওয়ালে কয়েকখানি অয়েল-পেন্টিং—রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু। প্রাচীন জিনিসের মধ্যে সেই সূচীশিল্প—"ইট ইজ ইজিয়ার ফর এ ক্যামেল"খানি রহিয়াছে

[অরুণ ও শ্যামা বসিয়া আছে, মমতা গান গাহিতেছে]

এই তো ভাল এই তো ভাল,
যে তারার পানে তরণী বাই তীরের মায়া সেই ঘুচাল.
উথলে জল তুফান হাঁকে
তবুও মিছে পিছনে ডাকে,
সকল মন-হরণ-করা জানে যে শুধু একটি আলো।
শ্যামল কোন্ সাগরদ্বীপে যদি না ভিড়ে তরী,
স্বপন-নীড় রচার সাধ বিফলে যায় ঝরি,
অজানা পথে তিমির-রাতে
হাতটি শুধু রাখিও হাতে,
ঘরের দীপ হ'ল না জ্বালা ঝড়ের মেঘে বিজলী জ্বালো।

মমতা। এইবার আমায় ছুটি দাও। কলকাতায় পাঠিয়ে দাও। নইলে মা হয়তো চ'লে আসবেন।

শ্যামা। ভালই হবে। একবার তাঁর পায়ের ধুলো পড়বে। বাবা এখন বড়লোক হয়েছেন ব'লে পিসীমা আর আসতেই চান না। না, এ-বেলা তোমার যাওয়া হবে না, ও-বেলা দাদা তোমাকে গাড়ি ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসবে। চল না দাদা। আমিও যাব।

অরুণ। পৌঁছে দিয়ে আসতে রাজী আছি, কিন্তু গাড়ি ক'রে নয়—পায়ে হেঁটে।

শ্যামা। তাই হবে কমরেড মুখার্জি। তোমাদের জ্বালায় অস্থির বাবা! তুমি আজ জেলে যাচ্ছ, কাল বেরুচ্ছ, আবার পরশু যাচ্ছ জেল। বরুণবাবু তো আজ দু বছর ডিটেনশনে। বাবা মামলা আর রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। মা আপনার মনেই আছে। আমারই হয়েছে বিপদ। একা থাকি কি ক'রে বল তো? দয়া ক'রে বিয়ে করবার অবসর ক'রে মমতাকে এনে দিয়ে যা খুশি কর, কিছু বলব না।

অরুণ। তার চেয়ে ভাল একটি সঙ্গী দেখে তার ঘরে তোকে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়, বল্ দেখি? মমতা, কি বল? বেটার সাজেশন নয়? চমৎকার হয় না?

মমতা। নিশ্চয়, চমৎকার হয়।

শ্যামা। চমৎকার হয়! মেয়েরা কক্ষনো পুরুষের সমান হতে পারবে না—এ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। হাজার অনিচ্ছে সত্ত্বেও পুরুষের কথায় ডিটো মারতেই হবে। চমৎকার হয়! এদিকে মেয়ের মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মমতা। ঠিক কথা ভাই শ্যামা। এ দেশের মেয়েদের কিছু হবে না। অনিচ্ছে সত্ত্বেও ফ্যাকাশে মুখে আমরা ডিটো মারি, আবার ইচ্ছেয় বুক তোলপাড় করলেও লজ্জায় মুখ লাল ক'রে আমরা ডিটো দিতে পারি না। আমাদের দেশের মেয়েদের কিছু হবে না।

শ্যামা। দাঁড়াও না, এক্ষুনি গিয়ে আমি মাকে ধরছি, দাদার বিয়ে দেবে কি না? আজই একটা হেস্তনেস্ত করব। মা! মা!

[প্রস্থান]

অরুণ। মমতা!

মমতা। বল।

অরুণ। সত্যিই মমতা, একটা হেস্তনেস্ত না কি ব'লে গেল শ্যামা, করার এইবার প্রয়োজন হয়েছে। তোমার মাও দেখলাম ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু কয়েকটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে আমার।

মমতা। জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আজও আছে তোমার?

অরুণ। আমার ব্রত তুমি জান?

মমতা। সে ব্রতের ভাগ কি আমি গ্রহণ করি নি?

অরুণ। যদি আমায় দীর্ঘকাল বন্দী-জীবন যাপন করতে হয় মমতা?

মমতা। বাইরে থেকে তোমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব আমি।

[বাহিরে মোটরের হর্নের শব্দ]

অরুণ। বাবা এলেন। এস, আমরা ভেতরে যাই।

[মমতা ও অরুণের প্রস্থান]

[একজন চাকর কতকগুলি জিনিসপত্র, অ্যাটাচি কেস, ফুলের মালা লইয়া প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। তাহার পর প্রবেশ করিল নুটু। নুটু এখন প্রৌঢ়। পরনে দামী খদ্দরের কাপড় জামা চাদর। আসিয়া চেয়ারের উপর বসিল। চাকর চাদর ছড়ি লইল। পায়ের জুতা লইয়া স্লিপার দিল]

নুটু। দীজ মীটিংস, উঃ, আই অ্যাম টায়ার্ড। খবরের কাগজটা কই রে?

[চাকর খবরের কাগজ দিয়া বাহির হইয়া গেল ; নুটু কাগজ পড়িতে লাগিল। চাকর পুনরায় প্রবেশ করিয়া একখানি কার্ড দিল ; নুটু ব্যস্ত হইয়া উঠিল]

নুটু। কোথায় ? কোথায় তিনি ?

চাকর। আজ্ঞে, বাইরে চেয়ারে বসতে দিয়েছি।

নুটু। আঃ, ইডিয়ট কোথাকার !

[ব্যস্তভাবে বাহিরে গেল, চাকরও গেল, পুনরায় নুটু এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে লইয়া প্রবেশ করিল]

আসুন আসুন। কাশী থেকে কবে ফিরলেন ? এই বসুন।

[নিজে দামী আসন আগাইয়া দিল]

বৃদ্ধ। ফিরেছি আজ চার-পাঁচ দিন হ'ল। শুনলাম সব। ভারি আনন্দের কথা। তুমি এতবড় বাড়ি করেছ, অ্যাসেমব্লির মেম্বার হয়েছ, তোমার ছেলে এম.এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে। ভাবলাম, বেটার লেট দ্যান নেভার, যাই, একবার নুটুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। এখন বল, কি জানাব—অভিনন্দন, না, আশীর্বাদ ?

নুটু। (প্রণাম করিয়া) সমস্ত আপনাদের আশীর্বাদ।

বৃদ্ধ। বার্ থেকে যখন তোমাকে সাপোর্ট ক'রে অ্যাপীলটা আমার সইয়ের জন্যে পাঠালে, তখন প্রথমটা একটু আশ্চর্য হলাম। নুটু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে ? কংগ্রেস নুটুকে নমিনেশন দিলে না ? যাক, বার্-লাইব্রেরির এককালে প্রেসিডেন্ট ছিলাম, তুমি হ'লে বর্তমান প্রেসিডেন্ট, আমি সঙ্গে সঙ্গেই সই ক'রে পাঠিয়ে দিলাম।

নুটু। আপনার নামে অনেক কাজ হয়েছে। আপনার নাম—

বৃদ্ধ। না না, বড় উকিল ব'লে পসার ছিল, তাকে কি আর নাম বলে? তুমি কর্মী, কীর্তিমান পুরুষসিংহ; তোমার নিজের গুণেই কংগ্রেস-ক্যাণ্ডিডেটকে হারানো সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু কেন? কংগ্রেস তোমাকে নমিনেশন দিলে না কেন?

সুট। পার্টি-পলিটিক্স্ তো জানেন! পার্টি-পলিটিক্স্ আর কি! আমি যথাসর্বস্ব কংগ্রেসের প্রয়োজনে ঢালতে পারছি না, এবারকার সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স্ মুভ্মেণ্টে আমি জেলে যাই নি—এই আমার অপরাধ।

বৃদ্ধ। সত্যি কথা বলতে সুটু, মডার্ন পলিটিক্সে এই সব আন্দোলন আমি বেশ বুঝতে পারি না বাপু। জেলেই যদি সবাই যাবে, তবে কাজ করবে কে?

সুট। (হাসিয়া) জানেন, থার্টি মুভ্মেণ্টের সময় আমার ছেলেকে আমি সেই কথা বলেছিলাম—বলেছিলাম, দেশের অন্নবস্ত্রের আগে সংস্থান কর। জেলে যাওয়ার চেয়ে সেটা বড় কাজ। মুখে সে প্রতিবাদ করলে না, কিন্তু সেই দিনই বিকেলে অ্যারেস্টেড হ'ল। থার্টি থার্টিওয়ান—দু বছর মাটি ক'রে এবার সে একজামিন দিলে। আমার ছোট ছেলে আরও প্রগতিশীল, সে এখনও দেউলীতে। আমার বড় ছেলে ইলেক্শনের সময় কলকাতায় গিয়ে ব'সে রইল, পাছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমার জন্যে তাকে কাজ করতে হয়।

বৃদ্ধ। ছেলের বিয়ে দাও হে, ছেলের বিয়ে দাও। সব সেরে যাবে। ওসব হ'ল এক ধরনের হিস্টিরিয়া।

সুট। বিয়ে তো হয়েই যেত এতদিন, কিন্তু জেলে তো আর ছাঁদনাতলা পাতা হয় না! এইবার বিয়ে দেব। কিন্তু ছেলে বলে কি জানেন—উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করব না।

বৃদ্ধ। ভাল কথা নুটু। তুমি কি ছেলের বিয়ের কোথাও ঠিক করেছ?

নুটু। হ্যাঁ। (ইতস্তত করিয়া) মানে—অনেকদিন আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমার স্ত্রী, আমিও অবশ্য—

বৃদ্ধ। দেখ, কয়েকদিন আগে আমার বাড়ির সামনেই নর্দমার ধারে একটা মাতাল প'ড়ে ছিল, লোকে বললে—নুটুবাবুর বেয়াই। আজ আবার দেখলাম, সে একটা ইতর জাতের মাতালের সঙ্গে মাতলামো করছে। আজও লোকে বললে—নুটুবাবুর বেয়াই। একটি দরিদ্র বিধবা এসেছিল আমাদের বাড়ি, হাতে-তৈরি জামা টেবিল-ক্লথ বিক্রি করতে। মেয়েরা বললে—তোমার বেয়ান। প্রতিশ্রুতি কি তোমার এদের কাছে?

নুটু। (মাথা হেঁট করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল) আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি আমার এদের কাছেই। এ আমার হয়েছে নীলকণ্ঠের বিষ।

বৃদ্ধ। এ বিষ উদরস্থ হ'লে কিন্তু মারাত্মক হবে নুটু। না না, তুমি এ কাজ ক'রো না। করুণার স্থায়রত্নের বংশ তোমরা, তুমি নিজে কীর্তিমান হয়েছ ওই বংশের পবিত্রতায়। এ কাজ তুমি ক'রো না।

[মহাভারতের প্রবেশ—ভঙ্গী তাহার সঙ্কুচিত ; পূর্বের মত স্বচ্ছন্দ নয়]

নুটু। কি মহাভারত?

[মহাভারত প্রণাম করিল]

মহা। আজ্ঞে, দিদিঠাকরুণ এলেন, সঙ্গে এলাম। তাই বলি, আপনাকে পেনাম।

নুট। কল্যাণী এসেছে ?

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কৃষ্ণ। এটি তোমার সেই চাষী বীর নয়, যাকে নিয়ে তোমার কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়েছে ? হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কীর্তির কনগ্রাচুলেশনই তোমাকে দেওয়া হয় নি। ওইটেই তোমার সবচেয়ে বড় কীর্তি হে। কঙ্কণার বাবুদের মত অত্যাচারী বাবুদের তুমি জব্দ কর নি, সংশোধন করেছ। কঙ্কণায় আমি গিয়েছিলাম, আমার পুরনো মক্কেল তো, ওঁদের এলাকায় জমি-জেরাত আমার আছে। দেখলাম, সে আমলই আর নেই, ধারা-ধরন সব পাল্টে গেছে। কর্তাবাবু বললেন—এসব নুটু উকিলের শিক্ষা রাজেনবাবু। ব'লে হা-হা ক'রে হাসলেন। স্বীকার করলেন, আগে যা করতেন, সেসব অন্যায়। তোমার অ্যাসেম্ব্লি-ইলেকশনে ওরা তো তোমাকেই সাপোর্ট করেছিলেন শুনলাম। বড়বাবু বললেন—নুটুর ওপর রাগ তো নেই-ই, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কত বড় লোক নুটু, আমাদের গ্রামের গৌরব, তাকে আমরা সাপোর্ট করব না ?

মহা। আমি বাইরে যাই দাদাঠাকুর।

[সসম্ভ্রমে প্রস্থান]

নুট। (মহাভারতের যাওয়াটা গ্রাহ্যই করিল না) হ্যাঁ, ওরা আমাকে সত্যিই লজ্জা দিয়েছেন। অল্পবয়সে মানুষ এক দিকই দেখে, দু দিক দেখতে চায় না। দিনে আলোকে ভাবে একমাত্র সত্যি, আলোই থাকবে চিরকাল ; আবার রাত্রে অন্ধকারকেও ভাবে তাই। দোষগুণ নিয়ে মানুষ, কঙ্কণার বাবুদের দোষটাই সে বয়সে আমার

চোখে পড়েছিল, দোষ ছাড়া কিছু দেখতে পাই নি ; কিন্তু আজ দেখছি, গুণও যথেষ্ট আছে ওদের।

বৃদ্ধ। কর্তাবাবু রসিক লোক তো, বললেন—যাব একদিন নুটুবাবুর ওখানে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ? তা বললেন—নুটু শুনেছি মস্ত উকিল, এ-জেলা ও-জেলা থেকে ডাক আসে, আমি একবার তার সঙ্গে সওয়াল-জবাব করতে যাব রাজেনবাবু। নিজের নাতিকে—দেবনারায়ণবাবুর ছেলেকে—দেখালেন, ছেলেটি এবার বি. এ. পাস করেছে। ভাল ছেলে। বললেন—এ কেও আমি উকিল করব। তা তোমার ছেলেটি কই—আমাদের দেশের ভাবী উজ্জ্বল নক্ষত্র ?

নুটু। অরুণ !

[প্রবেশ করিল শ্যামা

শ্যামা। দাদা বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি।

বৃদ্ধ। এটি তোমার মেয়ে ?

নুটু। প্রণাম কর শ্যামা।

[শ্যামা প্রণাম করিল

বৃদ্ধ। রাজরাণী হও ভাই। বাঃ, চমৎকার মেয়ে ! মেয়ের বিয়ের ঠিক কিছু করলে ? এইবার বিয়ে দাও।

[শ্যামা ভিতরে চলিয়া গেল

নুটু। পাত্র খুঁজছি, কিন্তু মনের মত যে পাচ্ছি না। বর পাচ্ছি তো ঘর পাচ্ছি না, ঘর মিলছে তো বর মনের মত হচ্ছে না।

বৃদ্ধ। এক কাজ কর না। দেবনারায়ণের ছেলেটিকে দেখ না ? ছেলেটিকে আমার বড় ভাল লাগল হে।

[নুটু চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল]

আজ উঠলাম নুটু। তোমার ছেলেকে একদিন পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। আলাপ করব।

নেপথ্যে সুশোভন। (জড়িতকণ্ঠে) "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান!"

বৃদ্ধ। ওই সেই লোকটা না?

নুট। (গম্ভীরভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ। না নুটু, তুমি এ কাজ ক'রো না। না না না। তোমার মত লোকের—ছি ছি ছি!

[নুটু চুপ করিয়া রহিল। প্রবেশ করিল সুশোভন]

আচ্ছা, আজ আমি আসি।

[প্রস্থান]

[নুটু তাঁহাকে আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল ; ক্রুদ্ধ গম্ভীর তাহার মূর্তি]

নুট। দারোয়ান!

সুশোভন। (অত্যন্ত বিমর্ষভাবে) আমার মুখ দিয়ে আজ রক্ত উঠল নুটুদা। আমায় দশটা টাকা দেবে? ডক্টর সেন আট টাকার কমে দেখেন না।

[দারোয়ানের প্রবেশ, অভিবাদন করিল]

নুট। ইস্‌কো নিকাল দো বাড়িসে।

দারোয়ান। (বিস্মিত হইল) হুজুর!

নুট। নিকাল দো ইস্‌কো। (সুশোভনকে আঙুল দিয়া দেখাইল)

সুশোভন। আমাকে নিকাল দেবে নুটুদা?

নুট। (দারোয়ানকে) খাড়া হোকে কেয়া দেখ্‌তা তুম?

সুশোভন। আমি যাচ্ছি নুটুদা। আই হ্যাভ নো ডিজায়ার টু লিভ,

রোগের যন্ত্রণা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। টিল আই ওয়াণ্টেড টু লিভ ফর কল্যাণী—সে বড় আঘাত পাবে, দ্যাট ইজ দি রিজন্ আই কেপ ব্যাবেগিং। আমি যাচ্ছি। "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান"!

[প্রস্থান]

নুট। আওর বাড়িমে ঘুসনে মৎ দো। নেহি তো তুমারা নোকরি চলা যায়গা। যাও।

[দারোয়ানের প্রস্থান]

[মুহুরীর ফাইল লইয়া প্রবেশ]

এখন নয়, পরে। যাও এখন।

[ফাইল রাখিয়া মুহুরীর প্রস্থান]

শ্যামা!

[শ্যামার প্রবেশ]

শ্যামা। বাবা!

নুট। মহাভারত বললে, কল্যাণী এসেছে—

শ্যামা। হাঁ, মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন।

নুট। পাঠিয়ে দাও এখানে।

[শ্যামা চলিয়া যাইতেছিল]

এক্ষুনি, বলবে, আমি অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। এক্ষুনি।

[শ্যামার প্রস্থান]

[নুটু দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে পায়চারি করিতে লাগিল]

[কল্যাণীর প্রবেশ]

নুটু। (স্থির হইয়া দাঁড়াইল) কল্যাণী! আমি সুশোভনকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিয়েছি। আর কোনদিন আমার বাড়ি ঢুকতে তাকে বারণ ক'রে দিয়েছি।

কল্যাণী। (মাথা হেঁট করিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল) আপনি দাদা, শাসন আপনি করবেন বইকি নুটুদা।

নুটু। না। শাসন নয়। তার সঙ্গে কোনও আত্মীয়তা আমার নেই, হতে পারে না। তোমাকেও ওকে ত্যাগ করতে হবে কল্যাণী।

কল্যাণী। (শিহরিয়া) নুটুদা! ছোড়দার মুখ দিয়ে মধ্যে মধ্যে রক্ত ওঠে। উনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না।

নুটু। তার মরবার জায়গার অভাব হবে না কল্যাণী। হাসপাতাল আছে, গাছতলা আছে, পথ আছে—

কল্যাণী। আপনি কি বলছেন নুটুদা?

নুটু। সত্য চিরদিন নিষ্করুণ কঠোর। জ্ঞানহীন শিশু আগুনের শিখায় হাত দিলে জ্ঞানহীন ব'লে আগুন তাকে ক্ষমা করে না। বিধাতার বিচার আগুনের মতই দীপ্ত, পবিত্র অথচ নিষ্ঠুর। সে বিচারের দণ্ড থেকে অপরাধীকে রক্ষা করতে গেলে তার আঁচ তোমাকেও লাগবে। আরও একটা কথা—তোমাকেও কতকগুলো জিনিস ছাড়তে হবে।

কল্যাণী। (স্থিরভাবে নুটুর দিকে তাকাইয়া তারপর ধীর স্বরে বলিল) বলুন।

নুটু। দারিদ্র্যকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সে দারিদ্র্য মর্যাদাহীন নয়, সে দারিদ্র্য মহত্বহীন নয়, তাতে মালিন্য নেই।

কল্যাণী। সেই দীক্ষাই তো আপনার কাছে—

নুটু। আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি নিতে পার নি। কল্যাণী, তুমি

জামা তৈরি ক'রে বিক্রি করতে যাও ভদ্রলোকের বাড়ি, তারা তোমাকে করুণা ক'রে জিনিসের দাম বেশি দেয়, দয়া করে। সেটা বিনিময় নয়, দান। তোমার বেশভূষার দিকে চেয়ে দেখ—দারিদ্র্যের ছাপ। এসব তোমায় ত্যাগ করতে হবে।

কল্যাণী। আর কিছু আমায় বলবেন দাদা?

নুটু। তোমার উত্তর শুনতে চাই বোন।

কল্যাণী। না।

নুটু। সময় চাচ্ছ? উত্তর এখন দিতে পারবে না?

কল্যাণী। না। আমার উত্তরই দিচ্ছি—না। আপনার যুক্তি আমি স্বীকার করি না। দয়া আমি কারও কাছে নিই না। আমার দারিদ্র্য আমার অহঙ্কার। আর ছোড়দা আমার বড় ভাই। তা ছাড়া নুটুদা, আপনি যখন তাকে আত্মীয় ব'লে স্বীকার করতে পারছেন না, তখন মমতার বাপকেই বা আত্মীয় ব'লে স্বীকার করবেন কি ক'রে? মমতা তো তার বাপকে অস্বীকার করতে পারবে না নুটুদা।

নুটু। (মুখের দিকে চাহিয়া) তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমি সকল সংস্রব ত্যাগ করলাম। ভবিষ্যতেও—

কল্যাণী। মমতাকে, ছোড়দাকে নিয়ে আজই আমি এখান থেকে চ'লে যাব।

[প্রস্থানোদ্যত]

নুটু। অপেক্ষা কর।

[কল্যাণী দাঁড়াইল, নুটু আলমারি খুলিয়া গহনার বাক্স বাহির করিয়া কল্যাণীকে দিল]

মমতার গহনা—আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলে। আর একটা কথা।

কল্যাণী। বলুন।

নুটু। সম্বন্ধ ছাড়বার আগে আমি যদি মমতার মামা হিসাবে তার বিবাহে কিছু যৌতুক দিই, সে কি তুমি নেবে না ?

কল্যাণী। (একটু ভাবিয়া) মাথা পেতে নেব নুটুদা।

[নুটু চেক-বই বাহির করিয়া একটা চেক লিখিল]

নুটু। এই নাও। মমতার বিয়েতে যৌতুক দিলাম।

কল্যাণী। (চেক মাথায় ঠেকাইয়া) শ্যামা-অরুণের আমি পিসীমা। তাদের বিয়েতে আমাকেও কিছু দিতে হয় দাদা। গরিব বোন ব'লে ফিরিয়ে দেবেন না।

[প্রণাম করিয়া চেকখানি নুটুর পায়ে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল]

[নুটু চেকখানি কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে ছিঁড়িয়া ফেলিল। চেয়ারে বসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর সিগার ধরাইল]

[মুহুরীর প্রবেশ]

মুহুরী। যে মকদ্দমাটায় আমরা হেরেছি, সেইটের রায়। (রায়ের কাগজ নামাইয়া দিল) হাইকোর্টে আপীল করবে পার্টি। তাই বলে, পয়েণ্ট গুলো একবার দেখে—

[নুটু পড়িতে আরম্ভ করিল। মুহুরীর প্রস্থান]

নুটু। (পড়িতে পড়িতে উত্তেজিতভাবে) অ্যান ইডিয়ট। গর্দভ বিচারকের আসনে বসলে চিৎকারের মূল্য থাকে—যুক্তি হয় মূল্যহীন। (রায়খানা সক্রোধে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল) "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার"।

[উঠিয়া পদচারণা আরম্ভ করিল। বাহিরে মোটরের হর্ন বাজিল]

[মুহুরীর পুনঃপ্রবেশ]

হুরী। (ব্যস্তভাবে) বাবু, কঙ্কণার বাবুরা—কর্তাবাবু, দেবনারায়ণ-বাবু এসেছেন।

ট। (চকিত হইয়া উঠিল) কে? কঙ্কণার বড়বাবু?

ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল, মুহুরী রায়খানা কুড়াইয়া ফাইল সমেত ছাইয়া লইল। নুটু, শিবনারায়ণ ও দেবনারায়ণের প্রবেশ। মুহুরীর প্রস্থান]

ট। আসুন, আসুন, আসুন। মহাভাগ্য আমার আজ। (বড়-বাবুকে প্রণাম করিল, দেবনারায়ণকে নমস্কার করিল) বসুন।

শব। সে তো তুমি না বলতেই এসেছি হে। এখন তাড়িয়ে দেবে কি না বল?

ট। (পুনরায় প্রণাম করিয়া) তা বলতে পারেন। আপনাদের কাছে আমার অনেক অপরাধ। তবে আমি অমানুষ নই।

শব। একশো বার—হাজার বার। শুধু মানুষ নয় হে, তুমি একটা মরদ। মরদ-পুরুষ সংসারে বড় দুর্লভ হে। তুমি একটা মরদ।

দব। অপরাধ আপনার নয় নুটুবাবু, দোষ আমাদেরও অনেক ছিল।

শব। (চারদিক দেখিয়া) তাই তো হে নুটু, এ যে তুমি ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছ দেখছি! বা—বা—বা! বলিহারি—বলিহারি! হঁ, তুমি মরদ বটে।

ট। এখন বসুন।

শব। শোন হে নুটু, কি জন্যে এসেছি শোন। তোমার সঙ্গে সওয়াল করতে এসেছি। দেশের মধ্যে তো তুমি এখন সবচেয়ে সেরা উকিল। এ-জেলা ও-জেলা ক'রে বেড়াচ্ছ। আজ আমি তোমার সঙ্গে সওয়াল করব।

সুট। (হাসিয়া) বেশ, বসুন।

শিব। ধর, তোমার বাড়িতে ভিখিরী এসেছে। তাকে বসতে ব'লে আর কি আপ্যায়িত করবে, যদি ভিক্ষেই না দাও তাকে ?

সুট। এ যে বড় অসম্ভব কথা, আশঙ্কার কথা! আমার কাছে আপনারা ভিক্ষে চাইবেন—এ যে বলির দ্বারে বামনদেবের ভিক্ষে চাওয়া! বেশ, আগে বসুন।

শিব। হুঁ। উপমাটা তুমি বড় ভাল দিয়েছ সুটু। তবে দেখ, বিবেচনা ক'রে দেখ, পাতালে থাকতে যদি ভয় হয় তো ভেবে দেখ। (হা-হা করিয়া হাসিলেন)

সুট। বসুন আগে।

শিব। উহুঁ, আগে তুমি দেবে বল ; তবেই বসি, নইলে যাই।

সুট। বেশ, মাথাই পাতলাম আপনার পায়ে। এইবার বসুন। বসুন দেবনারায়ণবাবু, বসুন।

শিব। ওকে বলতে হবে না ; ওর বাবা বসবে—ও তো ছেলেমানুষ। ঠিক বসবে ও। (উভয়ে বসিলেন)

সুট। এইবার অনুমতি করুন।

শিব। (বসিয়া) তোমার বড় ছেলেটিকে আমাকে ভিক্ষে দিতে হবে ; আমার নাতনীকে তোমায় আশ্রয় দিতে হবে—দেবনারায়ণের মেয়ে।

দেব। (সুটুর হাত চাপিয়া ধরিল) আমাকে কন্যাদায় থেকে আপনি উদ্ধার করুন।

শিব। তোমার ছেলে খুব ভাল, বি.এ.-তে এম.এ.-তো ফার্স্ট হয়েছে। তুমি নিজে একটা মরদ, দেশবিদেশে নামডাক। টাকাও করেছ অনেক। কিন্তু কঙ্কণার বাবুদের বাড়ির মেয়ে ধনে কুলে

মানে তোমার বাড়ির অসুবিধা হবে না। আর নাতনীর আমার ভারি লক্ষণ ভাল হে। রূপের আর কথা বলব না, তুমি নিজেই দেখবে; আমি তো নুটু, ম'জে আছি নাতনীর রূপে! দেবুর যে আমার জামাই পছন্দ হ'ল না, নইলে—(হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন)

দেব। নুটুবাবু!

নুটু। (হাসিয়া) ছাড়ুন, কর্তাকে আগে প্রণাম করি। (প্রণাম করিয়া) ভিক্ষে আমি দিচ্ছি, কিন্তু ভিক্ষে তো শুধু দিতে নেই কর্তা, সে তো আপনাকে বলতে হবে না। দক্ষিণে সমেত ভিক্ষে দেব আমি! 'না' বললে শুনব না। আমার কন্যাও বিবাহযোগ্যা, সেইটিকে দক্ষিণে স্বরূপ আপনাদের নিতে হবে—দেবুবাবুর বড় ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে।

শিব। বলিহারি! বলিহারি! বলিহারি! এই না হ'লে উকিল! ওরে বাপ রে! উল্টো চাপে গেরো! ও দেবু, নুটু যে হারিয়ে দিলে রে! (হা-হা করিয়া হাসিলেন) আচ্ছা, তাই হ'ল।

নুটু। ছেলেমেয়েকে আমি ডাকি।

শিব। না, আজ থাক্। দেখাশুনো দিন দেখে। আজ নয়। আচ্ছা, আজ তা হ'লে উঠলাম।

নুটু। সে কি! একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যেতেই হবে।

শিব। আজ নয় বাবা। আগে তুমি যাবে কল্যাণের বাড়ি, আমার বাড়ি পায়ের ধুলো দেবে, তবে। আজ ব'লো না। সে আমার প্রতিজ্ঞা আছে নুটু, উঁহু, সে হবে না।

নুটু। (হাসিল) বেশ, আজ বিকেলেই যাব আমি।

শিবনারায়ণ, দেবনারায়ণ অগ্রসর হইল, নুটু অনুসরণ করিল। নুটু ফিরিল]

নুটু। বিমলা! বিমলা!

[শ্যামার প্রবেশ]

শ্যামা। মা কঙ্কণায় গেছেন।

নুট। কঙ্কণায়? এ কি, তুই যেন কেঁদেছিস মনে হচ্ছে শ্যামা?

শ্যামা। না বাবা, না।

[প্রস্থান]

নুট। শ্যামা! (অনুসরণোদ্যত)

[মহাভারতের প্রবেশ]

মহা। দাদাঠাকুর!

নুট। এস মহাভারত। বাবুরা আজ কি জন্যে এসেছিলেন জান? দেববাবুর মেয়ের সঙ্গে—

[মহাভারত প্রণাম করিল]

মহা। আমি চললাম দাদাঠাকুর।

নুট। না, ও-বেলায় আমার সঙ্গে যাবে। আমি ও-বেলা বাবুদের ওখানে যাব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

মহা। না।

নুট। তুমি অরুণের খুড়ো, দেবনারায়ণবাবু তোমাকে বেয়াইয়ের মত সম্মান করবেন।

মহা। সম্মান! জুতোর ছাপটা যে বুকের ভেতর এখনও আঁকা আছে দাদাঠাকুর। সম্মানে আমার কাজ নাই। দিদিঠাকরুণ কাশী যাচ্ছে, আমিও তেনার সাথে কাশী যাচ্ছি। আর কটা দিন বলেন, ই কটা দিনের তরে বাবুদের বেয়াই হতে লারব। (চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আপনি শেষটা এই করলেন দাদাঠাকুর?

[প্রস্থান]

নুটু। (দৃঢ়ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া) মহাভারত! মহাভারত!

[অগ্রসর হইল, দরজার মুখেই অরুণ প্রবেশ করিল, নুটু থমকিয়া দাঁড়াইল]

অরুণ। সে চ'লে গেল।

নুটু। ডাক তো তাকে।

অরুণ। সে ফিরবে না বাবা।

নুটু। (হাসিয়া) সে আমার ওপর রাগ করেছে। একজন লোক পাঠাতে হবে ওর বাড়িতে। থাক, তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে।

অরুণ। আপনার কাছে আমারও কিছু বলবার আছে বাবা।

নুটু। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরুণের আপাদমস্তক দেখিয়া) অরুণ!

অরুণ। বলুন।

নুটু। আমার মনে হচ্ছে, আমার বক্তব্যের সঙ্গে তোমার বক্তব্যের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। নয় কি?

[অরুণ চুপ করিয়া রহিল]

নুটু। বল, কি বলবে বল? তোমার বক্তব্যই আগে শুনব আমি।

অরুণ। আপনি কি কল্যাণী-পিসীমাকে—

নুটু। কল্যাণীর সঙ্গে আমি সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছি।

অরুণ। ত্যাগ করেছেন?

নুটু। তুমি কি আমার কাছে তার জন্যে কৈফিয়ৎ চাও?

অরুণ। না। ও-কথা আর জিজ্ঞাসা করব না। আমার আর একটা কথা জানবার আছে। আপনি কি করুণার পাঠকদের বাড়িতে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করছেন?

নুটু। লজ্জাহীনতা কি মডার্নিজমের প্রধান ধর্ম অরুণ?

অরুণ। জীবনের অতি গুরুতর সমস্যায় আপনার মত ব্যক্ত করা

লজ্জাহীনতা বাবা? সে হ'লে আপনার কথা সত্য, আমি স্বীকার করছি।

নুটু। ভাল, এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই অরুণ।

অরুণ। বলুন।

নুটু। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইন্‌ডিভিজুয়াল হিসেবে তোমার অধিকার আমার চেয়ে কম নয়। তোমার সে অধিকার আমি স্বীকার ক'রে এসেছি। কিন্তু আমার ঘর—আমার গ'ড়ে-তোলা সাম্রাজ্য, সেখানে আমি সম্রাট।

অরুণ। দেশের শাসনতন্ত্রের মধ্যে যদি আপনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের, স্বাধীনতার অধিকার থাকে, সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি বিদ্রোহ করবার অধিকার আপনার থাকে, তবে আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে—

নুটু। তুমি বিদ্রোহ করবে অরুণ? তুমি আমাকে অমান্য করবে?

অরুণ। গাঙ্গুলীদের বাড়িতে আমি বিয়ে করতে পারব না—এই কথাটা আপনার পায়ে ধ'রে জানাতে এসেছি বাবা।

নুটু। (সরিয়া গিয়া) থাক্, আমার পা তুমি স্পর্শ ক'রো না।

[অরুণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল]

তোমার বক্তব্যের বোধ করি আরও কিছুটা বাকি আছে। সেটা বোধ করি এই যে, মমতাকেই তুমি বিবাহ করতে চাও।

[অরুণ নীরব হইয়া রহিল]

[নুটু আপন মনেই আবৃত্তি করিল]

I tax not you, you elements, with unkindness;
I never gave you kingdom, called you children;
You owe me no subscription: then let fall
Your horrible pleasure; here I stand, your slave—

অরুণ, আজ কিং লিয়ারকে আমার মনে পড়ছে। অবশ্য কিং লিয়ারের মত সর্বস্বান্ত ইমোশনাল নই আমি। (অরুণের মুখামুখি দাঁড়াইয়া) তুমি বিদ্রোহ করতে চাও অরুণ ?

অরুণ। (নতজানু হইয়া আবেগভরে) আপনার কাছে আমি মিনতি করছি। আজ আপনার গৌরবে আমি যে বিশাল সৌধ গ'ড়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে আছি, সে সৌধ আপনি ভেঙে দেবেন না। আপনার আদর্শ—

নুট। ইউ মীন টু সে, করুণার বাবুদের বাড়িতে তোমার বিবাহ দিলে আমি আদর্শচ্যুত হব ?

অরুণ। কল্যাণী-পিসীমাকে, সুশোভনবাবুকে, মমতাকে পরিত্যাগ করলে আপনি আদর্শচ্যুত হবেন—সে কি আপনি বুঝতে পারছেন না ?

নুট। আমার আদর্শবোধে তোমার সন্দেহ জেগেছে অরুণ ? এত বড় ইম্পার্টিনেন্স তোমার ? এত বড় স্পর্ধা ! গেট আপ, উঠে দাঁড়াও।

[অরুণ উঠিল]

এত বড় স্পর্ধা তোমার ?

[অরুণ নীরব]

উত্তর দাও। এত স্পর্ধা তোমার ?

অরুণ। না, স্পর্ধা আমার নয়, স্পর্ধা আমার আদর্শের, যে আদর্শে আপনি আমায় দীক্ষা দিয়েছেন। স্পর্ধা আমার শিক্ষার, যে শিক্ষা আমাকে দিয়েছেন আপনি।

নুট। সে শিক্ষায় আরও কিছু বাকি আছে। শোন। অবাধ্য সন্তান

আর দুই অঙ্কের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। দুই অঙ্কের মতই তাকে পরিত্যাগ করতে হয়।

[অরুণ বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল]

তুমি জান অরুণ, কত বড় আঘাত তুমি আমায় দিয়ে যাচ্ছ ?

[অরুণ একবার দাঁড়াইল। তারপর চলিয়া গেল। পর-মুহূর্তেই সে ফিরিয়া আসিল]

অরুণ। ওইটে আমি নিয়ে যাব। কার্পেটের ওপর লিখেছিলাম আমি, বুনেছিলেন মা। ওটা আমি নিয়ে যাব।

["It is easier for a camel"-লেখা সূচীশিল্পের দিকে অরুণ অগ্রসর হইল]

নুট। (সক্রোধে) অরুণ !

অরুণ। না, ওটা আর এখানে থাকবে না, থাকতে পারে না, ওটা রাখবার আপনার অধিকার নেই।

নুট। অরুণ !

অরুণ। আপনি আজ ধনী, দারিদ্র্যকে আজ আপনি ঘৃণা করেন, মিথ্যা মর্যাদার মোহে মানুষকে আপনি আত্মীয় স্বীকার করতে লজ্জা পান। বীর্যে সাহসে গৌরবান্বিত অতীতকে স্বীকার করতে আপনার আজ সঙ্কোচ হয়। এ আপনার কাছে থাকবে না। এ আমি নিয়ে যাব।

নুট। ওটা তোমার মায়ের হাতের কাজ অরুণ, ওটা তুমি রেখে যাও। তোমার মা আমাকে পরিত্যাগ করেন নি।

অরুণ। আমার আগেই আমার মা চ'লে গেছেন।

নুট। চ'লে গেছেন ?

অরুণ। কল্যাণী-পিসীমা চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চ'লে গেছেন।

[প্রস্থান]

নুট। রেখে যাও। ওটা রেখে যাও—অরুণ, ওটা রেখে যাও। (থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) বিমলা! অরুণ! মহাভারত! (দরজা সন্ধান করিতে করিতে) দরজা—দরজা—দরজা কই—দরজা? গেট অফ হেভেন্‌স কি বন্ধ হয়ে গেল? স্বর্গদ্বার কি রুদ্ধ হয়ে গেল? বিমলা! বিমলা!

[কাঁপিতে কাঁপিতে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া সোফায় পড়িয়া গেল। শ্যামার প্রবেশ]

শ্যামা। বাবা! বাবা! বাবা! এ কি! দাদা—দাদা!

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষান্তর

অরুণ চলিয়া যাইতেছে, শ্যামা প্রবেশ করিল

শ্যামা। ফেরো দাদা, ফেরো। বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

অরুণ। অজ্ঞান হয়ে গেছেন?

শ্যামা। হ্যা। শিগগির ডাক্তার ডাক—শিগগির—

অরুণ। এইটে—এইটে—শ্যামা, এইটে নিয়ে যা। আমি পাশের বাড়ির ডাক্তারকে ডাকি।

শ্যামা। মায়ের কাছে লোক পাঠাও দাদা—শিগগির—

[শ্যামা সূচীশিল্পটি লইয়া চলিয়া গেল]

অরুণ। মুহুরীবাবু, শিগগির পাশের ডাক্তারকে ডাকুন। বাবার অসুখ। অজ্ঞান হয়ে গেছেন—শিগগির। দারোয়ান!

নেপথ্যে শ্যামা। জল—জল—কেষ্ট, মাথায় জল ঢাল।

অরুণ। দারোয়ান! দারোয়ান!

[দারোয়ানের প্রবেশ]

শিগগির তুমি কঙ্কণায় যাও। মাকে গিয়ে বল, বাবার বড্ড অসুখ—শিগগির।

[দারোয়ানের প্রস্থান। অরুণ ভিতরে গেল। পুনরায় ফিরিয়া আসিল]

বরফ—বরফ—মুহুরীবাবু, ডাক্তারবাবু কি এখনও এলেন না?

[প্রস্থান]

নেপথ্যে নুট। দরজা—দরজা! বিমলা, দরজা খুলে দাও। বিমলা!

নেপথ্যে অরুণ। এই যে ডাক্তারবাবু!

[ডাক্তার ও অরুণ ঘর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। পর-মুহূর্তেই অরুণ প্রবেশ করিল]

অরুণ। মুহুরীবাবু! হরিশ, মুহুরীবাবু কি এখনও বরফ নিয়ে ফেরেন নি?

[প্রস্থান]

নেপথ্যে নুট। বন্ধ হয়ে গেল—বন্ধ হয়ে গেল।

নেপথ্যে শ্যামা। সব দরজা-জানালা খুলে দিয়েছি বাবা।

[বরফ লইয়া সুন্দরী ভিতরে গেল। বিমলা ও অরুণের প্রবেশ]

বিমলা। রাস্তায় দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হ'ল। কি হয়েছে অরুণ, কোনও আশাই কি নেই? ওরে, ওদের তুই ভেতরে নিয়ে আয়। আমি—

নেপথ্যে নুটু। মাই লর্ড—

[বিমলা ও অরুণের বিপরীত দিকে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

ড্রইং-রুম

সোফার উপর নুটু শায়িত। শ্যামা, বিমলা, অরুণ, মহাভারত, মমতা, কল্যাণী প্রভৃতি

নুটু। It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God।

[নুটুর চেতনা হইল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বিমলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল]

নুটু। বিমলা, আমার স্বর্গদ্বার বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

বিমলা। না না। তোমার সে দ্বার কি বন্ধ হয়, না, হতে পারে? না না।

নুটু। বন্ধ হয়ে গেছে। আমি সুশোভনকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কল্যাণীর সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করেছি। মমতাকে প্রত্যাখ্যান

করেছি। মহাভারত চ'লে গেছে। অরুণ—। কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে—। আমার স্বর্গদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে বিমলা। সম্মুখে আমার গাঢ় অন্ধকার আমি দেখতে পাচ্ছি।

বিমলা। না। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, তোমার স্বর্গদ্বার খোলাই আছে। আমি নিজে খুলে দিয়েছি। কঙ্কণার বাবুদের আমি নিজে জবাব দিয়ে এসেছি। কল্যাণী, মমতা, সুশোভনকে ফিরিয়ে এনেছি।

মহা। দাদাঠাকুর!

নুট। কে? মহাভারত? মহাভারত, ভাই! কল্যাণী কই? কল্যাণী?

[সম্মুখে সূর্যাস্তের রশ্মি ঘরে আসিয়া পড়িতেছিল। নেপথ্যে বেহালা বাজিয়া উঠিল]

নুট। কল্যাণী!

কল্যাণী। দাদা!

নুট। মার্জনা—বোন—মার্জনা—

[কল্যাণী কোন কথা বলিল না, নুটুর পায়ে মাথা রাখিল]

একদিন বলেছিলাম, তোমার স্থান আমার মাথায়; যদি কোনদিন প'ড়ে গিয়ে আঘাত পাও, দেহে তোমার ধূলোর মালিন্য লাগে—

কল্যাণী। (মুখ তুলিল, চোখে অশ্রুর রেখা) না না, আঘাত পাই নি, ধূলো লাগে নি। বউদি আমায় কোল পেতে ধরেছেন দাদা।

নুট। বিমলা!

[বিমলা কথা বলিল না, ম্লান হাসি হাসিল]

মহা। দাদাঠাকুর!

নুট। মহাভারত, সুশোভন কই? সুশোভন?

মহা। ছোট দাদাঠাকুর বারান্দায় ব'সে আছেন দাদাঠাকুর। তিনি বললেন, আপনার কষ্ট তিনি দেখতে পারবেন না।

নুট। বেহালা বাজাচ্ছে, নয়? আঃ, চমৎকার! সেই গানটা বাজাতে বল মহাভারত—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চল একলা চল, একলা চল রে।'

[অরুণ উচ্ছ্বসিতভাবে পায়ের উপর পড়িল]

কে? কে?

অরুণ। বাবা!

বিমলা। অরুণ মাফ চাচ্ছে তোমার কাছে।

নুট। মাফ! না না, তার তো অপরাধ নয়।

বিমলা। তবে তাকে তুমি আশীর্বাদ কর।

নুট। আশীর্বাদ! স্ট্যাণ্ড আপ মাই বয়, স্ট্যাণ্ড আপ। মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াও।

[অরুণ দাঁড়াইল]

আমার যাত্রা আজ শেষ হ'ল, তোমার যাত্রা শুরু হ'ল। সে যাত্রায় তোমার জয় হোক। আমার সম্মুখে সন্ধ্যা, তোমার সম্মুখে যেন উদয় হয় নবপ্রভাত। কিপ দি ফ্ল্যাগ ফ্লাইং মাই বয়, কিপ দি ফ্ল্যাগ ফ্লাইং।

বিমলা। এইবার তুমি চুপ কর। আর কথা ব'লো না। হাঁপাচ্ছ তুমি।

সুট। (ব্যস্তভাবে) একটা কথা—একটা কথা—তোমায় একটা কথা বলব শুধু।

বিমলা। বল।

সুট। না। কারও সাক্ষাতে নয়—কারও সাক্ষাতে নয়। যেতে বল—সব যেতে বল।

[সকলে চলিয়া গেল

বিমলা। বল, কি বলছ বল ?

সুট। বলবার কিছু তো নেই। দিচ্ছি—তোমায় দিচ্ছি—তুমি গ্রহণ কর—

[বিমলা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

সুট। বুঝতে পারছ না ? আমার মন, আমার হৃদয়, আমার সব—সব আমি দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর।

[বিমলা পাথরের মত উপরের দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরে বেহালা বাজিতেছে। যবনিকা নামিয়া আসিল]